ভূমিকা

বাংলার কবি পুনর্জন্ম সম্বন্ধে একটি ভয় প্রকাশ করেছিলেন 'আমায় হয়তো করতে হবে আমার লেখা সমালোচন'—মনে হচ্ছে নিজের লেখার দায় দ্রুত শেষ হওয়াই ভালো। যখন আমার বনগুচ্ছ কবিতাবলীর জন্যে ভূমিকা লেখার কথা উঠলো, লুপ্ত না হ'য়ে লিপ্ত হবার ভয় সত্যই দুরূহ মনে হ'লো। নিজেকে জড়িয়ে থাকা শিল্পীর পক্ষে শাস্তি; ছড়িয়ে যাওয়া ছাড়িয়ে চলাই তার ধর্ম। মাঠের পথে, জাহাজ নৌকোর ঘাটে, প্লেনের উচ্চ হাওয়ায় ঘুরেছি, বাড়ি ফিরেছি। স্তরে-স্তরে লোকালয়ের দান অন্তরজীবনে পূর্ণ হ'লো। আজ বেলাশেষে সেই পরিক্রমা একটি-মাত্র মৃৎরেখায় পরিণত। উপরে আকাশ, পাশে দিগন্ত। মাটি, ধরণী, বসুন্ধরা যে-নামেই হোক ভূমিস্পর্শ অভিধানই আমার স্বপ্রকাশ, তার অন্য ভাষা নেই, ভাষ্য নেই। সংসারে একটি মৃন্ময়ী বাসা বেঁধেছিলাম সেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। যাবার সময় কত দূরে জানি না, কিন্তু এইবেলা ব'লতে চাই ভূমিকা আমার শুধু এই। যা লিখেছি তারই মৃত্তিকায় গড়া প্রদীপ রইলো, আরো দু-সন্ধ্যা তুলসী-তলায় জ্বলুক। যদি আমার ভাগ্যে থাকে।

অমিয় চক্রবর্তী

সূচিপত্র

পালা-বদল (১৩৬২)

ঘ রে-ফে রা র দি ন

অ ন্ত রা

পু ষ্পি ত ই মে জ

অ ম রা ব তী

অ নিঃ শে ষ

পরিশিষ্ট

গা ন

ক বি তা

অ নু বা দ

পালা-বদল

উৎসর্গ

চিরন্তন বাংলা দেশকে

এপারে

দেখলাম দু-চক্ষু ভ'রে, হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়,
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য,
খচিত রাত্রির দেয়া গান
রেডিয়ো নক্ষত্রে বাজলো এই দেহে ঝিমঝিম দূরে
শিরায় জড়ানো নহবৎ।
ইন্দ্রিয়ের চূর্ণ সুবে
জেগেছে সংসার প্রান্তে আদিম গায়ত্রীমন্ত্রময়
ভূর্ভুবঃ স্বঃ।
হোক না স্বেচ্ছায় বন্দী প্রাণ
হঠাৎ মুক্তি সে পেলো।
(কিছু বন্দীদশা ইচ্ছাতীত,
সে তর্কে নামবো না আজ।)
মহাশয়, পার্থিবের দেশে,
স্বীকার্য, অনেক হ'লো সভ্যতা যতই পাপ কাজে
যুদ্ধে হানে জ্যোতির্বুদ্ধি, বক্তবহা যন্ত্রণা সমাজে
গঙ্গোত্রীব ধাবা নেমে বাব-বার অলক্ষ্য বঞ্চিত
ধুয়ে মুছে দিযে গেলো মুহূর্তে অক্ষয় লোকালয়
কোটি মৃত্যু কান্না ছোঁয়া সমুদ্রেব নীল নিরুদ্দেশে।
শুধু আজ্ঞা দাও, যেন বুঝি
আয়ুকাব্য মহাময়
অধ্যায়ে-অধ্যায়ে খোলা অভাব্যের-এই পরিচয়,
গ্রন্থবাঁধা তারিমধ্যে এসে আমি জন্মমৃত্যুপারে
আজো কোন খুঁজি বাসা,
এদিকে পঞ্চাশ হ'লো, দিন
এ-যাত্রা সন্ধ্যায় ক্রমে সন্ধিক্ষণে হ'য়ে আসে ক্ষীণ
পালা-বদলের বেলা,
মেলাবে কি যোগ অন্ধকারে
সৌবধুলো তৈবি দেহ রাখি যবে ঘরে-ফেরা বাঁশি—
রুক্ষ পথ এসেছি যে বন্টনে কাঙাল দূরবাসী।

মিল

মিশোতে কি পারবে ঠিক ক'রে
মৃত্যুকেই এ-মুক্তি-জীবনে
রোজ-রোজ ,
যেমন নীলের ধূলি পৃথিবী মাটিতে গাঁথা অবলীন
প্রাণবায়ু প্রাণভূমি প্রাণশূন্য।
কান্নাবিন্দু অলক্ষ্য মুক্তোয় ঝরা
এই যে আলোয় মিশ্র আপন বাংলার আশীর্বাণী
আনে দূরে ঘের-দেয়া এপারের ঘরে নিত্য সুধা,
সে কি এই শেষ দৃষ্টিভবা।
মনে হয় ফিরে-পাওয়া মৃন্ময়ী বাসায়
গোলকচাঁপার তলে ব'সে আছি,
খোয়াই-পেরোনো স্থির সম্পূর্ণ স্বীকৃতি
শান্তিনিকেতনে,
অথচ সবই সে কোন পূর্বজীবনের সন্ধিমাখা,
বিদেশেব ক্ষণোজ্জ্বল সায়াহ্নে এখানে শুধু বাঁশি।

যা-কিছু প্রত্যক্ষ তারি জরি
সূর্যসুতোর জালে আয়ুময় আন্দোলিত
মুহূর্ত মন্দিরে ঝলমল,
পর্দা সেও : তুলে তাকে
একেবারে দেখবো কি ডুবে-যাওয়া পাস্থজীবনের
অবিচল ধারণায়—
প্রবাসে সর্বস্বহারা দিনে উদ্ভাসিত ;
পারবে কি, চৈতন্যময় মন,
পারবে কি ক্ষুধায় কাঁদা বুক ॥

চার্ল্‌স নদীর ধারে

স্মরণাতীতের রৌদ্রভূমি
সেখানে এনেছো তুমি,
স্পষ্ট লেখা
নিবিড় ঘাসের গূঢ় রেখা
রুচি নাচে
অঙ্গের আসঙ্গে ডুবে আছে
শ্যামতর মাঠে ;
মেঘোত্তীর্ণ শূন্যের ললাটে
এক জোড়া পানকৌড়ি তীর বেগে দূরে যায়
মধ্যাহ্নে বার্নিশ-করা আকাশের গায়,
মনোপারে তীর পায় ;
কানের অচেনা পটে ভাষার ঝুম্‌ঝুনি
ঝুমঝুমি আদি কথা শুনি
মানে যার অশব্দ কাকলি,—
যেটুকুতে কাজ চলে শুনি আর বলি।
যে-কোনো দু-জনে গল্পে চলে রাস্তা দিয়ে,
ছলছল বুকে যায় আত্মীয় বুলিয়ে,—
ভাবি ডেকে প্রশ্ন করি অন্য কোন দিনের কুশল,
কত কাল ভুলে যাওয়া জন্মফল ;
পাড়ার প্রত্যেক বাড়ি বিস্ময় আঙুল তুলে বলে :
অন্য সংসারের চিম্‌নি তলে
কোন এ শীতের লগ্নে উৎসবের বেলা এলো যে
ধোঁয়া ওঠে কুণ্ডলী প্রশ্নের ॥

বে-স্টেট রোডে

ঠিক তাই ; ধারে-আসা । একটি কথার প্রতি ধাপে
শব্দ যেই স্তব্ধ হ'য়ে ভাবনা-আভার নীলে ঠেকে
সেখানে সিঁড়িতে বসা, পাশে দেখা পশ্চিমী পাতার
লাল তামা আসন্নতা নবেম্বরে, রঙা অশ্রুভার
অন্যতার প্রান্ত-নিঃশ্বসিত ; ট্রাফিকের ভিড় থেকে
কেম্ব্রিজের ব্রিজে শোনা সমস্ত নগর দূরে কাঁপে
একটি গুঞ্জন জনতার ; বারে-বারে শীর্ষে থামা,
ঊর্ধ্বে জ্বলে বৌদ্ধতারা, বহুরাত্রিপারে দৃষ্টিনামা ॥

ঘরে ফিরে শুভলক্ষ্মী-রেকর্ডের শুভ্রতা ভজন
মুহূর্তের কণ্ঠে আনে দ্বাদশ দেউল জাগা তীর,
প্রবাস-সমুদ্রহীন, অকল্প চাওয়ার বুকে স্থির ;
কতদিন হ'য়ে গেলো খুঁজেছি সে পথের লগন ।
নীল আঁকা চীনে হাঁস ফুলপাত্রে উড়েছে মিং যুগে,
ডেস্কে তারি কাছে আসা ; শূন্য শান্ত ; বেঁচেছি দৈবাৎ
—ককটেল্ আতিথ্যে কারো ধূম্রতাবিলাসী কক্ষে ভুগে—
কার্পেটে তুরানী নক্সা, নিয়ে তারি ঐন্দ্রিক দৃক্‌পাত ॥

চিত্র-আসি, তীর্থ-আসি : শিরায় মনের দুঃখে ঝড়ে
জমা-মেঘ-সন্তর্পিত ব্যবধান চূর্ণ-করা দিনে
পাতঞ্জলি-সূত্র পড়ি, কৌচে শুয়ে ভাবি, বই খোলা
প্রাঞ্জল আয়ুকে কেন প্রত্যহ ধুলোর ধর্মে ভ'রে
অব্যবহিত-হারা অবিস্মিত ইঁট গেঁথে তোলা ।
আখ্‌রোটের কাঠে-খোদা কাশ্মীর ভূস্বর্গ স্বপ্ন চিনে
চুম্‌কি-বসানো হ্রদ— মনে আছে ? —ধরি বুকে তাই ;
স্বামীজি অখিলানন্দ তাঁর কাছে মধ্যে-মধ্যে যাই ॥

এই বৃষ্টি

চিন্তার সমস্ত রং ধুয়ে গেছে শাদা হ'য়ে,
মনের প্রহরী ভিজছে ছাতি হাতে নিঃঝুম প্রহরে,
ঝুপঝুপ বৃষ্টির গ'লিতে
বাসনার আলোগুলো ঝিমিয়ে ঝাপসা জ্বলে পাশে।
হে বিরতি,
ঘন রাত্রে কোনখানে একা স্তব্ধ চেয়ে আছো :
মেঘে-মেঘে ভয়ংকর আসন্নতা,
বোবা বুক চিরে জ্ব'লে বর্ষার বিজলি শঙ্কাহারা,
শুধু মেনে নেওয়া বেলা, প্রবাসে যেমন ॥

বসন্তের মাঝামাঝি এই বর্ষাকাল,
প্রস্তুত ছিলো না, তবু এলো যেই, ব্যস্ত মন
রাজি হ'লো ঘোরাফেরা চেনার কল্পনা ফুল ভুলে,
ফেলে গিয়ে ঘরে-ফেরা সুদূর কাহিনী,
শুধু ভিজতে, খানিকক্ষণ ধারাবাহী মগ্ন অবকাশে।
মাটির প্রতীক্ষা আর ঘাসের শ্যামতা সঞ্চারিত
নির্মন নতুন পাওয়া
অস্ফুট স্বদেশী ছাপ রেলিঙের ধারে ॥

সমাবর্ত

নিরবধি কালের সকাল। নীল ইস্পাতী রেলে জ্ব'লে ওঠে
কালো দ্যুতি, দুটো-পঁচিশের ট্রেন এলো ব'লে, প্রশ্নচক্ষু স্থির
সিগ্‌নলের— হঠাৎ সবুজ দৃষ্টি— ঝোড়ো এক্‌স্‌প্রেস ছোটে
সময়ের অন্ত্য দূরে-দূরে ; থেমে যায় আন্দোলিত ভিড়

কম্পিত পরিধিপ্রান্তে ; পাশে অসংলগ্ন জলে গম্ভীর বকের
এক-পা বাড়ানো ধ্যান : মনে একটি মাছ ; উঁচু টেলিগ্রাফ তারে

কোটি বার্তা চলে তা কে জানে, তাতে ব'সে দোলায় শখের
পুচ্ছ বুনো পাখি, ভিন্ন লোকে ; মাঠে লাল ট্র্যাক্টর অন্য ধারে।

মধ্য-মার্কিনে আছি মিসিসিপি পারে, চলেছি যে-ঘড়ি হাতে
টিকটিক আয়ু তার আনে ছিন্ন এটা-ওটা : খুঁজি নিঃসময়
কোন ঘটনার ছবি— বাংলা ভাষায় গাঁথা— চিরক্ষণে যাতে
শাদা বক, ব্যস্ত ট্রেন, বুকে ধরে এই সকালের পরিচয়॥

এস্পান্যোল্

বঙ্কিম ভঙ্গিতে কাঁপা খেয়ালি পথের বেহালায়
দূর সমুদ্রের পথ চিনে
কেন এ-ইস্পানি গান গাও এই কঠিন মার্কিনে ,
মধু তাল উত্তাল নৃত্যনীল সুরে মাতা',
রোদ্দুরে বিদ্যুতে গাঁথা,
বাজাও স্পন্দিত ধ্বনি ক্যাস্টানেটে।
হালকা খুশির ভান
অশ্রুতে করে আনচান
মেদ্রিদের অলিন্দের একাকী উৎসুক বুক ফেটে ;
ভিড়ে ছুঁলো সে-লাবণী অনির্দেশ মেঘের ভাসান।
এই গানে অলিভের ছায়া দোলে,
আঙুরের মিষ্টিতে সোনা মদরস ভ'রে তোলে,
আঙুলে মুদ্রার ভাষা, পায়ের নাচের তাল খোলে।
এ-গানের যা-ই নাম দাও,
এই গান,
এই প্রেম, এই প্রাণ,
কভু বাস্ক্, ক্যাটালনিয়ান্
পাহাড়ের নীল-কাটা আভা দৃষ্টি তাও
চেনা চেয়ে বেশি,

শুধু নয় মন্ত্র অন্যদেশী—
এর টুংটাং ঘণ্টা শাদা ধুলো রাস্তা বেয়ে
চঞ্চল চলন্ত কত জীবনীর ছায়া ছেয়ে
দাঁড়ায় মিনার-তলে, পান্থশালা রঙিন বাজারে
প্রাচীন ইস্পানি খচা ভারি দরজা তারি ধারে ;
আজ আনে দু-দিনের রক্তে কোন আঁকাবাঁকা
যুগান্ত-পৌঁছনো প্রাণ, বিস্মরণী ছাঁকনিতে ছাঁকা।
হয়তো পেরিয়ে পিরেনিসে,
বিদ্রোহীর ধ্যানে মিশে,
কাসাল্‌স্‌ চেলোয় তাঁর নির্বাসিত বেদনার স্পেন
অগণ্যের ঘরে জাগা
নতুন প্রাণনী লাগা
শৈলাভ গ্রামের বুকে এ-গান নিলেন ॥

সংলাপ

(১৯৫৫)

"সরু সামাজিক পথে চ'লে
একটু-আধটু কাঁচা জায়গা তবুও মনের মধ্যে রাখা :
আগাছায় ছায়া-দেয়া আদিমতা।
শোনো, বন্ধু, অলিগলি আঁকাবাঁকা তাতে ঘুরি।
চমক পাথরে মোড়া উজল মনন সভ্যতায়
অতিথি, তবুও ফিরে গিয়ে
ব'সে থাকি ভাঙা ঘাটে, সেই শিবতলা পুলে
গঙ্গার ওপারে, দেখি, কিছু নয়, মাছটা, পাখিটা,
কানাই ঘোরায় লাঠি, ছোটো ছেলেমেয়ে ভিড় করে,
হাঁ ক'রে তখুনি মানে জাদুবিদ্যে, ভেঁপু কেনে।
দামী রাজ্যে স্বনির্বাসী গরিব বাঙালি
তারি যে নিতান্ত সাথী, ছেঁড়া চটি প'রে চ'লে যাই

আত্মীয় যুগের মধ্যগ্রামে,
একেবারে প্রাথমিক প্রণতির।
আহা, ঐ বোষ্টমী ভিখারি
কিছু না জেনেও গায় কত সে পুরোনো ধ্বনিভরা
গান,
ছন্দ তার যেন নান্দী পাঠ, একতারা বাজা,
ভাঙা ব্যাকরণে মেশা পার্থিব যোগের সংসারতা
হাটের বাটের, ছোঁয়া রাধা-কৃষ্ণ প্রেমধ্যানে,
শিব-পার্বতীর কথা, শৈল স্নিগ্ধ নীল হিমাচল
হাওয়ায় পুজোর ঠাণ্ডা আনে কলকাতায়,
বাংলা ঘরে-ঘরে ;
এ সব বলবারই নয়, হয়তো, কী জানি
প্রামাণ্যই নয়, তবু এতেও সূক্ষ্ম ধন
নরহরি বার্তা আছে তোমাদেরও।
আশ্বিনে সানাই বাজে, শোনো দূব শ্রুতি।
আজ আমার বুক ভরা, সবাইকে শ্রদ্ধা ক'রে বলি :
সুন্দর স্বাগত 'দলে, দেখো ছুটি অর্জেছি
দুই তীরে,
আন্তর্জাতিক মন শিকড়ে মাটিকে আঁকড়ে থাকে
যে-মাটি এ-বুকে আজো বাংলা পার্থিব,
যদি ফোটে মেঠো ফুল, তাই নাও সেই মাটি থেকে
যাত্রী-অর্ঘ্য নব বৎসরের ॥"

ভাঙা গোড়ালি

(হাসপাতালে)

মায়ার জগতে তবু বুকভরা মায়া
—ওরা শুনে হেসে মাথা নাড়ে,
বলে, সেও মায়ার অধর্ম,

অতি-মানসের খোঁজো কায়া—
হায়রে, প্রাণের মর্ম
জানি হাড়ে-হাড়ে ॥

কঠোর পাহাড়ে
দেখেছি ফাটলে ফুল দুলন্ত হাওয়ায়,
লতার আঙুলে তন্তু, বৃন্তে পুনরায়
ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া :
জানি হাড়ে-হাড়ে ॥

করুণায় আলো-মুখ, সেবায় নিপুণ
নিঃশব্দের পদচারী অনিদ্র নিরত
আরোগ্য-ভবনে নার্স, ভাবি তার ব্রত
মৃত্যু চেয়ে কোন প্রাণ জানে বহু গুণ
দুঃখের দাহনে,
এত মায়া তবু এই মায়ার ভুবনে ॥

অদৃশ্যে শেলাই করে কে এই শরীরে
রিপু তার বিনি-সুতো ব্যথার গভীরে,
কল্যাণ অস্পর্শ তার হঠাৎ পুলকে
সূক্ষ্ম আলোর স্রোত বহায় অসাড়ে :
—এসে জন্মলোকে,
ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া
জানি হাড়ে-হাড়ে ॥

ঈস্ট্ রিভার

(ন্যুইয়র্ক হাসপাতালে)

পূর্বী নদী,

যন্ত্রণার ঝাপসা রাত্রে প্রগাঢ় শিরায় অন্তঃশীল

তুমি বও একধারা অশ্রুজল,

অনিদ্রার তলে-তলে হাড়ে,

অতলান্ত সমুদ্রের স্পর্শ আনো মোহানায়,

ডুবে যাওয়া

মান্‌হাটানের পাশে।

লক্ষ বাসনার রাঙা দাহ দপ্‌দপ্‌

আলোর প্রলেপ উল্কি মুছে-মুছে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে অন্তর্লীনা

তুমি

বার্বিটালের ঘুমে প্রান্তে জাগো শ্যাম স্রোতোধ্বনি

প্রশমিত শয্যাঘরে।

একা শুয়ে মগ্ন মনোবেগে দূরগামী,

হারাই তোমার জলে খণ্ড বেলা, চূর্ণ কথা, লুপ্ত খেয়াঘাট,

ব্যর্থ ঘূর্ণি, যত ছিন্ন দোকানের পণ্যসারি ইচ্ছাভরা,

তীরে-তীরে

নিয়ন্‌ আলোর শঙ্কা।

ট্যাক্সি শব্দ পৌঁছে শান্ত হয়,

অন্ধকারে

তীব্রজ্বলা লাল রাস্তা, দ্রুত গলি, প্রগল্‌ভ বিদ্যুৎঝরা ছোটে

ব্রড্‌ওয়ের ন্যুইয়র্ক, নিশাচর,

তাও ছোঁও টেপা-সুইচের

হঠাৎ তিমির দোলে।

ধীর রক্তগতি সর্বময় সমতানে

বিলয় নিথরে ঢাকো শূন্য শেষ শীর্ষ মুষ্টিতোলা

এম্পায়ার স্টেট্‌,

উঁচু-নিচু পরিবার, ব্যবসায়ী সৌধ দৈত্য-

নাগরিক।

হঠাৎ প্রকাণ্ড ভার নেমে যায়।

রেডিয়ো-ফেনানো

বিজ্ঞাপিত শব্দস্তূপ ক্ষীণ মূর্ছা মেশে লুপ্ত কানে।

ঊর্ধ্বে তারা

ওঠে,

কাঁপে নিচু প্রতিফলিতের স্রোতে,

তরল প্রবাহ আয়নায়

ঝকঝকে ধ্রুব যুগ্মতায় সারারাত্রি।

সত্তা স্রোত, পূর্বী নদী,

হাসপাতালের ঘরে সাততলা ভুঁয়ে আনো ঘরের উদ্দেশ,

আরোগ্য অরুণোদয়।

ভোর ভাঙে। আগুন তোমার ঠাণ্ডা জলে

নতুন আয়ুর সূর্য।

ভারি চোখ ভরা চায় পাশে বারান্দায়,—

রবার-চাকার গাড়ি, কফি নিয়ে নার্স আসে

প্রশস্ত সকালে অন্যদিনে;

নীল পর্দা খোলে যেই, ধীরে-ধীরে

তুমি দূরে স'রে যাও প্রাণনীতা,

পূর্বী নদী,

চলচ্ছবি ঐ জানলা পাশে

প্রাত্যহিক, স্টিমারের বাঁশি-বাজা।

ওদিকে উঠোনে বাস্ থামে,

নাম-লেখা চলন্ত কপাল। ব্যস্ত যাত্রী। আরেক জীবন্ত বেলা॥

দুই আগুন

একটু স'রে যেই এলো সে

চিত্তছায়া থেকে

তীব্র কালো আগুন পিছে রেখে—

হঠাৎ এ কী প্রকাণ্ড রোদ!

যবের শীষের আগা

মাটির দাহে শ্যামল তবু,

সবুজ বিকাশ জাগা।
মার্কিনের এই মাঠে
নতুন আকাশ ফাটে।
মায়াহীনের চোখে বুলোয়
অচেনা সংসার :
ভার কিছু নেই তার।
ঝর্না নদীর পাহাড়ে-তীর
আঙুর কুঞ্জ ডাকে,
ট্রেন চলেছে, নৌকো চলে,
নিশান ওড়ে বাঁকে ॥

একলা দেখো পথে দাঁড়ায়
চোখের প্রদীপ জ্বালা,
শূন্যে চেয়ে পরায় কাকে মালা—

"ধন্য আমার স্বামী,
সবার আবার আমি—
তোমায়-হারা মিথ্যে আগুন
প্রলয় পাতালগামী।
শির-ছেঁড়ানো সব-হারানো
বুক-ভাঙানো সুখে
এক মুহূর্তে এ কী বাঁচাও,
হাসো সকৌতুকে ॥"

বিসংগত

হোক না যতই মৃদু, তবু
প্রসন্ন মেঘ উগ্র আগুন কোমল কালো
বজ্র হানা।
সবুজ ঘাস আর শ্যামল পাহাড় জ্বলছে দাহে

ভাঙা বুকের ছায়া স্বর্ণে।
তীব্র একার কেন্দ্র-ঝলক ঝিকঝিকিয়ে
রাঙা নরম ফুলের মুখে দারুণ ব্যথা
আভায় স্মিতা।
হায় অসীমা,
সারা বসন্ত কাশ্মীরি বন জাফ্রানি বাস
মর্মরিয়ে ক্যান্‌সসে ছোঁয় আপেল কুসুম
চেরি বনের মনের ঘ্রাণে—
তবুও দেখো সাহারার জিভ্ বালির প্রখর
হাড়ে-হাড়ে হুহু করে গাছে-গাছে,
শুকনো গমে।
শিরোক্কো ঝড় চোখের শিরায় পাঁজরে তেজ,
দিনদুপুরে
সেই পৃথিবী নীলের ঘণ্টা শূন্যে বাজায়,
চুল-দোলানো শিশু-খেলে।
রুক্ষ কঠোর পিনাক ধ্বনি প্রাণের বাহন
চাঁদ জাগানো বাঁশির সুরে।
লাল টালি ঐ পাহাড়তলির বাড়ির পারে
হঠাৎ দ্রুত—চেয়ে দেখো—
আশমানি কোন ঈশান কোণের অশনায়া॥

স্ট্রীম লাইনার থেকে

কেউ বুঝি বলেনি তোমায়—
সূর্য উঠেছে স্নাত রাঙা শূন্যে
তারার ভোর পার হ'য়ে;
একটুও শেষ রাত নেই।
স্নিগ্ধ পূর্বভা কাঁপে বিন্দু তৃণে,
রাশি-রাশি পাখ ডাকে কুণ্ঠিত স্টেশন।

গেরুয়া আরক্ত নীলে

ভোর ভাঙা রেখা চিরে ছুটেছে এ-ট্রেন

চন্দন আলোর প্রসারে ;

দিগন্তে অগাধ দৃষ্টির

পর্যায়ে-পর্যায়ে খোলে ধূসর প্রেয়রি,

ঠাণ্ডা নীল কাঁচে

টেক্‌সসে আমার জানলা মাটি-রৌদ্র মাখা।

কেউ কি বলেনি

চিত্রিত জীবনে পাতা খোলা

ক্বচিৎ বসতি ঘেরা গাঢ় গাছ আন্দোলিত,

শিশু খেলে কিণ্ডারগার্টেনে ;

উজ্জ্বল ছায়ার স্পর্শ ছিঁড়ে

আলোর ঝালর মেশে বেগ্‌নি ক্যানিয়নে।

স্ফটিকের ছুরি

একটু নদী ঝিরিঝিরি পাথরের তলে,

সব সঙ্গ হারায় কোথায় ;

হঠাৎ দু-চোখে

কালো-মাটি কাপাসের দ্রুত শ্যাম লাগা,

দীর্ঘ ভূমিকায় ঠেকে :

রুদ্রাভ বালির রাঞ্চে যেখানে গোধূলি।

—আশ্চর্য প্রথম দেখি ধৃতি ধরণীর ॥

পাত্র দাও, এই বুক পাত্র করো, প্রাণ,

ভ'রে-ভ'রে নেবো

উঁচু-নিচু আদিগন্ত মাঠ, স্বর্ণায়না

অপর্যাপ্ত অভ্রনীলা জ্যোতির অঙ্গনা বসুমতী

তোমাকেই শোনো বলি,

এই ট্রেনে ফোটে ঝরে একটি দিন জ্বলন্ত মলিন—

অজানায়

যাত্রী আজ প্রবাসের আদিম দীক্ষার নত ক্ষণে

চলি যেই দূর স্থান্ অ্যান্টোনিয়োয় ॥

এরোপ্লেনে

১

কোনো মানে নেই শুধু আলোয় হঠাৎ এক হওয়া,
বাঁচা না-বাঁচার চেয়ে চিরদিন বেশি—
কেউ আছে, কেউ নেই, কারো হাসি কারো কান্না ঐ
পবনে-পবনে মিশে উড়ে যায়।
বিদেশে শহরে এসে ক'দিনের আনন্দ সংসার,
চেনা হ'লো প্রতিবেশি,
চতুর্দিকে সে-চেনার ছড়ায় আমেজ,
তার মধ্যে বার-বার সব-কিছু পেরিয়ে কেবলি
এক হওয়া মাথা নিচু ক'রে প্রাণে চাওয়া
—এই কি সে জীবনী যাপন॥

২

আয়ুঃক্ষণ মহাবিত্ত, প্রকাণ্ড নিরালা সময়ে,
ছায়াহীন্ ইস্পাতী দিগন্তে কিছু মায়া।
পর্দায়-পর্দায় রং লেগে যায় ক্ষণটুকু জুড়ে,
তাকেই প্রাণের বলি একান্ত সময়;
নিচে তারি গাছ নদী
প্রিয়জন সে-মুহূর্তে চলে,
দোকানে কলেজে ট্রেনে সেইক্ষণে আয়ু
কী বোঝায় কিছুই জানি না—
শুধু সে-মুহূর্তে বাঁচি তোমার ভুবনে॥

৩

কথা শেষ না হ'তেই
উড়েছে এ-প্লেন।
কথা কত স্তূপ হ'য়ে শাদা হ'য়ে আছে,
আছে নিচে চতুর্দিকে কাছে,
ব্যথার উত্তাপে,
মেঘ হ'য়ে।

আলোয় গলিয়ে কবে দেবো ফিরে তাকে
সূর্যের রাস্তায় যেতে সেই সব কথা—
বারান্দায় মাটির ঘরের ধারে,
রাস্তার ফুটন্ত বীথিপাশে ;
কথার আবেশ যদি ছড়ায় ঘূর্ণিত শূন্যকায়,
তবু জেনো শেষ কথা বাকি ছিলো ॥

৪

কোথায় অদৃশ্য চোখ মনে যায়-আসে
কোথা থেকে আসে যায়।
দৃষ্টি খোলে মেঘ-কাটা যোজন নীলাস্ত দূরে নিচে
—এরোপ্লেন হংস চলে পাখা মেলে—
প্রাণের রৌদ্রের ধরা, যেখানে সে গৃহকাজে
নিরন্ত আশ্চর্য বয় দরিদ্র সংসার।
বাগানে লোহার তারে কাপড় শুকোয়,
গাঁদাফুল ফুটেছে সোনার গুচ্ছ,
ব্যথায় প্রভাতী বাজে কঠোর কোমল রামকেলি
অশ্রুত সানাই—
আমাদেরি নিতান্ত আপন
কী আনন্দ দোলে দু-দিনের ॥

৫

চেনার গরম হাওয়া
বয়,
ফিরে আসে পুরোনো পৃথিবী
প্রাণের সময়।
উহু কী পাথুরে শীত ছিন্ন ঊর্ধ্বক্ষণে
নিঃসীমা অজ্ঞান মননে,
মনে পড়ে ফিরে এসে—
মৃত্যু থেকে নামি যেই বার-বার ॥

তুষার তুলোর তলে বীজ, তার
পশ্চিমী বসন্তে দ্রুত ফিরে প্রাণ পায়,
অবলীন অপূর্ব ধারণ
নব কলেবরে এই প্রাণমন
অবিকল্প সমাধির ঈথরস্পন্দিত অবসানে,
কল্প-কল্প অবতরণিকা ॥

দুই

সঙ্গ

এক, দুই, তিন—
উর্ধ্বতর হিমালয়ে ধূম্র বরফের মেরুলোকে
পাথর-হিমের খাড়া পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কেটে
যারা ওঠে পরে-পরে উত্তুঙ্গ শীর্ষের দেয়ালে
প্রত্যেকেই তারা রয় একত্র একাকী—
প্রতি পদে পথ চিরে শুভ্র-ভাঙা মানস কুঠারে
যাচে পৃথকের উঁচু পৌঁছনো প্রসাদ জনে-জনে
যেখানে সবারে দেন মৌন ধ্যানে মূর্তিমতী
গিরি অন্নপূর্ণা তাঁর জ্যোতির্ময়ী সর্বোত্তম দান
আপন-পারের উত্তমতা ;
আসঙ্গের যে-সংগীত কানের চেতনে পাহাড়িরা
পায় একেবারে শুদ্ধতায়,
কিংবা দড়ি-ছোঁয়া ছায়া সাহচর্য চেতনায় লীন,
সব তার সংসর্গতা অনাদি আদিম নীলালোকে
মিশে হয় অনিঃশেষ উজ্জ্বল নির্মল তুষারের।
শৈল অভিযান, তবু, কোথায় একের শিঙা বাজে,
মজ্জায় শরীরে বেঁকে প্রত্যেকের ওঠা বোঝা বেয়ে,
একাকীর পায়ে গুনে কোনোমতে, এক দুই তিন ॥

সমবায় নেই, যেই ঝোড়ো অরণ্যের মর্মে চ'লে
শিল্পের তন্ময়ী গুরু বেঠোভেন শব্দধ্যানে একা
তর্জমা করেন সৃষ্টি মগজের সংগীতের ঝড়ে
অসম সুষম এক প্রকাণ্ড একক সিম্ফনিতে ;
সেখানে বহুর পার, জর্মানির ঐশ্বর্য সংস্কৃতি
ভুলে-যাওয়া ব্যাকরণ, ধ্বনির অগম তলে—
যেমন সমস্ত ভুলে নীহারিকা লোকে তারা-গামী
অঙ্কের সিঁড়িতে উঠে জটিল শূন্যের আরো শেষে
দেখে দূর অতন্দ্রিত পারে
জ্বলজ্বল অ্যাণ্ড্রোমিডা,—
আদি অন্ত নির্নিমেষ শুধু মহাবিশ্বে প্রকাশিত
অন্য সৌর জগতের জ্যোতি ,
ব্যাপ্ত এক ; সব সিঁড়ি, বীক্ষণের ক্রিয়া
সে-মুহূর্তে স'রে যায় প্রক্রিয়ার পারে :
অনন্তকে শোনা আর অনন্তকে দেখা,
অন্তরায় নেই কোনো জাগৃতির,
একা আর এক সম্মুখীন ॥

প্রাণে-প্রাণে মহাজ্যোতি প্রেমে জ্বেলে একা চলতে হয়,
হয়তো বা পাশাপাশি, হয়তো বা দূরে ,—
অত্যন্ত নিবিড় সেই সঙ্গ যারা জানে নিয়ে যেতে
নির্বাণ মাধুরী পারে,
তাদের সে একোত্তম শূন্যচারী অন্তহীনতার
পরিণয় জানবে না জগৎ ;
হেসে সেই মুক্তি দিয়ো, মুক্তি নিয়ো, সহচরী।
না বুঝুক এ-সংসার, শোনে যারা ধ্যানের দুন্দুভি
তাদের যে ভিন্ন পথ : তাদের সান্নিধ্য এককতা,
গঙ্গাধারা গঙ্গোত্রীর উজানে পৌঁছিয়ে তারা এক
শিবনেত্রতলে রাত্রিদিন।
আবার সংসার খেতে, ফেরি-ঘাটে, সাঁকো-তল দিয়ে,

কখনো বা যুগ্মতায়, কভু শূন্য মাঠে,
একই তীর্থ যারা বুকে পায়
সংগমের বিশ্বাতীত গহন সন্ধানী,
অনন্ত রাগিণী সেই অলক্ষ্য সমুদ্র পারমিতা
—নয় বহু ভিড়ে হারা, নয় আঁধি
অলগ্ন সত্তায় তৈরি বাসনার—
আনন্দবর্ণিত স্বচ্ছতায়
মেলে তাই সর্ব বাধাহীন বারে-বারে ॥

দিন

দেখো, কী অদ্ভুত দিন এলো,
একখানা সোনালি চাদর ওড়া ;
কোথাও সেলাই নেই নীলাম্বরে—
আদি বিশ্ব কোনা থেকে লুটিয়েছে আমার পাড়ায়,
একেই তো বলি দিন, দৈনিক, প্রত্যহ।
যে-গরম মমতা মাখা প্রাণ
তারি স্পর্শাবেশে ঘুম থেকে
উঠে পায় এমন সমতা উদ্বেলিত,
তারি সঙ্গে বিনিসুতো এই দিন এক ;
অঙ্গসুধা ধ্যানালোকে শুধু সত্তা উত্তরীয়।
কী ক'রে যে দু-চোখের একই দৃষ্টি ভিন্ন ক'রে
সৃষ্টিকে করেছি ছিন্ন এটা-ওটা বিবিধের ভিড়ে,
কী ক'রে এমন দিনের কোমলতা
প্রত্যক্ষ আবার হয় সমস্ত রাস্তার বাড়ি গাছে
মৃদু ঝলমল বুকে অখণ্ড বিচিত্র প্রতিদিন।
মধ্যে-মধ্যে মৃত্যু আছে, জন্ম আছে, তাই নিয়ে তারো বেশি
চিরন্তন সোনালি কাপড় একখানা ॥

অ্যান্ আর্বার

পৌঁছতে আজ তো বেশি লাগেনি সময় ?
এই তো এখনো হাতে রয়েছে সে বন্ধ-করা চিঠি,
দুপুরের লম্বা ট্রেন এখনো চলেছে জানলা পারে,
ঐ দোলা ডাল থেকে দু-দণ্ড উড়েছে শূন্যে পাখি,
এই তো চোখের মগ্ন ছবির অগাধ থেকে ওঠা
জলজল বোঁটা এই মুহূর্তের
ঝরঝর ধোয়া দিন সম্পূর্ণ আবার ভ'রে আসে—
সাক্ষী সব-কিছু—
যেখানে রওনা শুরু তার থেকে ঘড়ি বলে, শুধু
মিনিট খানিকও নয় : দাঁড়িয়েছি একাকিনী তবু
বসেছি পায়ের কাছে ॥

ছবি

আরো যেন বাজনা বাজা দূর হ'তে,
অথচ এ সাধারণ লোকালয়ে
—মার্কিনে যেখানে আছি—
দেয়ালে ফোটোতে তুমি কোন যুগ্মতায় চেয়ে আছো ?
কী ক'রে ও-দৃষ্টি পেলে তুমি
আবিষ্ট নদীর ;
আনম্র কোমল অক্ষি জাগা
ক্যারিলনে কম্পিত আকাশে ;
বুক থেকে সোনা-লাগা ছায়া মেঘে ছেয়ে
দু-দিককে বাঁধো কান্না পারে—
মনে হয় শনিবার সন্ধ্যাবেলা
ঘরে আসি
ঘর থেকে ॥

আরুণি

কোন পথিকের নাম এই ঘরে বাঁধো।
যে গিয়েছে তারি আরুণিক
চিহ্ন আঁকা স্মরণী ফলকে ;
আলোয় আকাশে খোলা বহুদিন
নম্রলেখা বহে গৃহদ্বার।

সমুদ্রের ওপারে আরুণি॥
উদ্বেল চঞ্চল জলতীরে
সংসারের সাক্ষী সেই ছোটো বাড়ি
ঝাউঘেরা দূরে ;
অক্ষয় বালির খরতায়
সিঁড়ি নামে, শান্ত দৃষ্টি নীলধারা॥

পরম আত্মীয় কত কাল
চ'লে গেছে,
তবু তার সব কথা ভোরে ভরা
বুকের একটি রেখা বেয়ে ফিরে জানি
কালান্তর দেশান্তর থেকে,
ঝোড়ো শব্দ-ঢেউয়ে কাঁপা।
হারানো সন্তান শোকে যাঁরা
শান্তির আশ্রয় গেঁথে পুরীপ্রান্তে
বাগানে ফুলের গাছে আমাদের নতুন সংসারে
দিলেন পুণ্যতা তীর্থ,
তাঁরাও গেছেন ;
স্বর্গভাঙা পরিবার আজ দুই লোকে।

অপরাহ্ন ম্লান হ'য়ে আসা এ-জীবনে
মনোগামী আভা পথে যেতে-যেতে
হঠাৎ আরুণি দিন ফিরে পাই, রুদ্রাক্ষের
মন্ত্র ঠেকে প্রত্যক্ষ ধ্রুবতায়
প্রাণের প্রতীকে।

সন্ধ্যায় চামেলি বর্ণা আনন্দ ভবন
যে-বাড়ি আজকে আর নেই আমাদের,
তারি নাম দিক ধরণীতে
নিত্য সৌরতার
আসা আর যাওয়া শেষ করা
ঘরে-ফেরা দিন ॥

রাগিণী

ধরো কি ধ্বনির জালে
ধ্যান তার, হে বীণাবাদিনী,
একাকী প্রাঙ্গণে ব'সে দূরাশ্রয়ী ভোরে
মণিকর্ণিকার ঘাটে চেয়ে—
ভৈঁরোর আলাপে।
তন্ত্রী কাঁপে মীড়ে-মীড়ে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে
গঙ্গার প্রত্যেক পুণ্য বিন্দু জলে,
স্রোতে সূর্য সমুদ্র স্পন্দনা।
সংগীতের ধারা বেয়ে তুমি
তাকে পাও যে-গেছে সংগমে,
যে-আছে অলোক দৃষ্টি মেলে
তোমার মুখের দিকে, পূজা-দীপে,
কখনো প্রত্যুষে আহ্নিকে।
তুমি শব্দে-শব্দে মূর্ছনায়
তারি দূরাগত সমাগম
খুঁজে পাও শ্রুতি ;
অশ্রুর নির্ঝরে জ্বলজ্বল
দ্রুত হয় ঝংকারে-ঝংকারে গীতাঙ্কনে
তোমার তন্ময় আঙুল,
এই শব্দমূর্তি বন্দনায় ॥

রাত্রি

অতন্দ্রিলা,
ঘুমোওনি জানি
তাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে
বলি, শোনো,
সৌরতারা ছাওয়া এই বিছানায়
—সূক্ষ্মজাল রাত্রির মশারি—
কত দীর্ঘ দু-জনার গেলো সারাদিন,
আলাদা নিশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দু-জনে দু-জনা—
অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না,
দেখি তুমি নেই ॥

মিলন দিগন্ত

কাছাকাছি ফিরে আসা দু-জনের বেদনা বাতাসে
ওদের সে-দূর কাছে আসে ;
যে-দূর দু-জনে গেঁথে বছরে-বছরে বহুদিন
দুই তীরে ভরেছিলো বিচ্ছেদের নিরন্তে বিলীন।
পাশের বাড়ির কান্না, বৃষ্টিছাঁট অস্পষ্ট সকালে,
প্রত্যহের লগ্ন সারি, কত বোধনের জালে-জালে
বুকে-বুকে গড়া এক চিরাগ্নি বৃত্তের স্তব্ধতায়
যেন মৃত্যু ধোওয়া দোঁহে ফিরে পায়।
কত ট্রেনে চলেছিলো, টাইম-টেবিলে ঝাপসা চোখে
জল মুছে যাত্রা সেই মানসের, কল্পলোকে
চেনা হাতে চিঠি লেখা হঠাৎ প্রত্যক্ষ বুকে নিয়ে
উত্তর-না-পাওয়া বেলা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পারে গিয়ে

রোদ্দুরের এক রাত্রি সমুজ্জ্বল কোন আপনতা,
বাহুডোরে দু'জনায় খোঁজে সেই ডুবে-যাওয়া কথা ॥

কাছে-আসা দৈব বেলা লুকোয় কোটির কত দাবি—
সাধ্য নেই মিলনের, সম্পূর্ণের পূর্ণতায় নাবি
দেবে যে দু-জনকে সেই অত বছরের ক্ষুধাভরা
সমস্ত বৃহৎ বিশ্ব, দু-জনার সত্তায় অক্ষরা।
বারে-বারে ভর-ভর চোখে তাই, নত চেয়ে জানে
যুগ্মতা মিলনাতীত, আনন্দের বিদীর্ণ সন্ধানে—
নির্নিমেষ উদ্বোধিত এক চেতনায় পরস্পরে
দু-জনকে বিশ্বপ্রতীকের সাক্ষী করে,
চূর্ণ বসন্তের নীল ক্ষণে
দিনধারণার বেশি বিস্মরণে
হঠাৎ প্রাঞ্জল মুগ্ধ আলিঙ্গনে বুঝি ওরা শেষে
সমস্ত অর্পিত সত্যে মেশে ॥

এই হ্রদ

পুরোনো শালের লাল পশমের লাল
মেপ্‌ল্ পাতায়
ঝরে হ্রদ-আয়নায়।
আগুনি বেগুনি বেলা হঠাৎ দারুণ
জ্ব'লে উঠে ডোবে বহুগুণ, গাঢ় ঢেউয়ে। নির্বিত আকাশে
হেমন্তের স'রে-যাওয়া ছায়া মেঘ ছেয়ে আসে,
ঐ ঝিল, ঝিহুকি সন্ধ্যায় করে ঝিলমিল।
জ্বলন্ত নক্ষত্র-খচা নীল
সারারাত্রি চলে, সুষুপ্তির গূঢ় তলে : কালো জলে।
ভোরে কে সবুজ-বেশী, রুমাল মাথায়, দ্রুত পায়
কলেজের উঁচু পথে চ'লে যায়, একই আলো ঠিকরোনো

লেকে আর চোখে তার ; ঈষৎ ঝলক হাসি মনের লুকোনো,
মুখে দোলে, কোমল জ্যোতির কল্লোলে।
আইভি-জড়ানো থাম, লাইব্রেরি-সিঁড়ি, বাঁকে
জাপানী চেরির ভিড়ে শাদা ছায়া চেয়ে থাকে,
বসন্ত গলিতে
দলে-দলে, ছাত্র-ছাত্রী চলে, যৌবনী জনতা কলরোলে,
রোদ্দুরি নিভৃতে
চলচ্ছবি ধরে দিঘি, বাঁধে পিয়ানোর টুং টাং, ভরে
কল্পিত আকাশী ঘন জেন্‌সিয়নের স্তরে-স্তরে
ফুটন্ত অক্ষরে।
নামে
অন্যদিন, ক্যান্‌সসের গ্রামে
রাশি-রাশি স্নো-এর অজস্র পাপড়ি নিঃশব্দবিলাসী
শুভ্র সূচির শিল্প। ভুলে-যাওয়া ছোটো হ্রদে ধুক্‌ধুক্‌
কাঁপে বুক, তুহিনউর্মিত জলে, ধূসর শ্বেতাভ সমতলে ;
বরফের ধ্যান-জমা শীতের অগণ্য বহুপারে
শোনে তারি বাঁশি
নাগাল পায় না যার, যে চিরপ্রবাসী
মেডিটরেনিয়নের দৃষ্টি-তীরে, অলিভ-দোলানো রাস্তাধারে।

দুই স্বপ্ন

"কেন দু-জনায় তবু ধরণীতে স্বচ্ছ অন্তরাল ?"

"ডাঙায় আমার বাসা, দৈবী তুমি
শুভ্রের শুভ্রতা হ'য়ে এলে উঠে কান্না নীল জল থেকে
আমারই উদয়,
ওগো মৎস্যনারী—
শঙ্কিত তরঙ্গদোল তখনো সে নিদ্রা সমুদ্রের

ঘুমাঙ্কিত অতি ভোর লাগা,
ছলছল তটে তুমি ছুঁলে কি ছায়ার ব্যবধান
এসে মর্ত সংসারের স্থর্যতায় ?

আলাদা তোমায় খুঁজতে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ডুবেছি অতলে,
ঘুলিয়ে তুলেছি জল কত ব্যর্থ আলোড়নে,
সুদীর্ঘ বিরহ তীব্রতায় ;
তাই দুঃখ পেয়ে শাস্তি দিতে
প্রাঞ্জল তরল মণি মিলন মুক্তার সৌধ ছেড়ে
কঠিন রোদ্দুরে প্রতিভাত
শাপভ্রষ্ট নিজে তুমি এসে এই দু-দিনের তীরে,
হঠাৎ হয়েছো বন্দী মধ্য-অজানায়—
মাটির রচিত গূঢ় স্বপ্নালয়ে।
দেখি তুমি শহরের পাথরে হয়েছো মূর্তিমতী
সমুদ্র যেখানে প্রান্ত লোকালয়ে জাগা।
শান্ত, ঘাড় বেঁকে চেয়ে আছো
কম্পিত কান্তারে,
যে-গভীরে দু-জনার বাসা সেইদিকে ফিরে,
অন্যমনা মৃদু এই জীবনের দ্বন্দ্ব ভুলে,
যদিও সংসারে নিলে আপনতা বাঁধন আমার।"

"গভীরের জল থেকে বিচ্ছেদের স্থ
কেন দু-জনার হ'লো জীবনের বি

"প্রকাণ্ড শহর চূড়া সবুজ তামার
তুলে ধরে বিস্মিত বাতাসে অন্যতর,
ঝকঝকে এই দেশে সংসারের সহজ
ব্যস্ত মাধুরীর লগ্নে চলে কত লোকে
তারা মুক্ত মনে হয়।

বল্‌টিক সমুদ্রফালি নগরীর বুকে ঢুকে-আসা,
জাহাজ মাস্তুল জালে রাস্তার ভিড়ের মধ্যে ঠেকে,
দূরের স্মরণী বয় পণ্যতায় আঁকাবাঁকা
ব্যস্ত দ্বীপের মধ্যে।
এও তো তোমার দেশ, মৎস্যনারী।
এইখানে বন্দী আমি, বন্দী তাই করেছি তোমাকে।
জলরোল অনির্ণীত আহ্বান প্রচ্ছায়ে রক্তে দোলে,
তখন সহসা জানি মিলন অপার তলহীন,
বৃথা এই অকিঞ্চন অজস্র ঐশ্বর্য ধরণীর।

তবু এরি মধ্যে দিন যাবে,
দু-জনার ব্রত আজো বাকি ;
মৎস্যনারী,
ধুলোর স্বর্গের দাম পূর্ণ শোধ হবে।
তারপর এ-দিনের দ্বিধা দ্রব হ'য়ে নিত্যজলে,
পাবো কোন মণি-সৌধ মুক্তির প্রবালে গড়া শেষে
সংসার অভিন্ন যেখানে ?"

তিন

ইতিহাস

নেবুরঙা শার্টপরা একটি মানুষ এসেছিলো
ঢালু মাটি মস্ত গাছ পেরিয়ে, নদীর ধার দিয়ে
ঘোড়া চ'ড়ে ;
কী মনে লাগলো তার, ফিরে গিয়ে
নির্জন চড়াইয়ে এলো আরো দু-জনার সঙ্গে, ব'সে
গাছতলে খানিকক্ষণ তিনজন (স্ত্রী আর গাঁয়ের খুড়ো হবে)
থলি খুলে রুটি সবজি খেলো, ঘোড়া দাঁড়ালো গা ঘ'ষে,
তারপরে গলা তুলে ডেকে উঠলো চিঁহি-চিঁহি রবে।
ঠুকঠাক দিনে-দিনে কাঠ কাটা, বাড়ি তোলা, ভালোবেসেছিলো

ওরা এই জায়গা। আজ সেখানে একটি খুদে পাড়া,
ড্রাগ-স্টোর, বিয়র্‌-হল্‌ ; মস্ত গাছ আজও খাড়া ;
খুড়োর হদিশ নেই, শাদা অক্ষরে লেখা সিমেট্রিতে
একটা পাথরে জল-মোছা কার নাম, সেই স্ত্রীর,—
তারই সঙ্গে পুরুষের, বাইশ বছর পরে মারা যায় ;
এক ছেলে নেভাডায়, অন্য ক্যারিবিয়ানের তীর
কোন-এক দ্বীপের শহরে থাকে। খটখট শব্দ ওটা কাঠবেড়ালির

পোল্‌ (ইতালিয়ানের সংখ্যা পাঁচ) ভাঙা ইংরেজিতে
তর্ক করে একত্র তিনজনে, ওরাই এখানে বেশি সংখ্যায় ;
উক্রেনের দুর্বৎসরে যুদ্ধের আগেই সিধে বল্টিমোরে,
তারপরে ঘুরে-ঘুরে এলো সাতজন। চিনি-দানি থেকে
দু-চামচে চিনি নিয়ে কফি খায় রোগা যুবা, রেস্তরাঁয়
দেয়াল-কাগজ হলুদে, পেরেকের বহু দাগ, ডেকে
ওঠে সিমেণ্ট (না সোডিয়াম) কারখানা সাইরেন জোরে
কাঁপিয়ে উপত্যকা— গ্রামের প্রধান নির্ভর ঐ ফ্যাক্টরি ; ঘোরে
ঠাণ্ডা দুপুরে চিল,
খড় উঠে ঠেকে রকে, উঁচু জুতো প'রে
মেরুন-রঙের জামা ঐ যে মেয়েটি যায়, মুখে সুখ নেই,
কী করবে, জর্জিয়া থেকে বোন সে লিখেছে চ'লে যাবে
স্বামী-ছেলে ঘরে ফেলে—স্বামী একটু বেশি মদ খায়— পাবে
হলিউডে কোনো চাকরি তাই মনে ক'রে ; ভাবে যেই
এর চোখে জল আসে।
দুটো মস্ত কুকুরের ঘেউঘেউ ডাকা গেটে,
জেল-এর মতন বাড়ি, থাকে কারখানা-প্রভু স্মিথ্‌, স্টেটে
ডলার কুবের শ্রেষ্ঠ, কারখানা নানা খানে, কথা বলতে অন্য দৃষ্টি
চোখে ঘোরে,
টাক-মাথা, আপিসের যম, গ্রামের কিছুতে নেই, শিকাগোতে গাড়ি
নিজেই হাঁকিয়ে যায়, কিছুদিন থেকে ঘন-ঘন ট্রাকে ভ'রে

কী-সব জিনিস সব পাঠায় কোথায়। সন্ধ্যার ধুলোয় তাড়াতাড়ি
আজ বেলা নামলো রাঙা ব্যাণ্ড লাল,

"আনা,

ঘড়িতে দিয়েছো দম ?" ঘড়িটা আসলে মৃত, ভুলেছে সময়, নানা
ধুক্‌ধুক্‌ পেরিয়ে আজকে, মধ্যে-মধ্যে তবু চলে। খাটে শুয়ে
আনার দিদিমা
বারো বছর ঐ গির্জের পাশের ঘরে ; আনার বয়স দশ, নেই সীমা
উৎসাহ খুশির তার, মোটা নীল ফিতে চুলে বাঁধা, লাল গাল,
বাপের দোকানে সারাদিন কাজ করে, ভাই তার প্রত্যহ সকাল
সাতটায় সাইকেল চ'ড়ে চ'লে যায়, পাঁচ মাইল দূরে বালি-পথে
ফিলিং স্টেশনে, খবর এনেছে কাল নতুন প্রকাণ্ড বাঁধ হবে
এই দিকে, সিসি-আইসিস্ দুটো নদী বেঁধে। দূরে কোন
জায়গায় তবে
ইঁট বাঁধা বহু গ্রাম একত্র শহরে গেঁথে, কোনোমতে
থাকবে বহুলোক। এই গ্রাম
তাহ'লে
উঠে যাবে॥

মারী মূর্তি

নিশ্চয় অনেক ভালো, ক্যান্‌সসের ক্লিষ্ট মাঠে গিয়ে
ভূলুণ্ঠিত শস্য-হাতে অদৃশ্য চোখের জলে মানা

তারপরে সেই দীক্ষা আনা
যার মন্ত্রে ট্র্যাক্টর, বৈদ্যুৎ কোদাল কাস্তে নিয়ে
অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা,

ভূত-পাথরের মূর্তি নয়,
বিজ্ঞানে কল্যাণে সন্ধি,
ল্যাবরেটরির পরিচয়

কর্মযোগে।

দক্ষিণেশ্বরের কালী জিহ্বা নিরুত্তর

লাল হ'য়ে র'ন ভক্তঘেরা,

উত্তরসাধক চলে

মূর্তিহানা দলে-দলে,

জানে তারা কৃষির ঈশ্বর

মাটিতে বীজের শক্তি, আত্মা শক্তি, চিত্তে তেজোবলে

উদ্ভাবিত সংঘতায় দেশে-দেশে।

মারী-জয়ী তা'রা

সবাই জানেনি ধ্রুব যেখানে জীবন পূর্ণধারা

বয় শুধু কাটা-খালে ট্যুব-ওয়েলে নয়, তারো পারে

পারমিতা,

তবুও এদের হাতে মনে চারিধারে

পথ খোলা,

যে-পথে পরমা গতি লোকে-লোকে পা'ন

অধিষ্ঠান সর্বজনে, অবিগ্রহ। সূক্ষ্ম প্রতারক,

গুরুপূজা, আপ্তবাক্য, অধিকারীভেদ, গুণগান,

শুধু হাসি নয়, অপমান এরা বোঝে ;

বিশ্বলোক

ঘরে-ঘরে স্বাধিকার, নরজন্মে সমান সম্মান,

—ধিক মার্কিনে এসে মিথ্যা ধর্মে পূর্বী প্রচারক ॥

অপঘাত

নতুন পার্কার পেন্-এ মসৃণ কাগজে পদ্য লেখা,

মার্কিনের আয়োজন : জানলার বাহিরে রোদ্দুর,

একটু নীল পর্দা ছায়া, পাশে শেল্‌ফে দু-চারটে বই

(হাক্‌সলির নতুন গদ্য, সমুদ্রের গল্প হেমিংওয়ের,

ইচ্ছেমতো পড়বার), চেলোর রেকর্ড রেখে ফের

বন্ধু চ'লে গেছে ; মনে কম্পিত শান্তির লাগে সুর,
ঘরে আসতে ঝিল-পথে দূর ভাবনা ডুবেছে অথই,
কোরিয়ায় যুদ্ধ থামবে ক্ষীণ বুঝি জাগে আশা-রেখা।

সারি-সারি কথা শুধু মসৃণ কলমে মিথ্যে লেখা,—
খাতা বন্ধ ক'রে বসি। দেখি সামনে অলগ্ন রোদ্দুর,
নীল পর্দার শূন্য, পাশে শুব্ধ সদ্য-ছাপা বই
(ধার্মিক শাঠ্যের ভাষ্য, উজ্জ্বল প্রবন্ধ ; হাঙরের
সঙ্গে যোঝে বুড়ো মাঝি : ঝোড়ো গল্প), কানে ক্ষীণ জের
ইস্পানি অদৃশ্য তন্ত্রী, মনের বাঙ্ময় কোথা সুর
কবিতায় ঝামরে আসা, ঝিলের ঝলক গেলো কই,
কোরিয়া আগুনে পোড়ে, রেডিয়ো ছড়ায় দগ্ধ রেখা॥

"ইয়ং কল্যাণী অজরা মর্ত্তস্য অমৃতা গৃহে"

অথর্ব বেদ—

চেয়েছি আলোর ঘরে এই দিন
দাঁড়িয়ো সিঁড়িতে,—প্রীতা,
মাধুর্য সংসারে মঙ্গলিতা,
এই দিন।
সানাই না-ই বা থাকে, রঙিন পত্রালি শোকধ্বনি,
জেরেনিয়মের সারি, নিচে রাস্তা, কার্নিসের কোণে ঐ জেগে,
নীলাক্ষী দিগন্তে ফুল-তোলা
নাইলন্ জরির পাড় মেঘে-মেঘে,
গুঞ্জনিত এরোপ্লেন দূরদেশী—
তোমার নতুন লগ্ন হোক।
এই দিন
পার হ'য়ে বহুশ্রুতি জনতার কোটি চিত্রলোক
জটিল শহর চা'ক শান্ত মুখে ;

দেশের চন্দনী ধূপ-লাগা

প্রবাসী আশ্চর্য খনে

সোনার চাবিতে মনে-মনে

দু-জনে দরজা খুলো :

সবুজ দেয়ালে শঙ্খ আঁকা,

ইলেক্‌ট্রিক আলো নীল সিল্কে ঢাকা

অভিনন্দিত ছোটো ঘরে :

উন্মুক্ত সেখানে জেনো এই দিন

চিরদিন,—স্মিতা,

যুগ্মতারা জ্বলজ্বল

তোমার সংসারে মঙ্গলিতা ॥

কাংগ্রা ছবি

তোরণে মণ্ডিত নীল, চিত্রদিন, একই সমর্পণ—

ময়ূর ঘরের রকে

বেগ্‌নি বাঁকা কণ্ঠ শূন্যে, চারু মেঘমালা,

শাদা মার্বেলের ছকে ছায়া আঁকে পাতা,

আপ্লুত প্রসন্ন বেলা কুসুমিত, বনের হরিণ

শাদা-তারা-চমকিত রেশ্‌মি বাদামী ত্বক্‌,

শৃঙ্গডাল, গুচ্ছ-গুচ্ছ লাল ফুল, জলে

রৌপ্যস্বর্ণ মৎস্যাঙ্কন, হরিৎ বিদ্যুৎ,

কৌতুকী লাবণ্যবর্ণা সংসারিণী, স্নিগ্ধরতা,

আত্মমুকুর দেখে, চুলে ধূপ পুষ্পবাস,

রঙিন সজ্জিত জনতার আনাগোনা।

নিবিড় দ্রাবিড়-আর্য হিমাচল তলে

আরণ্য উপনিবেশ, ঢালু তটে

পাটলী গোরুর পাল।

নিগূঢ় গ্রামের মন্দাকিনী,

শুভ্র ধুলো তটে চলে যোগী ভস্মমাখা,
হাতে কমণ্ডলু ; ধ্বজা কোনো মন্দিরের ;
সমাজ সন্ন্যাস
পরিচ্ছন্ন একযাত্রা নিত্য উৎসবের ধরণীতে ;
কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমে আদি আলো-কালো
ওতপ্রোত,
চড়াই উৎরাই পথ চ'লে গেছে, কুলু-মণ্ডি দূরে
বাজে যোগিয়াঁর সুর, অন্য রাগ-রঙের বদলে
অন্বয় রেখার লঘু বিচিত্রতা ;
এক পরিপ্রেক্ষিতের আদিম সমতা স্তরে
লুপ্তির মুহূর্তপারে
আনত ছবির কাল ॥

ধম্মকায়

বোবা করো,
বধির স্তব্ধতা দাও ;
যে-সম্পূর্ণ আত্মহীন,
অঙ্গ হোক তার সমাঙ্গীন
সর্বাস্তি প্রকাণ্ড শান্তির অবয়বে ;
দৃষ্টি তাও
চৈতন্যমণির খণ্ড হীরেয় চারিয়ে যায় ;
সৃষ্টি ধরো
যেখানে সমস্ত পাখা মুদে নামে নিচে
দ্যৌ-আকাশ ;
স্পন্দমান সব ঢেউ কবে
বর্ণিত বিশ্বের দূরে সমুদ্রের ব্যাপিত গুঞ্জনে
নিরঞ্জন সমাপ্তি উৎসবে ;
কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি

ভুবন মাটির সঙ্গে শঙ্খ-শুক্তি কালের বেলায় ;
তারপরে অঙ্কুরিত ক্ষণে
বিস্মিত জননে নিয়ো ডাকি ॥

Zen-ধরনে

(কোয়ান্)

ড্রিমিড্রিমি ঢেউ বুঝি সমে থামে,
আগমের উপ্ছনো গতি নামে—
চাঁদ ডোবা অরণ্য ইশারা,
তারা স্তিমিতির তীরে ধারা।
কই ছায়া, নেই ঘূর্ণি, জল নেই,
কত জন পার হ'লো বহনের বেলা সেই-
ফেরিঘাট, হাট, লেন-দেন ;
কুহু ডাক, খর তরী, মেঘ-লাগা, কিছু নেই
স্রোতহীন নদীহীন Zen ॥

(সাটোরি)

জন্মনীল চোখে দেখা
কালোর কাজল কচি ছায়া চোখে দেখা
শুধু তাই—
শুধু অবাকের দেখা
শুধু ঝুঁকে থাকা দেখা
কাঠ খড় বেড়াল বা জল—
যেখানেই দেখা,—ছ্যাখে ;
যেখানেই ছোঁয়—সব ছোঁয়,
তাই এত খুশি।
একেবারে ॥

পদাবলী

পায়ের ছাপ কি দেখেছো ধুলোতে
ঠাকুরঘরের পথে যেতে, মাপ
কখনো মেয়ের, কখনো সে আঁকা
শিশুর চরণ গেছে আঁকাবাঁকা
কত অসংখ্য তাঁরি আনাগোনা,
সাক্ষাৎ ভগবান।
প্রাচীন দ্রাবিড়, অরণ্য-কোনা
জুড়ে বুনো ধান বুনেছে নিবিড়,
গেয়েছে কী গান, প্রাণমন্দিরে
ভারতী মাটিতে পদপাত রেখে গেছে।
ঠাকুরঘরের পথে, প্রতি ধাপ,
ধর্মের-আগে আরো সে-ধর্মে
গোপন মর্মে নিয়ো পদ-ছাপ ;
যিনি এসেছেন যুগে-যুগে আসা
শুনে সেই ভাষা, দূরে দ্বার থেকে
এসো ফেলে রেখে ঠাকুরঘরের ভান,
পথের ধুলোতে কোরো সন্ধান ॥

দয়িতা

বড়ো ব্যথা পেয়েছিলো অগাধ জলের ধারে গিয়ে।
ডুবতে পারেনি একা,
দূরের তীরের রেখা
তখনো আশায় ছিলো ছলছায়া দিগন্ত ব্যথিয়ে।
ওগো সে গহন জল
ওগো মৃত্যুহীন তল
আপন বুকের মায়া ভীরু লয়ে গোপনে বিলীন,
সেখানেই পেতো তাকে সঁপে দিয়ে সর্বস্ব সেদিন।

ব্যথা নিয়ে দাঁড়ালো সে নিরবধি জলধারা পারে-
স্বয়ম্বরা চলে আজ খুঁজে বেলা পথের সংসারে ॥

ইমন কল্যাণ

অবাস্তব হোক মন তির্যক পূর্বতা বেয়ে,
প্রাত্যহিক ঘের থেকে।
মুহূর্তের ব্রহ্মসূত্র জ্বলা
সেই বিন্দু : ফিরে যেন দেখে
অনন্যতার নীল তলে

আগ্নিক আয়ুতে গাছ ওঠে
ওক্-অ্যাকাস্থাস
বনস্পতি ওষধির শ্যামে
সোম দ্রাক্ষা গলা ;

অদ্বৈত হাওয়ায় ঝাঁকে-ঝাঁকে
নীরেখ আকাশে বিশ্ব চলে ॥

প্রথম নিত্যের প্রাণ : অপ্রতিম ধারা
তন্মাত্র এ-ধরণীর,
তাতে পাড়ি দেয় জনে-জনে
উদ্বেল দূরের জলে ;
কারা খেলা করে ঘাটে, হুলু দেয়, কারা
পাট ধান চষে,
স্থিতিলগ্নে নিবাত অচলা
মঙ্গল ঘরের মণি ;
বাড়ি বেঁধে হঠাৎ কে যায়
ফেরে না রাস্তায় আর ॥

কথার রশ্মিতে আকস্মিক
আছে গাঁথা প্রত্যক্ষতা,
তারপর থেমে যাওয়া ধ্বনি
প্রতিধ্বনি কিছুক্ষণ ॥

দিঘি

যেখানে সে ডুবে আছে
সেখানে জল নেই,
সোনালি দোলে ঝিনুক তল
মুক্তো ঝলক,
আরো গহন আলোর নীল।

সেখানে ঢেউ নেই,
অবগাহনের প্রতি পলক
চেতনা ঢালে অচঞ্চল,
শৈল পাখি আকাশে মিল,
তীরের আনন।

রিক্ত এই বন্যাঘাত,
হাল্কা তবু হাওয়ার পাত।
কানে-কানেই ঝরে বাঁশি
সেখানে কেউ নেই।
মধুকোরকে মুকুলরাশি
কমলদল নেই ॥

শীতের সন্ধ্যা

শাদা-কালো-ছায়া সিল্কের পটে
আঙুল-তোলানো শিল্প
সারি-সারি এই পাতাহারা ডাল আঁকে
বরফ-নদীর বাঁকে—
কোন সবুজের বুনুনি ওদের, ভাবি,
বসন্ত চ'লে-যাওয়া
বসন্ত ফিরে-আসা,
ফ্রস্টের শীতকণিকা-ঝরানো
লুপ্ত বেলার তটে
ঢাকা সে স্বপ্নকাল ;
অদৃশ্যে গাঁথে, দোলে অঙ্গুলি ডাল ॥

বসন্তে ঘন যৌবনী বন
ঢাকে সেও আসলতা,
রিক্ত হাড়ের কথা।
যে-রেখা স্থিতির : দুয়ের অতীত,
নয় যৌবন, জরা,
তার এককতা যেখানে গ্রথিত
সে-রূপ ধরে কি
গাছের প্রতীকে শীতের শিহর বেলা।
সারি-সারি ডালে শিল্প পটের রেখা
—ওদের আঙুল নির্দেশ চেয়ে দেখি ॥

ত্রয়ী

(বোধিসত্ত্ব)

কালো পাথরের শীতে অচল মূর্তির সারি জমে
প্যাসিফিক তীরে ম্যুজিয়মে।

স্থিতির ভগ্নাংশ কাল, বাক-হারা ভাঙা দেহে ছায়
বিকীর্ণ মসৃণ বারান্দায়।
পণ্যের সংগ্রহে সখ্য, সযত্নে বিস্মৃত কক্ষে তারি
পর্যটক করে পায়চারি :
এরি মধ্যে অবিকার বোধিসত্ত্ব তুমি আছো ব'সে
নির্বাসিত স্তূপের প্রদোষে—
কারা এনে ফেলে গেছে এশিয়া-রাশির বস্তু কেনা,
নম্বর টিকিটে যাবে চেনা,
আদি যাত্রী আলোকেব প্রয়াণ তোমার পদ্মচোখে
আজো নিমীলিত ধ্যানলোকে,
জটিল যুগেব দৃষ্টি হঠাৎ প্রস্তর-উজ্জীবনে
খুলবে কি এই অন্ধ ক্ষণে ?

২

(মনাঙ্ক)

মণিপদ্ম মণিমন্ত্র তুমি
ওঁ
ইলেকট্রনিক যন্ত্রে আজ
নেত্রকোণে বহুপূর্বী
ওঁ
নিয়ন্ত্রিত জ্বলজ্বল
ক্যাল্‌ডিয় নক্ষত্র দেখে মেষের-পালক
স্বচ্ছাকাশে
আদি রাশি সাংখ্যদৃষ্টি ও ভারতীয়
ঊর্ধ্ব জ্যামিতিক কায়া মিশরের
শান্ত সূর্য চীন সমাঙ্কন
উত্তাল্ চিন্তন নীল আয়োনিয়ন
কোথাও আরব লাল সমুদ্রের গাণিতিক
উজান লবণজল রেখা
ওঁ

তুমি সেই হৃদয়ের রত্নকোষ বেগ্নি রং
দিক্-নাবিক
পর্বতী তিব্বতী ওঁ
ধ্বনি ওঁ
দুরূহ আরব্ধ পথে
তোমার মুখের জ্যোতি পৌঁছিয়ে দেবে ॥

৩

(মহাঙ্ক)

বাহিরে ট্রাফিকে প্রৈতি কিসের অন্বেষী
(জাগো জনদেব জনে-জনে)
যুগের ঘর্ঘর ক্রমে বেশি।
সীমাভ্রষ্ট মনো-ঢেউ শানে মাথা কোটে
(জাগো জনদেব)
সংঘে-সংঘে শক্তির সংকটে।
(জাগো জনতার দেব জনে-জনে)
সৌধবন্দী লুব্ধতার শিল্প কা'রা দামী বিঘ্নে ঘেরে
—সাম্য সেও হন্য মন্ত্রে ফেরে—
(জাগো জনদেব)
জাতির দৌরাত্ম্য ক্ষোভ অশান্তির মানচিত্রে আঁকা
দেশে গ্রামে ওড়ে ছায়া-পাখা।
(জাগো জনতার দেব জনে-জনে)
যে-প্রভব ঐশিতার মূল্যে বীর্য ঢালে
মহার্ঘতা যার মহাকালে
(জাগো জনদেব)
প্রলয়প্রস্তুতি দিনে আত্মাহুতি মত্ততায় কাঁপা,
সে-দৃষ্টি যায় না তবু চাপা।
(জাগো জনতার দেব জনে-জনে
জাগো জনদেব)
যে-আগুন দাহ নয়, দীপে দীপ্তি, সংদাহের দিনে

ঘরে-ঘরে নিতে হবে চিনে :
(জাগো জনদেব)
কৌশলীর কালো দ্বন্দ্বে আণব-বর্বর লগ্নে ভাবি
(জাগো জনদেব)
গড়া হবে কার ভস্ম দাবি।
(জাগো জনদেব জনে-জনে)
যে-মৈত্রী ও-ভুরু ছোঁয়, তোলে শুভ্র করুণা তর্জনী
(জাগো জনদেব)
রুধির-প্রদিগ্ধ দিনে তারি মুক্তি গনি।
(জাগো জনতার দেব জনে-জনে ॥)

অমরাবতী

সেও তো শরীর, সূক্ষ্ম, ব্যাপ্ত তনু, আমার শরীর
সুষম আকাশ-তন্তু মনে গাঁথা হ'যে অন্তর্জাল,
প্রসারিত সুনিবিড় এক জীবনের আয়ুকাল।

স্ফটিক আলোয স্বচ্ছ ইন্দ্রিয উজ্জ্বল হ'লো স্থির,
মিলন অপার কেন্দ্র, যেন প্রাণে নেই অন্তরাল,
মুহূর্তে বিদীর্ণ কত নিটোল মণির মালা গাঁথা।

সত্তার অঘ্রানে সোনা, ধান ভানা, আবিষ্ট গভীর
ঘরের অসংখ্য কাজে কার হাসি জাগে নব সুখে,
দোলনায় দোলে শিশু, তালি দেয়, মধু রৌদ্রদাতা

শর্ষে তিসির খেতে ঢেলেছে সবুজ মজ্জা রস,
সংযুক্ত বাসনা পুষ্পে, মেঘে কালো, শ্রাবণের বুকে
দূরের ঘনানো কান্না, এই আয়ু দেহে হ'লো পাতা

বহু জীবনের সন্ধি, ভিন্ন দেশ, ইচ্ছামন্ত্রে বশ
বায়ুতরী পারাপার এরোড্রোমে, রুদ্র ভাগ্যজয়
মহাদেশ আলোকিত মানুষের গড়া লোকালয়

ঝঞ্ঝার সমুদ্র কেটে ; স্রোতে বয় উত্তর জীবন
মাটির ভবিষ্য বেয়ে সংহতির দুরূহ ইশারা
নতুন নগরে, গ্রামে। এখানে সায়াহ্নে দৈবক্ষণ

সমস্ত ঈপ্সিত ধ্যানে এনেছিলো যুগ্ম আঁখিতারা ;
তুলসী-তলায় আঁকা সিঁড়িশেষে অমরাবতীর
আরো কোন কায়া পারে ছায়ায় অদৃশ্য ঢাকে তীর

ঘরে-ফেরার দিন

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে

সেই পুরাতন জ্যোতি—
কবি তাঁর জানান প্রণতি ॥
চেতনা উদয়-অস্তহীন
—যস্তদ্বেদ স বেদ—
হৃদয়ে ধরেন সমাসীন ॥
প্রকাশিত সূর্য কোটি লোকে,
উদ্ভাসিত দেখেন আলোকে ॥
সকৃৎ, উপাস্য, দৈবজ্যোতি—
কবি তাঁর জানান প্রণতি ॥
প্রতিদিন জাগ্রত সংবিৎ
দেখেন সংসারে ব্রহ্মবিদ ॥
করুণায় সৃষ্টিকাজে শেষে
এ-জন্মের পারে এসে
মৃত্যুলোক পার হন প্রাণে,
—মৃত্যোরাত্মানং পরিহরানীতি—
জ্যোতির আহ্বানে
পৃথিবীতে তাঁর
এই কাব্য দীপ্তিধারণার ॥

আফ্রিকা স্বাক্ষর

সর্ব অক্ষরের সারি উঁচু নিচু কালো শাদা,
রক্তাম্বর মরুভাষা, পাশে অন্তর্হিত
যে-মুদ্রণ নীলাস্তের, সব ফিরে দেবো
নির্বাক অসংখ্য কাব্য। সীসে-ঢালা ছাপা
কোথায় ধরবে এ-ভাষা আফ্রিকার প্রথম দিনের
যে-বাক্য ধরি বুকে ? আরো স্তব্ধ কথা
সম্পূর্ণ অনাদি ধ্বনি নিরবধি অরণ্যস্পন্দিত
হ'য়ে জাগে কংগো তীর, সাগর সংগতি,
কোথাও স্তিমিত রৌদ্র, চন্দ্রাঙ্ক সন্ধ্যায়।

দাহ ধরিত্রীর গূঢ় সৌর জল সংস্করণে
দক্ষিণ সাহারা প্রান্তে ওঠে ঘন এককতা
উচ্চারিত দ্রমে আখে ম্যানিয়ক্ শিকড়ের ক্ষেতে,
দারুণ পতঙ্গ পাখা কুমিরে প্রাণের দামামায়
কাফ্রি মন্ত্র বিশ্বদৃষ্টিরূপী। অন্য ভাষা নেই।

চলি সেই ত্রয়ী দ্বীপ ধারে
যেখানে পশ্চিমী ঋষি শুশ্রূষার ধ্যানের বিজ্ঞানে
শুনে ডাক বক্ষে যন্ত্রণার
প্রায় অর্ধ শতাব্দীর যজ্ঞ জেলেছেন, ব্রতী
জীবিতের প্রাণের শ্রদ্ধায়।
তীর্থ ল্যাম্বারেনে,
অ্যালবার্ট শোয়াইট্‌জর আজো প্রায়শ্চিত্তে নেমে
আশ্রমের নিত্যশ্রমে দুর্ভেদ্য আহত আফ্রিকায়
বাঁধেন ক্ষতের অভিশাপ ;
অগোয়ের তীরে নিশ্বসিত
বাণী সে যোগের ॥

দাস-ব্যবসায়ী ঘাতী নানাদেশী
যুগের সঞ্চিত পাপে যুক্ত করে তীব্র বর্ণদ্বেষ ;
লুব্ধ পররাষ্ট্র যত তার প্রশ্ন, প্রশ্নোত্তর
কাব্যোত্তীর্ণ বিপ্লবের ধর্মে রচে কল্যাণ সংগ্রামে
বিজয়ী মানবগাথা :
ছন্দের অতীত ॥

সত্তার আশ্চর্য শক্তি মহাব্যাপ্তি ইতিহাসে
প্রকাশ-পুঁথির অকুলান ; রক্তে জেনে
নির্ভাষী ফিরিয়ে দিই একান্ত শুধুই
তীক্ষ্ণ তীব্র শান্ত কথা আত্মিক প্রত্যক্ষ ঝাঁকে-ঝাঁকে ;
ওঠে দিব্য উদ্ভাবন আফ্রিকা স্বাক্ষর,
জাগ্রতের চিরমাতৃভাষা ॥

লিওপোল্ড্‌ভিল্‌, কংগো
১৯৫৫

পর্তুগীজ আঙ্গোলা

যদি থাকতো একটি তৃণ, মরুধ্যানে কোথাও বিস্মৃত
শ্যামরক্ত চিহ্নটুকু,
তাকেই নির্যাসে তপ্ত আঙ্গোলার কবিতা গোলাপে
জাগাতেম মিশ্রিত উপমা,
দূর যাত্রী দাহ ধূপে সুরভিত।
এ-মুহূর্তে দগ্ধ শুধু কঠিন কাতর ইচ্ছা,
চেয়ে-চেয়ে উবে যাওয়া ব্যথার আতর
অগ্নিদগ্ধ আহত শূন্যে তাপ ;
তলে পর্তুগীজ-বন্দী জর্জর আফ্রিকা
প্লেনের পাখায় কাঁপে কাংস্য অনির্দেশ

অগণ্য নিস্তব্ধ ভাঙা, ছায়া-সাক্ষীহীন।
প্রকাণ্ড নির্লজ্জ ব্যাপ্তি, তবুও গোপনে
কলঙ্ক শৃঙ্খল-গাঁথা, জানি, লুয়ান্দায়—
ক্রীতদাস ধিক্কৃত কলোনিতে।
ছিন্ন বাঁচা বন্দী জনতার
কোথাও খনিতে লুপ্তি, কারা খাটে কলে ;
কালো ত্বক বিধিদত্ত, নির্যাতিত নিগ্রো শোধে তারি
আমৃত্যু ভীষণ দাম অপমানে রাত্রিদিন।
অধম বণিক ঘোরে সাম্রাজ্য পাপের মূর্খ দাপে,
সামরিক বিধাতার নিষ্ঠুর ক্ষণিক প্রহসনে॥

ধূ-ধূ ক্রান্তি তটে দেখি অশ্রু-তীর রক্ত নিশ্বসিত
নীল যেন লাল হ'য়ে জাগে নীর,
নিঃসংসর্গ ভূমিকায় অশ্রুত ক্রন্দন।
পাহাড়ের স্তব্ধ সারি দূর-মনা।
অভিশাপ কবিতায় রচা তাও সাধ্য নয় :
এতখানি প্রান্তরের দারুণ অলক্ষ্য অত্যাচার
নিষ্ফল আক্রোশে বাঁধি সে কোন্ সত্তায়।
যদি পারি জাকারান্দা গাছে ঘেরা কোনো পথে
নরদাস ব্যবসায়ী আড়তের রন্ধ্রে নেমে যেতে,
কবিতাও ফেলে দিয়ে জানি না সে কোন দৈবযোগে
বিদীর্ণ দিতাম বক্ষ প্রাণের বিজয় বিদ্রোহে।
চেয়ে ভারতীর ক্ষমা, যেচে শান্তি কাফ্রি চেতনার
ব্যর্থ হ'য়ে শূন্যে আজ দূরে চলি॥

নাইরোবি, কিনিয়া
অগাস্ট ১৯৫৫

কংগো নদীর ধারে

দেরি হয়,
অন্য কিছু নয়।
তীর ছেড়ে দূরে গেলে,
নৌকো চ'লে যায় পাল মেলে,
খেয়াঘাটে দীর্ঘ বেলা বয়॥

রাস্তা দিয়ে ঘাটে যাবে,
অন্যমনস্কের মোড়ে
যদি যাও বাঁকা গলি ধ'রে—
জেনে শুনে
যদি বা কাঁটার পথে চলো ভাগ্যগুণে
হাটে দিন শেষে কাকে পাবে?

পৌছতে হবেই বাড়ি
কেনাবেচা শেষ ক'রে
গান কণ্ঠে ভ'রে
ঘরে ফেরা দিনক্ষণে
দিয়ো পাড়ি।
দীপ জ্বলে ঘরের আগুনে॥

ব্রাজাভিল্
১৯৫৫

মানস সরোবর

কত উর্ধ্বে হিম কক্ষে
ধরে নীল জল
মানসমুকুর।
অপূর্ব ধারণা॥

সেই ধ্যানসরোবরে—
চারিদিক হ'তে মেঘ ছায়া ফেলে।
শীত সূর্য খোলে দিন,
আকাশ-অয়না হাওয়া স্বর্ণঝরা।
রাত্রি ধারে ব'সে থাকে—
নামে তারা সমবায়
উজ্জ্বল ছায়ার বিন্দু॥

কৈলাসের শেষ গম্য তুমি
তীর্থকাম্য,
সর্বজীবনের সাধে পূর্ণ তুমি,
অখণ্ড ভারতী জানে।
কঠিন যাত্রীরা শ্রেষ্ঠ পথে গিয়ে কী দেখে তোমাকে—
আছো তুমি।
প্রত্যক্ষ অবর্ণ তুমি, কখনো আভায় তীরহারা,
কখনো অনন্ত নীল ;
তুষারসংবৃতা তুমি,
কালো ঢেউয়ে পট মোছো, দূরের পাহাড় স'রে যায়।

তবু অনায়াসে
ফোটে পদ্ম, চরে হাঁস, রাখাল ইয়াক্ নিয়ে তটে
পা ডোবায়,
সামান্য ধরার স্পর্শ চাও,
কাছে থাকো।
নও তুমি দূর-লক্ষ্য।
হিমযান আছে এই বুকে, আছে শ্যাম উপত্যকা,
পুণ্য গিরিগঙ্গোত্রীর ধারা
আমার জীবনে।
কাছেই তোমার যাত্রী আমি—
সহজ হ'লেই তীরে যাওয়া,

ছোঁওয়া ঐ জলে ভর-ভর
মানসগভীর
ব্যাকুল মধুর শান্তি

য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্

কানের আতঙ্ক বাড়ে ; রেডিয়ো-মার্কিন শব্দঝড়ে
সুদিগন্ত কোথা পাবো, আছে কি ঈথর গানে-আঁকা,
বদলিয়ে বেতার-চাবি খুঁজি যত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে

একেবারে মর্মে ঢুকে বিবিধ বিক্রেতা এসে লড়ে,
লাল-ভীতি, কিংবা প্রীতি ডলারে সবুজ স্তরে রাখা
মুহূর্তে-মুহূর্তে পণ্য ছড়ায় বাক্যের মেলে পাখা :

স্বেচ্ছা বিপন্নদশা এই কিলোয়াট্-মন্ত্র ঘরে নিয়ে।
এমন সময় চোখ, অভ্যাসের বশে দ্রুত চেখে
দেখে জানালার ধারে অবিচল চলে বন্ধু নদী

মার্কিনের ধারা তার স্থিরগামী স্বচ্ছ নিরবধি,
অগণ্য বুকের স্রোতে তন্ময় শহর ফেলে রেখে
সাগরসংগমা গতি, সখ্যে মেলে লঘু নীল শিরে

এম্-আই-টির কারুশীর্ষ, চোখে মুক্তি নিয়ে আসি ফিরে,
ভাবি বন্ধ ক'রে যন্ত্র কানের তালাকে খুলি যদি—
হঠাৎ কম্পিত এ কী দূরের প্রসাদ কার পাই

হাত রেখে রেডিয়োতে, চোখ বুজি, কান ভুলে যাই,
মূর্ছনায় অফুরন্ত বাখ্-এর কন্‌চের্টো বেজে ওঠে
বেহালা ভায়োল বাঁশি মৃদঙ্গ পিয়ানো স্বর্গতটে

শব্দজ্যোতিচ্ছটা ঠেকে, মন্ত্রসিদ্ধ স্বরধন্য বাখ্‌
ফিরিয়ে এনেছ সেই শব্দাতীত বিধৃত অবাক
গার্গীর অক্ষরপ্রাপ্তি ; সৃষ্টির আদিম প্রশাসনে

ধ্রুব হ'লো পরবাস, পরমায়ু নিত্যের নিবিড়
জর্মানির যুগ্মতায় ফিরে পেলো সেই কেন্দ্রনীড়
অনন্তা ভারতী যেথা সৌরব্রতা মৌন ধ্যানাসনে,

সম্মুখে অচলশ্রেণী, ধৌত ধ্রুব হিমাদ্রিভাষণে
মর্মর ন্যগ্রোধসারি ; আর্ষ নেত্র ; উন্মুক্ত সংসার
দিব্য পৃথিবীর সাক্ষ্য একাক্ষরে করেছে উদ্ধার—

যার প্রশাসনে গার্গী, মাস অর্ধমাস ঋতুদল,
যার প্রশাসনে, গার্গী, জেনেছিলে শ্বেতাগিরি জল
প্রাচ্য প্রতীচ্যের ধারে স্যন্দমান নামে অদৃষ্টের

সৃষ্টির প্রবাহে ; সেই অলোহিত, অচ্ছায়, অতম,
সর্বগত, অনাকাশ, সূক্ষ্মাতীত, অবিনাশী ঋক্‌ ;
তুমিও সংগীতদ্রষ্টা, বাখ্‌, তুমি অনাদি খৃষ্টের

দর্শনে জেনেছো একই, কোথায় ভিন্নতা, অনুপম
উপমা তাঁরাই যাঁরা ধ্বনিবিৎ এই মর্তঘরে
ধূলায় গেছেন রেখে কারুসূত্রে, শ্লোকে, ভূ স্বর্গিক

পরাকীর্তি, শোকজয়ী। আশ্চর্য, বাঙালি শ্রোতা একা
উদ্‌ভ্রান্ত রেডিয়ো-লগ্নে নির্বাসিত ভিড়ের অন্তরে
ব্রাণ্ডেনবুর্গের ছন্দে প্রার্থিতের পাই ক্ষণদেখা ॥

বষ্টন
১৯৫৭

সাণ্টা মারিয়া দ্বীপে

"অ্যাণ্টনি সবুজ ভিজে গির্জের মাঠের তলে আছে।"

(গাঁয়ের লোক : ১) "এতদিনে পেয়েছো আরাম ?
পাথরে ভারি কি লাগে উঁচুতে স্মারক নিজ নাম,
মাটির অতটা নিচে ঝর্ঝর শোনো কি উইলো গাছে ?
অ্যাণ্টনি, ওরা তো বলে গভীরে পেয়েছো স্বর্গধাম।"

(গাঁয়ের লোক : ২) "উপরে হাঁটতে যদি দেখতে দৃষ্টির ঘের খোলা·
পুরোনো গ্রামের রাস্তা, দক্ষিণে তোমার চেনা নদী
যেখানে সংসার করতে, ভুট্টার নীলচে ঢেউ তোলা,
বাস্-এ চ'ড়ে যেতে হাটে, রাজি হ'তে দূরে ঘুরতে যদি ;
প্রতিবেশী ফার্নাণ্ডেজ বিক্রি করে ঠাণ্ডা কোকা-কোলা।"

(বিধবা বোন) "অ্যাণ্টনি, যা-কিছু বলো, শোনার সাধ্য কি আমাদের ?
তবু মনে হয় শুনি ঠাট্টা হাসি, নম্র মুখে দেখি
সলজ্জ দূরত্ব সেই, কাজে মগ্ন দৃষ্টি মেলে ফের
কী যেন হঠাৎ খোঁজো—চশমা টেনে, যেমন আগের—
কিন্তু সব দেয়া-নেয়া কোথায় আজকে যায় ঠেকি ?"

(বিদেশী পথিক বন্ধু) "পঞ্চভূতে রেখে হাল্কা শারীর চৈতন্য, ভাবি চাও
আরোই আত্মীয় স্পর্শ ; এদিকে সংসার ফলে ফুলে
সমাধি ধর্মের শ্লোকে তোমাকে দুঃখের দূর কূলে
অশ্রুর ওপারে রাখে, সান্ধ্যধ্বনি মন্ত্র ওঠে দুলে
ঘণ্টার গম্ভীর স্বরে, অ্যাণ্টনি, অ্যাণ্টনি, শুনতে পাও ?"

(বন্ধুপত্নী) "তোমাদের শিশু আগে গিয়েছিলো, শোয়া তারি পাশে।
পাথর তোমার এই,—তৃতীয় স্থানের শূন্য যার
এসেছে সে মার্গারিঠা : শিশু স্বামী তর্পণের ভার

নত হ'য়ে রোজ মানে, কে বা জানে কিসের আশ্বাসে
মুখে তার ছলছল দীপ্তি লাগে মৌন প্রার্থনার ॥"

(ঘন-ঘন গির্জে ঘণ্টা)

(সকলে) "অ্যাণ্টনি, ভুলিনি আমরা, গির্জে ছেড়ে চলি যদি ঘরে ;
পরে শেষ-ঘরে যাওয়া, তফাৎ কেবল আগে-পরে ॥"

ম্যুনিক
১৯৫৫

ক্রান্ ১৯৫৫

কতদিনকার সেই বাঁচার অভ্যাস। শরীরের
সীমান্তে শিরায়-মনে প্রাণ ব'হে বছরে-বছরে
এঁকেছে কুঞ্চিত ত্বক, চিন্তিত চেতনা প্রভা, শাদা
চুলচ্ছায়াতলে মুখে লাবণ্য আন্তর মাধুরীতে
ছুঁয়েছে শেষের বেলা। প্রৌঢ়া ঐ নারী, স্মিত ক্লান্ত
আলগা হাত রেখে পীত রেলিঙে শান্তির ভরে আজ
সংসার উঠোনে দেখে সায়াহ্ন আলোয় ছেয়েমেয়ে
সিঁড়ির উপরে খেলে, লাফ দেয়, খুশি তারা নাতি নাৎনি
নদীর নতুন বাঁকে ; শ্লাভ নারী, করুণায় নত
অঙ্গে মনে নিব-নিব মঙ্গল প্রদীপ ধ'রে আছে,
অভ্যাসের স্নেহযোগ ছিন্ন হয়নি, দীর্ঘদিনে—দেখি

এই ছবি ট্রেনে যেতে-যেতে, লুব্লিয়ানা পার হ'য়ে
জাগ্রেবের ধারে এসে য়ুগোস্লাভিয়ার শৈল পথে—
ফল-বাগানের বেড়া, লাল আপেলের গুচ্ছ, মোটা
কালো ধলো গরু চরে কচি ঘাসে মুখ ডোবা, পাশে

শ্লেট-রঙা ছোটো বাড়ি, সেইখানে চোখে পড়লো এই
বৃহৎ চলৎ কালে দু-দণ্ডের দৈব চাওয়া জুড়ে
কাদের সংসার এই, দিদিমার শেষ শুভ-লাগা
—যেমন ভারতী গ্রামে যে-কোনো অনন্ত পরিবারে ॥

আথেন্স, গ্রীস
১৯৫৫

পর্যবসিত

বলতে পারো মৌমাছির মর্তবেলা ভরতি মধুচাকে ;
মোমের দেয়ালে ঠাসা ঘন স্বর্ণরস ঢেলে কোষে
সংসারের কী ব্যস্ততা, সময়ও অজানা, মক্ষীলোকে
ভিতরে অদৃশ্য রানী, তারি চতুর্দিকে সামাজিক
মুহূর্তে-মুহূর্তে ত্রস্ত সুখী ওরা আত্মবিন্দু ঢেলে
মূর্ছা মিষ্টি ভবিষ্যের কল্প রচে দ্রব বংশাবলী।
ভন্-ভন্ সারাদিন, বাহিরের রৌদ্র হীরে-ঝরা
ঝাঁকের কর্মীরা ওড়ে পবন-পাথায় নীল-দোলা
সাঁতার শূন্যের ঢেউয়ে, পৌঁছে বারবার পদ্ম ফুলে
ফিরে আসে ইন্দ্রিয়ের কম্পন কুহকে জীব-ঘরে।
কারা ধোঁয়া দেবে শেষে, লোভের লুণ্ঠন হানা দল
ভালুক-মানুষ কবে ; ঝড় উঠবে ; শুক্‌নো মৃণালের
ঋতুর বৈরিতা মানা দিনান্ত কখন নেমে এলো,
একটি দুটি ক্রমে চক্র-পরিবার লুপ্ত হবে কোথা
কেউ তা ভাবে না, বাঁচে, জানে না কেবল মধু গাঁথে
ঘেঁষাঘেঁষি কাজে মত্ত, মৌমাতালেরা পরিশ্রমী ;
আছে, ছিলো, চ'লে গেলে অন্য-অন্য চাক তৈরি হবে ॥

কাশ্মীর ভারতী

উড়ে চলে শুভ্র পারাবত।
শৈল কাশ্মীরের শ্যাম-হিম-কল্পজাগা
অমরনাথের চূড়া,
অনাদি ভারতী ধ্যানভূমি।
নক্তজাল, দিব্য নীল, মেঘের কান্তার পার হ'য়ে
স্বর্ণাভাস-পথগামী
জন্মান্তর সংস্কারের লুপ্ত চিহ্ন বেয়ে
উড়ে চলে শুভ্র পারাবত॥

যোগী ব'সে দেখে ত্রিনয়নে
ইতিহাস গিরিশীর্ষ, নেমে-আসা-ধারা
মর্তের সুন্দর শ্রীনগরে।
সীমান্তে তরুর শিল্প, হ্রদের ঝিলিক ধারে-ধারে
শিকারার স্রোতযাত্রা, নিশাত বাগান ;
প্রাণ হিন্দুস্তানে
লোকায়ত দিব্যতায় বাঁধে
বেদান্ত শাংকর মঠ, বৌদ্ধমূর্তি, ইসলাম মিনার,
রচে এই পার্থিব কাশ্মীর।
ঋষিকাল হ'তে মন্ত্রবহ
যুক্ত-দৃষ্টি উর্ধ্ব হ'তে চেনে,
উড়ে চলে শুভ্র পারাবত॥

আরো দূরে চলে পক্ষ মেলে।
পঞ্চনদী স্নিগ্ধ তেজ সিঞ্চিত ধুলোয়
লাবণ্য শস্যের কণা শিশু দেহে আনে,
জনানী জীবনে ব'য়ে যুগে যুগতলে
ভরে তৃপ্তি উপত্যকা, মাটির তরঙ্গ মহাদেশ।
কত ক্ষুধা, মরুশোক, বুকে ধ'রে

জয়ী তবু তোলে ধ্বজা মানবের ভারতী মহিম
এই ভূমি ;
বৃহত্তর আর্যাবর্ত মেলে পুণ্য আদি দ্রাবিড়ের
শেষ প্রান্তে, দেখো ওই কন্যাকুমারিকা
বিধৃত সমুদ্র ধ্বনিময় ;
একই মহাজাতি স্থান কাশ্মীরের-দক্ষিণের ধ্যানে।

এই পূর্ণ মুহূর্তের পারে
প্রযান্তিক
শিবাকাশ ধরণীর পটে
উড়ে চলে শুভ্র পারাবত ॥

আন্তর্জাতিক

"টোমাটোর লাল রস ঝকঝকে ছোট্ট গেলাসে
তারি পাশে শাদা-ফেনা শ্যাম্পেন, হলদে লেসের
জালি-কাটা পাত্রে খুদে কেক, ভিপ্লমাসি দ্রুত জমে
মসৃণ চাকায় ঘোরা আতিথ্যের ঘরে, দামী ধোঁয়া,
উচ্চ কণ্ঠ টেবিলের চতুর্দিকে ; স্বামী সামনে গিয়ে
প্লেটে তুলে দেন কচি শসা আর চীজ-স্যাণ্ডুয়িচ,
দু-জনায় সন্তর্পণে মান্য রাষ্ট্র-দেহ-ভিড় ঠেলে
দাঁড়াই মস্ত কাঁচ-দেয়ালের ধারে, দৃষ্টি খোলা,
নিরালা সোনায় ঢাকা জেনিভার নিস্তরঙ্গ লেক,
শৈল-কিরীটে সন্ধ্যা, ধক ক'রে বুকে জেগে ওঠে—

"সেই অষ্ট্রিয়ান গ্রামে কবে বোন টুপি ভ'রে আনে
ভায়োলেট সদ্য গুচ্ছ বাড়ির বাগান থেকে জোরে
গান করতে-করতে. আজ মা'র জন্মদিন তাই. মাঠে

পাহাড়ি ঢালুতে শস্য কাঁচা সোনা, স্তূপীকৃত ; ছিলো
অগাধ তৃপ্তির তলে বাপের আশঙ্কা যুদ্ধ হ'লে
ডাক পড়বে ; তারপর ? তারপর ছারখার, ভাঙা
টুকরো য়ুরোপে দেশী-বৈদেশিক সৈন্য বুট-পরা
ঘরে দোরে শ্মশানের রক্তভস্ম চীৎকারে বিক্রমে
নাৎসি কিংবা ডেমক্রাসি কিংবা কম্যুনিস্ট বন্দুকের
চূড়ান্ত উৎসব আনে ; কোথা বাপ, কোথা বোন, ভাই,
মায়ের কান্নাও থামলো সেদিন বুলেট লেগে, আমি
রাশি-রাশি জনতায় হারিয়ে হেঁটেই চলি, ট্রেনে
বারবার বোমা পড়ে, তবু উঠি, দৌড়িয়ে বাহিরে
ছুটে যাই, ভাঙা ব্যাগ শক্ত হাতে, খিদে মাথা চেরে,
কাদের শিকার চলে—

"সুস্মিত, পালিশ-মূর্তি ফিরে
তাঁদেরি অনেকে আজ ককটেলে প্রচুর কৌশলী
অনবদ্য পার্টি দেন, সেই যৌথ নেতা দলে-দলে
সস্ত্রীক মেশেন এসে গোলাপি নেশার কক্ষে, মনে
"ক্ষমা করো. ক্ষমা চাই" বারবার বলি দগ্ধ ক্ষোভ
নিবিয়ে আপন লজ্জা-ভরে, ক্ষত শোকে ; অভ্যাসের
ভগ্নাংশ কথায় নামি, খেতে-খেতে সসেজ বা কফি,
জামায় হীরের ব্রোচ, হৃদয়ে আগুন জ্বলে মিছে—
ইনি এ কে ?

"মস্ত হাত কর-মর্দনের ব্যগ্রতায়
হাসিতে এগিয়ে দেন, 'সুখ-সন্ধ্যা', স্বল্প চেয়ে ফের
আমার স্বামীর দিকে, 'হর্ অ্যাম্বাসাডর, ইনি বুঝি
মাডাম ক্যোনিগ্ ? প্রীত, আপনাদের দেখে বড়ো প্রীত,
সুখ-সন্ধ্যা ! মাডামকে মার্টিনি দেবো কি, কিংবা প্লেটে
কিছু ক্যাভিয়ার ?' এ কী, আমার স্বামীর মুখে চোখে
সংযম-অতীত কোন আঁধি নামে, একটু স'রে গিয়ে

ইথিওপিয়ন্ মন্ত্রী আর নব্য পোলিশ কঙ্কাল
তাদের পিছনে দেখি আমার জর্মান স্বামী থেমে
এড়ান সুখের সান্ধ্য আহ্বানকারীর সুবচন,
পরে একটু ব্র্যাণ্ডি চেখে, স্থির হ'য়ে বললেন আমায়
'চলো যাই।' 'কেন?' 'ঐ বিশেষ দেশের ঐ যাকে
দেখলে জেনারেল বুকে বত্রিশ মেডেল-তারা-ফিতে
ছড়াছড়ি, ওরই প্ল্যানে সেই রাত্রে যুদ্ধ-শেষ ক্ষণে
সমস্ত শহর ওরা পুড়োলো, ধ্বংসের ধ্বজা তুলে
নিজে এলো সারি-সারি প্যারাস্থট-সৈন্য সঙ্গে নিয়ে,
কিছুই রইলো না বাকি।' 'কিন্তু ফ্রিট্জ, তুমি আমি জানি
তোমার আমার ভিন্ন দেশে-দেশে উন্মাদ পর্বের
কত কীর্তি স্বজনেরা পরস্পর আত্মঘাতী মোহে
জ্বালিয়ে তুললো, এলো আটলান্টিকের পার থেকে
ক্রুদ্ধ মৃত্যুবিষ আরো ; ভোলা নয়, সব রেখে মনে
বেঁচে থাকা অন্য ভাবে তাও কি সম্ভব?' স্বামী শুধু
দ্বিধায় সম্মতি-মেশা মাথা নেড়ে, চেয়ে র'ন দূরে—
ভিড় যেন স'রে গেছে, প্রলাপ-আলাপে তীক্ষ্ণ জমা
ফরাসী গন্ধের বাষ্প, রমণীয় সিল্কের দ্যুতি,
ধবধবে সিদ্ধ শার্ট, কালো জামা সব অন্তর্হিত,—
অগণ্য প্রশ্নের শুধু তারা জ্বলে বাহির আকাশে,
ঘরে ঢোকে আল্প্স্-এর সূক্ষ্ম রাত্রি ; 'চলো, রবিবার
কাল যাই শামোনিতে, সূর্যোদয়ে।' 'বেশ, তা-ই চলো।'
প্রতিশ্রুতি ঠেকে এসে জীবনের ঊর্ধ্ব গিরিলোকে।"

এর মধ্যে শুভ্র কেশ, তাপসিক মুখে স্নিগ্ধ হাসি
স্যর বেনেগল্ রাও ঈষৎ সলজ্জ সম্ভাষণে
বিদায় নিলেন, শান্তি দূর দেশ থেকে ছুঁলো এসে,
সঙ্গে-সঙ্গে ওরা দুটি দরজা খুলে দাঁড়ালো বাগানে ॥

বস্টন
১৯৫৮

দীপাবলী

ওঁ কৃতং স্মর

জ্বালানি-কাঠ, জ্বলো

জ্বলতে জ্বলতে বলো

আকাশতলে এসে—

"আগুন হ'লো আলো

আগুন হ'লো আলো

পুড়লো কাঠের কালো,

পুড়লো কাঠের কালো,

নীল সন্ধ্যার শেষে ॥

বার্বেডোস দ্বীপ, ক্যারিবিয়ান
১৫ জুলাই ১৯৫৬

দিনান্ত

যেতে-যেতে,

ঘরের দেয়াল রাঙা আলোয় জড়িয়ে ধরে ;

জানলা ধারে রশ্মিমালা

চেনা গাছে

সব দেয়া তার চাওয়ায় ভরে ;

যতই মেঘের দূরে দাঁড়ায়

হাসে চিরদিনের হাসি ॥

ত্রিনিদাদ
২৫ জুলাই ১৯৫৬

ধর্মতার্কিক ব্রাহ্মণকে একদিন প্রশ্নোত্তরে

কিছুই না ব'লে

কী কথা গেলেন তিনি ব'লে

ভগবান বুদ্ধ, হাতে তুলে ধ'রে
পদ্মটি, আলোয় তুলে ধ'রে ॥

ত্রিনিদাদ, পোর্ট-অব্-স্পেন
২৬ জুলাই ১৯৫৬

রাত্রি

কে আসে কে যায় আঙুল বুলিয়ে
আজ আকুলিয়ে
বুকের পিয়ানো বাজিয়ে সে যায়
ঢং ঢং রং হঠাৎ ত্বলিয়ে
কেঁপে-কেঁপে ওঠে আলাপে প্রলাপে।

তারি সে আঙুল সবার আঙুলে
আজ রাত্রের সব ঢাকা খুলে
একেবারে এই বুকের নিভৃতে
ফিরে আসে স্বর চির তুপুরের,
বেজেছিলো ব্যথা চরম নিশীথে-
ফিরে সেই এক রাগিণী বাজায় ॥

মার্টিনিক দ্বীপ
১৭ অগাস্ট ১৯৫৬

যুগ্মদূর

অদৃশ্যের কোটি কল্প চ'লে
হঠাৎ বিস্মিত শূন্যে আসে কৌতূহলে
কাছাকাছি তুই অগ্নিতারা।
প্রতিবেশী সৌরলোক দেখে, দৃষ্টি অঙ্গীকার
হীরে আলো অঞ্জুলি-বিনিময় দোঁহে,
জ্যোতির মুহূর্তে চির চেনা।

মুছে যায় যুগান্তের অজ্ঞাত তৃষিত অন্ধকার
স্মৃতিহীন মোহে।

আকাশ জানে না
প্রকাশ রাস্তায় এ কী কুড়োনো স্বাক্ষর,
নক্ষত্রসমাজ খোঁজে শেষ পরিচয়—
ওরা পরস্পর
নূতন বিরহে পায় অভিন্ন বিচ্ছেদে দীপ্তিময়

উদ্ভাসিত দূরে-দূরে অনন্ত বাসর ॥

পানামা
২৩ অগাস্ট '৯৫৩

শ্রুতি

চীৎকার ক'রে কে দোতলায় ডাকছে
—"অ—ম—র দ—ত্ত"—
মাথা নেড়ে ভাবি ঠিক ; দেখি
হঠাৎ এ কী
নিজের চোখ আর বাইরের লোক
একতলার গলি আর কুমোরতলি
যা কিছু আছে, যা থাকছে,
—সমস্তই তাই।
দুপুরে কলকাতায় সন্ধান পাই,
অগাধ বিস্ময়ে
অপ্রমত্ত ॥
(জানি না ভদ্রলোক কে, গেলেন কারা কথা ক'য়ে।)

হেইটি
১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

সংবিৎ

জগৎ সংসার চ'লে যায়
যম নেয় প্রাণ—
রেখে দিই লুকিয়ে
তবু একরত্তি।
চোখে দিনের সোনা,
কানে ভোরের আজান,
অদৃশ্য দেহের গাঁঠ-বাঁধা
বেঁচে থাকার সত্যি
—একরত্তি।
প্রাণের বেশি সেই প্রাণ ॥

কাহিনী

"তোমার পান্থ সে তীর্থপথে যেতে যদি
হঠাৎ তৃষায় জল চেয়ে থাকে,
স্বর্গদূতী, তাকে দয়া করেছো না-দিয়ে
বিন্দু তৃপ্তি। অমর্ত তিয়াষা
জাগাতে চেয়েছো। পান্থ সেও শেষ জানে
বুকে সেই তৃষা ভালো যার অবসান
কোনো ছায়াদিঘি কোনো কুয়ো কোনো ঘরের কলসে
নেই। প্রেমঝারি আছে ঘরে-ঘরে, তার দান
দু-দণ্ডের স্মৃতিদ্বারে কখনো দাঁড়িয়ে দাহ থনে
নেবো উৎসর্জিত প্রাণে, দূর শূন্যে কারো না-দেয়ার
পূর্ণের স্বরূপী সুধা মেঘাদ্রি তোরণে
দ্বীপ তটে ছোঁবে দিন, রাত্রে চক্ষুভরা
শেষ ধ্রুবতারা জ্বলবে, স্পর্শাঙ্কিত, পরজ্ঞে ধ্যানিত ;
নিরশ্রু সোনায় জাগা নতুন শহরে

রাঙা জনপদ ডেকে নেবে
দিগন্তরে।"

"এক ইচ্ছা বলি।
যতদিন সৌরলগ্নে পথ-চলন্তিকা
ঈপ্সিতের-ডোরে বাঁধা এই জীবনের
গতি না শান্ত হয়, অগণ্য চিহ্নিত
সংসারে একান্ত যেন ধরি মূর্তি সেই
এক যুগ্মতার রূপ, চেনার অন্তিমে
হৃদয়ের দুই পারে— কত পারাপার।
মর্তের যাত্রিণী শুধু জানি, তুমি জানো,
বাধা ঘটেছিলো জীবনের,
তবু অনির্বাণ
মাটির দেয়ালি জ্বালা অভগ্ন আলোয়॥"

সাণ্টা টেরেসা

যতই শুনছে, "তারা ভালোবেসে
কাছে এসে
আরো চিনে শেষে
তরুণ তরুণী
আনন্দে অরুণী
কোন সে দিনের স্পেনে
পরিণীত হ'লো স্বপ্ন মেনে
সংসারেই সুখী চিরদিন—
—চির— দিন—
(—পায়া সিয়েম্প্রে—)।"
যতই শুনছে, মা'র কাছে ব'সে
সাণ্টা টেরেসা তার যৌবন প্রদোষে

—জীবনের দীক্ষা তিনি
তখনো নেননি সংসারিণী—
মুগ্ধ হ'য়ে শুধায় আবার
মাকে বারবার
"সুখী তারা হ'লো চিরদিন ?
—চির— দিন— ?
(পারা সিয়েম্প্রে ?)"

পরে সেই নারী
ব্রতচারী
কন্‌ভেণ্ট্‌ জীবনে কতকাল
ত্যাগে দুঃখে শুভ্র রুদ্রতাল
খুঁজে কোন চিরসুখ সংসারে যা নেই
পেলেন জপে ও ধ্যানে এই জীবনেই
পরা শান্তি সেই—
চিরদিন— চিরদিন
(পারা সিয়েম্প্রে)।

মাঝে-মাঝে স্পেনে আভিলা-য়
ব'সে ধ্যান-ঘর আঙিনায়
সাণ্টা টেরেসা মৃদু হেসে তাঁর স্মৃতির কথায়
বলতেন, কৈশোরে সেই মনে পড়ে ছবি,
মা'র মুখে করুণার রবি—
কোন সে যুগল হ'লো সুখী চিরদিন
—চিরদিন—
(পারা সিয়েম্প্রে)
হঠাৎ জাগলো বুকে কোন সে বাসনা
এ-জন্মের প্রেম-আরাধনা,
যৌবনের সাধ হ'লো ধ্যানে লীন—

চিরদিন— চিরদিন
(পারা সিয়েম্প্রে)।

সেই উক্তি সেই মুক্তি প্রেম সেই অলৌকিকী
মধ্যযুগ স্পেন হ'তে করে ঝিকিমিকি,
সাণ্টা টেরেসা-র
জীবন-আলোক ক্রমে সর্বদেশে জ্বলে অনিবার।
পড়ি সেই পূর্বযুগ পুণ্যের কাহিনী
আত্মহীনা প্রসাদবাহিনী
সুখী তাই চিরদিন— চিরদিন—
(পারা সিয়েম্প্রে);
চক্ষের জলের জ্যোতি প্রতিচ্ছবি তাতে
প্রেমের পূর্ণতা লাগা অনন্ত প্রভাতে॥

মেড্রিদ
১৯৫৭

পরিধি

"সম্মুখে নিঃসীম মৌন
জ্যোতিঃশূন্যতার।
বিরহদৃষ্টির পরিধিতে
কোনো চিহ্ন নেই সেই জ্বলন্ত অব্দের,
সেই মহানক্ষত্রের পথ অবসান।
অচিন্ত্য সুদূর
পৃথিবী-তারার ঘরে ব'সে
মূর্ছা বুকে ধরি ইতিহাস॥

"প্রলয়পয়োধিতটে কোটি যুগ
কেটেছিলো কবে,

বেদনা ছিলো না,
কোনো তারা ছিলো না কোথাও,
একটি প্রতীক্ষা সর্বাসীন ॥

"কখন চৈতন্যে আলো নিয়ে
রশ্মি-পথে দাঁড়ালেম,
লক্ষ তারা এলো ভিড় ক'রে।
তখনো জানিনি
ভাগ্যতারা অনির্বাণ জ্বলজ্বল
একান্ত আমারি কাছে আসে ;
যুগসন্ধ্যা শেষ হ'লো ॥

"বড়ো হ'য়ে আরো বড়ো হ'য়ে
হৃদয়রাত্রির কোলে উদ্বেল জোয়ারে,
আলো ফেলে-ফেলে তুমি এলে,
দেখি তুমি।
মাটির পৃথিবী তারি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে দিলে দ্যুতি,
গ্রহলোক মেনে নিলো আশ্চর্যের যুগ্মযাত্রা,
সেই কল্পকাল ॥

"সবই আছে।
স্বচ্ছ শূন্য, লক্ষ তারা, ব্যথা-চলা
আমার ধরণী ;
আছো তুমি।
নেই শুধু অন্তরীক্ষে চেনার স্বাক্ষর
চোখের আকাশকেন্দ্রে।
দুঃখের মুহূর্তপারে
সমস্তের আলো-অন্ধকারে মুক্ত তুমি
যেখানে রয়েছো দ্রুত স্থির,
সেই পূর্ণতায়

পৌঁছে দেবো আমারো আকাশ,

আর হারাবে না॥"

পাগলা জগাইয়ের গান

"স্পষ্ট বেসুরে একা ব'সে গান গাই

ক্ষুব্ধ তানসেনি তানে তা-না-না-না,

কেননা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই

(তোমরাও দেখো, নয় তো চক্ষু কানা)

গানের বক্তব্য প্রধানত আজ

চতুর্দিকের সঙ্গে বিদ্রোহ ;

পুরোনো সাম্রাজ্যের বরকন্দাজ

যখন নূতন মন্ত্রীর সমারোহ

স্বাধীন স্বদেশের বুকে গুলি চালিয়ে

বাদামী ধনিকের তন্ত্রে রাখে বজায়,

একটু স'রে এসে (দূরে পালিয়ে)

খানিকক্ষণ অন্তত থাকি মজায় ;

প্রসিদ্ধ ঘরানা এখনো আছে জানা

তাই দিয়ে গাই তা-না, না, না॥

"ত্যাগরাজ বা নতুন যদু ভট্টের

শাকরেৎ না হ'য়েও ক্লিষ্ট প্রাণে

যেটুকু ঠাট আছে তাতে শাঠ্যের

উত্তর দিতে পারি খরতানে।

যদিও কণ্ঠ যায় ভিমিতে শুকিয়ে

ভাঙা বাংলার কথা ভেবে-ভেবে ;

সীমান্তের নদী পেরিয়ে রোজ লুকিয়ে

পাসপোর্ট-হারা দল আসে নেবে,

ষ্টীমারে রাস্তায় হা-ঘরে হয় মরে,
নয় কলকাতার শান-বাঁধা ফুটপাথে
অন্তিম অধিবাসী ঘুরে পড়ে
মোটর বিলাসীর আস্তানাতে—
তখন কালো-বাজারির রক্তচোখ দিলে হানা
নির্লজ্জে গাই তা—না—না—না ॥

"যে-আশ্চর্য দেশে সুখনীল শরতে
আপনিই সানাই বাজে আকাশে
তারি শুকনো মাটিতে, শূন্যের পরতে-পরতে
ভিখারীর কান্না জাগে বাতাসে।
ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল একদিকে
অন্যত্র দেখো কালিঘাট :
রুচির ধর্মের লুপ্তি নাও শিখে
স্বয়ং স্বর্গীয় বুকে কবাট।
অথচ কোটি লোক তারি মধ্যে হাঁটে
একটিও কথা কয় না বিরোধে,
ধার্মিক তিলক কাটে ললাটে
অধার্মিক এড়িয়ে চক্ষু মোদে ;
বলির নরত্ব-বধ চলেছে একটানা
ঊর্ধ্বে তাই মাথা নেড়ে বলি তানানানা ॥

"এমন সময় যারা স্বভাবত
রচতো কবি-গান, দোঁহা, হেঁয়ালি
নিতান্ত অস্তিত্ব সুখের অভাবত
নিবেছে তাদের বাক্য-দেয়ালি।
ময়নামতীর সেই দূর কাহিনী
নব্যের ঘরে-ঘরে ফিরে মেশানো,
বৈদিকে আধুনিকে প্রাণবাহিনী
সুফি-বৈষ্ণবী গেঁথে মন নেশানো

ছিলো আমাদেরো গান-বাঁধা দখলে ;
নতুন দুনিয়ায় আলো নিয়ে বাঁচি,
তবু ভাঙা-তরলা বাজিয়ে দেখো সকলে
মরিয়া হ'য়ে জানাই বেঁচে আছি—
অন্তত সামনে এলে দৈবজ্ঞ জাত-মানা
তুড়ি দিয়ে গাই তা—না, তা—না—না—না ॥

"তারো বেশি, দল বাঁধতে নাচতে জানি,
মূর্ছার রাজ্য পেরোই কিংবদন্তী ;
চীন-পশ্চিম-আফ্রিকার তাজা বাণী
দ্রিম-দ্রিম বাজাই বৈজয়ন্তী—
গান্ধির শান্তি-অক্ষৌহিণী মন্ত্রে
রুধি বোমার দুর্বল উপাসক,
অখণ্ড হিন্দু-পাকিস্তানি যোগ তন্ত্রে
ঠেকাই সাম্প্রদায়ী ভিন্নের পোষক ।
এসো যোগ দাও জগাইয়ের যাত্রায়
আউল বাউল কীর্তনী কোরানী
নরোত্তম পালায় মাতো অতি মাত্রায়
মূর্খ ভক্তের মাথা ঘোরানি—
জাগিয়ে পাড়া জগা পাড়ি দেবে অঠিকানা
ততক্ষণ ঠারে ঠোরে গায়— না— তা, না— তা, তানানানা ॥"

চতুর্দশপদী

(নরেন্দ্রের দুঃস্বপ্ন ও জাগা)

ক্লান্ত আপিস-ফেরতা নরেন ;

জুতো খুলে কী আরাম (যদিও নরম
চামড়া বশ-মানা) বর্মে-আঁটা দুটো পদ
এবার পেলো রে ছাড়া সারাদিনে ; কম
দামী নয় সন্ত টুপি, তবু সে আপদ

ছুঁড়ে ফেলি মাথা থেকে। লম্বমান দেহে
ভাবি : এ-জীবনদণ্ড যাঁর অপার স্নেহে
প্রাণের শান্তির কথা তিনি কি নশ্বর
ছড়ি ছাতা বাড়ি ঘড়ি হিসাব পত্তর

ইউ-এন্-এর কেরানিত্ব, কোরীয় অনলে
চাপা দিয়ে ভুলে নিজে ব্রহ্মাণ্ডে থাকেন ?
আয়ু চেয়ে পরমায়ু খোঁজে শ্রীনরেন :
যতই অযোগ্য হই, বলি চক্ষুজলে
এরা কেউ আমি নই, এরা রবাহূত,
রক্ষা করো, ফিরে নাও দেহ জামা জুতো ॥

(কোথায় স্বস্তি—
ঘুমন্ত প্রশ্নে নরেন্দ্রের নিদ্রা)

স্বপ্নে স্যুইয়র্কের ফ্ল্যাটে ভৌতিক অভ্যুদয় : আত্মারাম উবাচ :

সাইরেন শুনতে চাও ? যাতে নিরাকার
হাইড্রোজেন বোমা প'ড়ে কোটি ঘাড় থেকে
মুহূর্তে আণব হয় মানবের ভার

ব্রহ্মার পাইলট মূর্তি সমুচ্চ দয়ায়
মর্তে হানে হিরোসিমা, পালাই প্রত্যেকে ?
কোরীয় জীবন্মুক্তি ?

(দ্বাদশ অধ্যায়
গীতা প'ড়ে দেখো) জাতি-দেহের সংসার
দুর্বল প্রত্যংশ তবু সবই গিয়ে ঠেকে
বিকট ইউ-এন্ দেহে : অন্তিম অন্যায়

প্রাণরঙ্গে ভঙ্গ দেয়া, আরো দুরাচার
রণে হানা মারণাস্ত্র (কৃষ্ণবাক্য ভুয়ো
যেখানে বোমারু তিনি ;)

দিব্যাস্ত্রকে ছুঁয়ো
সদ্য রচা কুরুক্ষেত্রে, বাঁধো শক্তি-ভিৎ,
উত্তিষ্ঠত ।—লক্ষ জাগা নরেন্দ্রের জিৎ ॥

একাকার গদা হাতে তুরীয় নকল ব্রহ্ম (বিশ্বরূপ)

ছাতা আমি, ছড়ি আমি, টুপি জুতো আমি,
তোমার দুঃস্বপ্ন আমি, সুখ অহিফেন,
(ব্রহ্ম আমি মদ্‌ব্যতীত কোথা কী বা হয়)

শুভবুদ্ধি জ্বললে তোর তারো সুতো আমি,
পলতে পিদিম তেল । সংসার, নরেন,
আমার জ্বলন্ত দংষ্ট্রা, দগ্ধ ক'রে ভয়

অত্যন্ত মন্‌সুন্-জলে আবির্ভূত আমি ।
আন্তর্জাতিক আমি প্রতিপক্ষে লড়ি
(রাষ্ট্রমনিবের পদে দিই গড়াগড়ি)

মুক্তি চাও, নাসিকাগ্রে বদ্ধ ক'রে মন
অতি সূক্ষ্ম লিফ্‌টে নামো, হোক উন্নয়ন :
(পলায়নী দলে ঢুকলে তারো ছুতো আমি :)

সব পন্থা সম মূল্য জেনে ধরো ট্রেন,
নিরপেক্ষ সমাধিস্থে নেবো দ্রুত আমি ॥

আধুনিক বিরোচনের প্রবেশ
(আসুরী উপনিষৎ)

আমি বিরোচন, নব্য। শুনো না শ্মশান-.
বৈরাগ্য-মানা অন্ধ ভূত-ভারতীয়
পৌরোহিত্য।

সযত্নে নতুন নেক্-টাই
পরেছি, গন্ধের পালিশ চুলে। স্বকীয়
মুখশ্রী দেখেছি জলপাত্রে, মূল্যবান
অমর মহিমা সর্বোৎকৃষ্ট : কোনোটাই
বাদ নেই রূপে যশে ; (বৃদ্ধ প্রজাপতি
মনে হ'লো অলংকৃত শোভা দেখে অতি
তুষ্ট।)
ব্যাঙ্কে টাকা ; তৃপ্ত আমি ইহলোক-
পরলোক জয়ী।
ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য জেনো
একমাত্র কাম্য, হে নরেন, স্বার্থ মেনো
পরমার্থ ;
প্রতিদ্বন্দ্বী হেনে বীতশোক
কলের মন্দিরে ঢোকো।
মনে যেন থাকে
মোক্ষের চরম স্বর্গ চ'ড়ে ক্যাডিলাকে ॥

ঠাণ্ডা যুদ্ধে রক্তবর্ণ হাতুড়ি হাতে প্রতিপক্ষ :

সর্বভাই হে নরেন্দ্র,
আসি কোটি-কোটি
কুবের-শিবির-ভাঙা কালের করোটি
আমরা সর্বাস্তি শান্তিবাদী,
সর্বজয়ী
ছিন্ন মুণ্ড শান্ত করি বহুলক্ষ,
ত্রয়ী
উপাস্য, তাঁদের নামে ; হিসাব কষেছি
ত্রেতাযুগে ফলবে সিদ্ধি সাম্যের সংসারে
ধ্বংসে সেরা হ'লে আজ, যদি একেবারে
নিশ্চিহ্ন করতে পারি রক্তবীজ ; গেছি
সেই খোঁজে যেখানেই অত্যাচারী হানে,
হত্যাচারীকে হানি ধনে মানে প্রাণে
লালে লাল।
মহাপ্ল্যানে এনেছি লগন
প্রলয়ের স্টীম-রোলারের ; ততক্ষণ
রোগ মারতে রুগী মারি, নই মাথা হেঁট,
শাদা পায়রা তারি সঙ্গে উঁচু বেয়োনেট ॥

অ্যালার্ম্ ঘড়ি বাজিয়ে আত্মারামের পুনরাবির্ভাব

জাগো হে নরেন্দ্র, তুমি শুনলে পুণ্যবান
ক্ষুদে ভারতীয় কথা অমৃতসমান ;
অনন্ত ভারত ভনে অন্য মুক্তিবাণী,
ঘুম ছেড়ে দেখো সেই প্রাণ, যাতে প্রাণী ;
আপিসে যাবার আগে। কফি না-খেয়েই
জেনো একাকার বিশ্বে পূর্ণ মূল্য নেই
নিদ্রালু সৃষ্টিতে ছাড়া ; নেই লুব্ধ চোখে ;
অথবা দাবাগ্নি ক্রোধে রক্তিম আলোকে।

বাঁচা শুধু এক নয়, দুই, একই বেলা,
প্রাণ খেলে ফুটবল, আত্মা দেখে খেলা,
গোলে হরিবোল এরি মর্ম বোঝো আরো
প্রত্যেকের যোগে খেলা (নিয়মে বিহারো) ।

বাস্‌-এ যেতে ভেবো : এক, ভিন্নতার মিলে—
শূন্যে এক নয় ; নয়, সংহারী নিখিলে ॥

সাড়ে সাতটার ঢং ঢং ঘণ্টা :
(দ্রুত শয্যাত্যাগী নরেন্দ্র আপিসের জন্য প্রস্তুত
এবং ধাবমান)

ভাগ্যে আছি বেঁচে ।   আমি হই না যে-কেহ
রণরঙ্গ কেরানিত্বে নতুন উত্তেজে
পুরোনো জুতোটা প'রে—পৈতৃক এ-দেহ—
(নমো জন্মভূমি) নামি বিজাতীয় সেজে ।

মান্‌হাটানের পথে জলন্ত রোদ্দুরে
হাঁটি, দেখি সারি-সারি পণ্য মাংস মদ
স্তূপ-করা দৈত্যপুরে—মনে আসে ঘুরে
দূর থেকে কোন হাওয়া যেখানে সম্পদ
কেনার জিনিসে নয় ;
একান্তে মগজে
জাগে দৈব মাতৃভাষা, তাতে মন মজে ।

তাই হোক, জলজ্যান্ত যতক্ষণ বাঁচি
শারীর-পৃথিবীত্যাগী একাকারী রোজা
আত্মধর্মে ঠেলি তাকে ।
দেহ নয় বোঝা,
কোরিয়া বাঁচাতে আজো তুমি আমি আছি ॥

উপসংহার

দেশের উদ্দেশে :

(বাস্‌-এ অধিষ্ঠিত নরেন্দ্রের স্বগতোক্তি)

সংসারে কঠিন দাহে, ধন্য কাত্যায়নী !
ঘরে-ঘরে ক্ষুদ-কুঁড়ো যা পাও তা দিয়ে
উপবাসী মানুষকে বাঁচাতে অন্নের

যথার্থ অমৃত আনো ; অহো, অরণ্যের
সন্ধানে ছুটে যে বলে, মর্ত্যের কল্যাণী
উপকরণবস্তু ! (যজ্ঞজ্বালা নিয়ে

যাও বৃদ্ধ, বনে যাও, গুরুতত্ত্ব ভজো
ভক্তের প্রসাদে পুষ্ট ।)
নবরাষ্ট্র র'চে
ধ্যানকে ফলাবো আমরা, পশ্চিম অগ্রজ
যে-বিদ্যায় শিখবো তাই ; দৈন্য যাতে ঘোচে
দেশে-দেশে, প্রাণতন্ত্রে বিদ্যুতে ইস্পাতে
সাম্যের বিধানে যেন অসংঘাতী দলে
কোটি সংঘ গড়তে পারি ।

দিয়ো পদতলে
প্রবাসী ছেলেকে ঠাঁই, নমি প্রণিপাতে ॥

রেন্স, ক্যানসাস
১৯৫১

কাব্য প্রবাহিতা

স্টেশনের কাছে পুরো চোখ গেলো ঠেকে
তোমার চকিত চোখে, মৃদু প্রবাহিতা
কপোতাক্ষ।
আস্তে ট্রেন চলে, আমি যতক্ষণ পারি
তোমার সত্তার শান্ত শীতল তনিমা
মুগ্ধ প্রাণে নিয়েছি তৃষায়,
মেঘে-ঢাকা অপরাহ্ণ বেলা।
ছায়ায় চিত্রিতা
দুই তট ঘাসে গাছে ছল-ছল জলে ছোঁওয়া
একটি প্রবাহ তুমি, সংসারিণী,
মধ্য দিয়ে সব নিয়ে চলো
হৃদয়ের পূর্ণবেগ।
মনে পড়ে মধু স্রোতস্বিনী,
প্রসন্ন আশ্চর্য বাক্যে একদিন কবে
বরেছিলো বাংলা কবি প্রতিবেশী আপন তোমার
শ্রীমধুসূদন।
চতুর্দশপদী তার তোমার প্রবাহে
তোমার কাজল জলে আজো আছে ছেয়ে
কবিতার আলো-ভরা ;
কপোতাক্ষ,
মনে হ'লো ইতিহাস তুমি ধমনীতে
বও কাব্যলোকালয়ে,
পূর্ব-পর বাংলার অনন্ত স্বাক্ষরা
সংস্কৃতির ধারা পুণ্যবতী
ছন্দোময়ী বাংলা কবিতার।
তোমাকে পেলেম আমি, কখন সহসা
হারালেম বহু লোক জনতায়,—
যেমন হারাই

চিরন্তন স্রোতস্বিনী মধুসূদনের
রুক্ষ বিস্মরণে মত্ত ইতিহাস-ভোলা
আধুনিক কালের প্রলয়ে।
—তবু আমি দেখেছি তোমায়॥

বরিশাল
১৯৪২

কাইরোর ভোরে

আকাশ-খাড়াইয়ে দেখি জ্যোতিঃখচা সমাচার
শূন্যের দেয়ালে রশ্মি-আঁকা
সর্বমস্মি : প্রাচীন অক্ষর।
অবধূত সন্ন্যাসী ধুলোর
নির্বাণী ঔদাস্য তাকে কালে-কালে
মোছেনি প্রলেপে ; ঝড় দৈবের তাণ্ডব শৈব নাচে
রেখেছে অদ্বৈত তাকে, আদি হোম
আগুন-ঝলসানো গায়ে।
যদিও মিশরে আছি দৃষ্টি ঠেলে পিরামিডে উঁচু,
তারো পারে পুরোনো আকাশে,
—জগৎধারিণী শূন্য ত্রিকোণের অনুকৃতি এই
এরা তুলেছিলো ধ'রে—
তবুও শাংকর মন ভারতী ওংকৃত পড়ি পাঠ
নীল-নদী মাতৃকের দেশে,
মেশাই দ্রাবিড়-আর্য আদি সূর্য স্তবে
আধুনিক হেলিয়োপলিস্‌
—উট সারি চলেছে সংসারে॥

কাইরো
১৯৫৮

বৈরাগ্য বেকার

"যে-রাস্তাই দেখি, শেষে নেমে গেছে একই শূন্যে
গোলক ধবার—
চৌমাথায় ব'সে আছি তাই।
যদি যাই ভাঙা দেউলে, ছায়া পাবো, তলে শোবো,
নাইবো দিঘিতে, দৈবে সন্ন্যাসীর কৃপা ঝরবে বেলা-
ছুটোয় দু-মুঠো চালে, সিধের কলায় ;
সাধু বাবু কোনো নেমে গাড়ি থেকে, পয়সা ছুঁড়ে দেবে
কতদিন সে-মেয়াদ, পবিত্র আরাম অকর্মার
ভাগ্যে তা কে জানে,
নিশ্চিত নিচুর দিকে নিরুদ্দেশ ॥

"হাজারের অন্য রাস্তা এই ভিড়ে মুক্তি দু-চোখের,
দোকানে সাবান বিড়ি সন্দেশ নস্যির ডিবে, ডাব,
মুদির বাতাসা মুড়ি, রঙিন লম্বা বিজ্ঞাপনে
নিরর্থক মস্ত হাসি, পা-দানিতে বাস-এর সোয়ারি
নেমে দেখি যেই চোখ পুরো খুলে
এমন সময় ধাক্কা পুলিশের, স'রে যাও, বাকি
শস্তা চা-পান সেও কণ্ঠাগত শুধু
মাটির খুরির ভাঙা স্বপ্নের তেষ্টায়।

"শেষে পুণ্য দেহ খুশি সরকারের কৃপা-বেঞ্চে শুয়ে
ভাঙা কাঠে, মাঠের চীৎকারে।
মরীয়া তেজের জোরে জেলে গেলে দুষ্কর্ম প্রতাপে
লৌহ-দৃষ্টির তলে শুকনো ভোজ হ'তো স্বল্প সুখ,
চৌকো দেয়ালে কিংবা দৈবাতের যে-কোনো সিঁড়িতে
সদিচ্ছা মুক্তির বেগে—গায়ে ছাঁটা বাস—
ওঠা নামা দুই হ'তো দ্রুত সাংঘাতিক,
পলায়ন শূন্যে কেন, সাক্ষাৎ পাতালে ॥

"'তৃতীয় পন্থায় : সিদ্ধি সেবনের পরে
কিছুই না জানা আর উধাও কৌশলে
জুতো জামা বেচে দেশান্তর,
—ভবিষ্য অতল রাস্তা তারো।
বাকি পথ আবিষ্কার আছে কি আরেকটু অপেক্ষায় ?
নাটকের দৃশ্য দেখি ইতিমধ্যে, পায়রা ওড়ে মেঘে-
মায়েব নয়ন মনে পডা, প্রাণে হাঁটা
মনের ফিরতি পথে, শোনা
ঝমঝম বাদ্য দশমীর—
রাস্তা যেন ওরই মধ্যে ছিলো, আছে, বাহিরে ভিড়েও ;
মেলাতে কি পারবো আর, শূন্য থলি বুড়ো
চাষী, ধোবা, শেষে কুলি, আরো শেষে চরম বেকাব।
চৌমাথায় রহস্যের গ্রন্থি হাতে বসি, ভাগ্য-রশি
দোলে রাঙা সূর্যাস্তেব মহা-ভালে
পুডন্ত শূন্যের বেলা ॥"

বষ্টন

চলতি

অদৃশ্য

আসতে পথে নদীতে নেয় ঠাণ্ডা কুশল-
সাইপ্রেসে নেয় ঝিরির শব্দ,
ছায়া শুদ্ধ ;
আনে মৃদু শানেল গন্ধ
ঘর থেকে সেই কাছের কোমল,
মাথায় চুলে রেণুর ঝরন,
বুকের স্পন্দ ;

এক ইঞ্চি সে নীলাম্বরের মুক্তোবরন
দিগন্তরে যুক্ত করে হারিয়ে-যাওয়া ;
—স্মৃতির হাওয়া ॥

শিল্পশেষ

দুঃখাশ্রুকে রূপ দেয়া বরফ জমিয়ে,
সেই শুভ্রতায় জ্যোৎস্না ধরা,
—রাত্রে তাই চেয়ে দেখা ॥

যে যার পথে

পাথরে বসেছে গাঙচিল ;
প্রবালদ্বীপের খাঁজে কুঞ্জের সংকেতে
খুঁজে নামে নিচু-নাক প্লেন, বিন্দু নীল
আদিঅন্তহীন প্যাসিফিকে,
ঘর্-ঘর্ একটু ডাঙা কি ও।
মিড্‌ওয়ের নীড় থেকে অদৃশ্যে আবার
দু-দণ্ডের চিল উড়ে যায়,
গুঞ্জিত এঞ্জিন চলে প্রকাণ্ড পাখায়—
অদৃশ্যে টোকিয়ো ॥

একবার

আদ্র শুক্ল রং
পারুল পুষ্পিত পথে শাদা প্রজাপতি
চলেছে একটি শুভ্র মুহূর্ত নেশায়,
ফেরার সময় নেই ॥

সান্নিধ্য

কাছে এলো ষোলো কলা চাঁদ শূন্যে দুলে
পূর্ণিমায়,
প্রতিবেশী জ্বলন্ত আকাশী ;
নিঃসঙ্গের সঙ্গ তার সোনার অলিন্দে রেখে যায়,
পাতা-খোলা বই ভুলে
দেখো চেয়ে মৃত্তিকার ধরাবাসী ॥

আরবিক

আর কত বেশি করতে সে পারে
ঐটুকু স্রোত—
পাশে-পাশে শুধু ব'য়ে যেতে ধারে,
পারে সে ধরতে ছলছল জ্যোতি,
সবুজ করতে সামান্য ঢেলে
অশ্রুকণার গতি ॥
পরের দিনের বৃষ্টি-শুকোনো
একলা দুপুরে নেই আর সে তো,
পাশের শব্দ, মধুর চেতনা
নেই কিঙ্কিণী,
অন্তরালের কোথায় লুকোনো
পাবে তাকে পথ চিনি' ॥

গ্রামে ফিরে

জগৎযাত্রী, গাছের তলায় ব'সে
চেয়ে দেখে মাছ ছোটো পুকুরের জলে —
সারা-ভুবনের ভ্রমণের মন নিয়ে ॥

অনির্ণয়

প্রত্যেক মুহূর্ত ফের সজ্ঞানে ওজন করি প্রাণে।
যেন শেষ পুরো জানি
যে-সব নূতন দিন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে
সহসা তাদেরি পূর্ণাভাস
সোনার দিগন্তে ফেরে ;
এবারের হাটে
রঙিন পুঁথির হার বিশ্বমেলা থেকে হ'লো কেনা–
আবার তাকেই হাতে ঘুরিয়ে দেখছি তারা-তলে,
জপ শেষ হয়নি তো ॥

পর্ব

আছি এই বৃত্তে ঘেরা, তবু নয় জানি
এই চলচ্ছবি ঘরে নাট্যের সমস্ত জগৎ,
আমার নাট্যেরও নয়।
ছড়িয়েছি বহুপারে—
ভূমিকা আকাশী,
শরীরে সর্বাঙ্গ ধরা,
তবু বাঁধা নই ॥

দূরের কাছে

কোন অন্যমনস্কতা ছিলো বুকে,
আদিম অস্থির গাঢ় বৃথার ব্যস্ততা,
বরাবর একটু দূরে রেখেছিলো
দ্রুত জীবনের পটে।
আজ বাধা উড়ে গিয়ে শূন্যের অঞ্চলে
একেবারে কাছে ঠেকে শ্লেটের উজল কালো বাড়ি,
ইংলণ্ডের ভিজে রৌদ্র গ্রামের মেঘলা হিমলাগা

উড্‌ক্রকের একটি দিন,
আইভি জড়ানো ;
পরা-শান্তি, পরা মুক্তি, সংসারের
পরমতমের পূর্ণসুধা ॥

বস্টন
১৯৫৯

ডাগর

লাল চুল আর চ্যাপটা জুতো
অ্যামেবিক্যান্ মেয়ে—
চুল কোনোদিন রুপোলি নীল,
চুল কোনোদিন সবুজ কালি,
ফের ঝকঝক সোনার বালি
অ্যামেরিকান্ মেয়ে।
চ্যাপটা জুতো চোখা কখন,
আবার কখন খুব হাই-হিল,
জুতোর ফিতে নতুন তখন
আমেরিক্যান্ মেয়ে।
উজল কপাল, ডাগর দু-চোখ, খোলা হাসি
—আমেরিকান্ মেয়ে ॥

আস্তিক

বহুদিন বাঁচো অধার্মিক—
মর্মে যদি জানো স্বধার্মিক
আঙুর, নারঙ, কালো জাম,
হ'য়ে আঙুর, নারঙ, কালো জাম ;

যদি খোলা চোখে যোগ করো
ভোরের আলোয় যোগ করো
রাঙা মন
প্রাণে গানে-রাঙা মন ;
খুশি
হ'য়ে দুঃখসুখজয়ী, শুধু খুশি
জীবনের মধ্যে থেকে
এই সম্পূর্ণ সবার মধ্যে থেকে ॥

চিরদিনের

ছুটে এসে হাতে হাত ধ'রে
ভরা চোখে চেয়ে বলে ছেলে—রিনি
তুমি কী আশ্চর্য।
মৃদু গাঢ় স্বরে
মেয়ে বলে মাথা নীচু ক'রে
তুমি কী আশ্চর্য।
—একটি কাহিনী ॥

হৃদয়-ভূমি

যখন অসহ্য হয়, হে মার্কিন, তোমারি প্রত্যহে
খুঁজি জনতার শান্তি, তোমার অগণ্য পথচারী
সহজ সহাস্য ব্যস্ত তৃপ্তি দেয়, কফির দোকানে
বসি কোণে, বই পড়ি, ডুবি ভিড়ে, অতিথির বুকে
ঢেউ দিয়ে সৌহার্দ্যের স্নিগ্ধ চেনা নামে বারবার,
রোধ করে, মুছে দেয়, রাষ্ট্রজ্বালা ; পাড়ার লণ্ড্রিতে
কারো চোখে অহেতুক করুণা, কোথাও কানে ঠেকে
স্মিত কণ্ঠে চলতি দান, ভাগ্য মানি এও আমেরিকা।

যে-তীব্র বারুদ-ভরা বিশ্বজোড়া অন্ধতার জালে
প্রতিযোগী রূঢ় দ্বন্দ্বে ঘিরেছে তোমারো প্রতিনিধি
আশঙ্কিত নরলোক, কৌশলী সমর-সাংবাদিক
স্পর্ধিত তোমার নামে আতঙ্ক-রেডিয়ো সমবায়ী
ঢালে যুগ্ম যে-প্রচার, তারি কেন্দ্রে তবু তারি পাবে
নির্মল সংসারে যুক্ত তোমারি ঘরের নরনারী
কল্যাণ উত্তর আনে, ট্যাক্সি-অলা সুরসিক জানে
ঘটনারহস্য, ব্যাঙ্কে প্রসন্ন কেরানি ভদ্রতায়
বহু লজ্জা ঢেকে দেয় ; নির্লজ্জ আণব মৃত্যু-দূত
জাতিধর্ম ধ্বজা তুলে যেখানে যতই সংঘ বেঁধে
বিদ্বেষে হানুক দেশ, স্বার্থের ভবিষ্য বেচে লোভে
যূথবদ্ধ যুবকের হাতে দিক মারণাস্ত্র :—শুনি,
গির্জা-ঘণ্টা, দেখি নব্য বিবাহিত যুগল আলোয়
মন্ত্র পড়ে পুণ্য ঘরে, আনন্দ আত্মীয় ঘেরা ; পথে
স্কুল-বাস থেকে নামে দলে-দলে দৌড়ে ছেলেমেয়ে
ঘরের উৎসুক চোখে ; এই তো মার্কিন ; গলি-মোড়ে
বাঁকা টুপি প'রে ঐ হট্-ডগ্ বেচে মস্ত হেসে,
ওর ভঙ্গি দ্যাখো, দেশী, সর্বদেশী সেও ; অন্য যারা
প্রহরে-প্রহরে মূঢ় বাঙ্ময় বিস্তার দিয়ে ভাবে
লুপ্ত ক'রে দেবে কোটি মহাচীন-যুগের জাগৃতি,
তাদেরো ভুলতে পারি— (চাতুরির বাক্য-দরে তারা
মানুষের ইতিহাস-ভাগ্য জানে করে ওঠা-নামা,
স্বর্গ মর্ত মুষ্টিগত সুনিশ্চয় ওদের মর্জিতে ;
বিপুল সত্যকে নিয়ে রাষ্ট্র মল্ল-খেলা)—হোক তাই,
হৃদয়ে মার্কিন দেশ মার্কিনেই করি আবিষ্কার ॥

বস্টন
১৯৫৭

দুই প্রত্যহ

লাল ধুলো তার জুতোর তলায়--
মেঝেতে ছাপ,
চৈত্রবেলার প্রদক্ষিণে
উড়েছে তাপ।
যদি থাকতো কৃষ্ণচূড়ো
ঝ'রে পড়তো রাঙা গুঁড়ো
—ছিলো দু-ধারে নিমের সারি সবুজ ঝারি—
মেঘলা সিঁদুর মুছিয়ে তার
ছোঁয়নি আকাশ ;
স্বচ্ছ বাতাস ;
ভরা রৌদ্রে একা আমার পথচারী,
দেরি হয়নি নিতে চিনে॥

পরের বেলা শিলাবৃষ্টি শাদা ঝড়ে
মনে পড়ে।
ছাতা থাকলে উড়েই যেতো,
ভিজে জুতোর ছাপ তো পেতো
বুকের মেঝে,
যদি আসতো পথিক সেজে।
রান্নাঘরে ভাত চাপিয়ে
ছিলেম চেয়ে জানলা দিয়ে
বারো বছর পেরিয়ে হঠাৎ চেয়ে থাকা-
পৌঁছনো তার মেঘে ঢাকা ;
কাটবে বছর আরো বাদল রোদের দিনে॥

বস্টন
১৯৫৭

প্রত্যবায়

"দিনে জোড়া লাগবে না, আলোর উগ্র বিচিত্রতা
বহু-চক্ষু সমাজের ভুল দৃষ্টি মিশে
চেরা জীবনের ক্ষতে বাড়াবে আরোই দগ্ধ ব্যথা,—"
বলেছেন সন্ত ; আর মন্ত্র দিয়েছেন সান্ধ্য হোমে
পরম রাত্রির ইচ্ছা জেলে-তোলা আত্মার নিমিষে ;
জপমন্ত্র : "পুরানী নক্ষত্র-নিশীথিনী
জাগে যেই জয় ক'রে কৃষ্ণা বিস্মরণী যুগে-যুগে,
ঊর্ধ্বময় ধ্যানশিখা তারি আবর্তনে
স্নিগ্ধ হ'য়ে মর্তে নামে পূর্ণতায়" ॥

মন্ত্রদাতা, রাত্রি এলো, কী ক'রে বলো সে-পথ চিনি—
কোথায় আশ্বাস এই গোধূলির অশান্ত প্রত্যয়ে
যেখানে সংগম-জল-মাটি
হারায় অগণ্য ঢেউয়ে ; পৃথিবী কান্তার, দিক-ঘেরা।
লুপ্ত ক'রে জীব-সন্ধি আমার চৈতন্যে নিবিড়,
ঢেকে দিয়ে দৃশ্য সেই যার অন্তর্গত ব্যথা-জাগা
বাঁচার জেনেছি সুধা, ভরে সমাধির
এ কী অবর্ণতা ; যোগ-সংকট মুহূর্ত ঘন হ'য়ে
চূর্ণ হোক শেষ রাত্রি, না হ'লে প্রত্যহ বক্ষে-ফেরা
জ্বলুক নির্মম সূর্য, যৌবনী জনতা দৃপ্ত দিবা—
আবার সংসারে যুঝি, খুঁজি সেই প্রাণ অক্ষৌহিণী ॥

বস্টন
১৯৫৭

গ্র্যাণ্ড ক্যানালে

গণ্ডোলা দোলে এখনো ভেনিসে
জলছবি-ভাসা স্বপ্ন-প্রহরে,
চলে অলিগলি স্বচ্ছ কাহিনী
ছল-ছায়া আঁকা পুরোনো সময়ে ;
ঘুরে-ঘুরে গানে, গীটার-ধ্বনিতে
নব রূপকথা,
ভেনেৎসিয়ান্ নিয়াপোলিতান্
ছিপছিপে দেহে দাঁড়ে বাঁকা তালে।
তরল সন্ধ্যা, দ্রব ব্যাকুলতা,
পথিক-পথিকা ফেলে নিশ্বাস,
পাবে না চাইতে দু-জনার দিকে ;
রাত্রি-মাধুরী সংজ্ঞার বেশি
এখনো ভেনিসে ॥

সারি-সারি রাতে গণ্ডোলা মিশে
এখনো ভেনিসে
বচে উৎসব মদির প্রহরে
রঙিন ফানুসে জ্বালে মায়া-দীপ ;
নানা হোটেলের ঘাটের বাহিনী
চলে প্রত্যেকে আক্রতা ব'য়ে
একই তিথি মেনে মোহ-রজনীর ;
আরিভাতো গান গুঞ্জিত ওঠে
তারা-থরথর ইতালি হাওয়ায়।
চারু আভা-তলে ঢাকে তীব্রতা
ধনিক সৌধ, নকল বিলাসে
ডুবে যায় পাশে। পূর্ণ নিমিখে
মিলে-যাওয়া হিয়া শেষ-অন্বেষী :
এখনো ভেনিসে ॥

স্ট্রাটো স্কোয়াড্রন : জে. বি. নম্বর ১৩২

প্লেনের চলার যন্ত্র পায়ে-চেপে, ঐ
বসেছে পাইলট উড়বে ব'লে—
রুপোলি আবর্ত গতি শূন্যতলে
বেডারের নিরঙ্কিত দূরে স্পর্শহীন,
আসন্ন মুহূর্তে লীন।
এরি মধ্যে গ'র্জে ওঠে এ'ঞ্জিনের ফলা,
জ্যোতিঃজ্বলা
পক্ষবিধূনিত দৈত্য তীব্র জেট্ শব্দে, অনধীর
তুমি কি মানসে দেখো, দ্যৌ-নাবিক, মর্তবেলা স্থির
ছিন্ন-ছিন্ন ছেঁড়া ক্ষণে ঘূর্ণির এপারে এরোড্রোমে
সম্পূর্ণ স্থিতির কেন্দ্র ; প্লেন ওঠে, ঐ নিচে রোম্-এ
পি-এ-এ-র ম্যাপ-ঘরে এসেছিলো ভীরু এলিনোরা
নবম-ভাষিণী স্ত্রী, গোলাপী বনেটে কোলে-করা
ধ'রে বেবী পুষ্পমুখ, ব্যস্ত ভিড়ে
কিছুই হয়নি কথা, ভালো থেকো, কফি-খাওয়া ভুলে
যেন প্রাত্যহিক শুধু দু-দণ্ড বিদায়, বক্ষ চিরে
বাঁকা বিদ্যুতের কক্ষে যেতে নীল ঊর্ধ্বে দুলে
প্রশস্ত ফেরে কি সেই লগ্ন অনাহত।

ঝঞ্ঝাবর্তে কালপক্ষ মেলে চলে যত
ধ্বনি-বাধা ভেদ ক'রে স'নিক্ ওপারে মূর্ছার
গ্রহবিশ্বউল্কারাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী, অবর্ণ অপার
তারি পাশে ক্ষীণ কাঁচে রুমাল-ওড়ানো নিরুদ্দেশ
চোখ-মে'ছা স্ত্রীর ছবি সর্বাবৃত—এই দৃষ্টি শেষ—
ঝনাৎ ঝনাৎ ঝন ঝন
ঝন ঝন, ঝন॥

ন্যুইয়র্ক
১৯৫৮

দ্বীপান্তরে

ভেবেছি ওড়াবো মানস বাতাসে ফিরে
তোমার সবুজ চুলে ঢেউ তুলে
মৃদু শিরি-শিরি, কোরাল দ্বীপের বাসী
ওগো নারকল, সারি নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
দিগন্ত ধ'বে দেখছো আয়না, এলেম যখন কূলে
তখনো স্বপ্নে চারু নীল ঢেউ মর্মরে রাশি-রাশি
সেই গ্রেনাডিনে, দ্বীপ গ্রেনাডিনে, শূন্য তোমায় ঘিরে,
ওগো নারকল, একাকী সিন্ধুতীরে।
তখন সময় ছিলো না কিছুই দেবার,
শুধুই সময় ছিলো সে-দৃষ্টি নেবার,
ওগো নারকল সারি গো, সিন্ধুনীরে।
কত যে আর্দ্র ছিলো বুক, কথা বন্ধ হবার মতো
হাওয়াই আকাশে ছুটে-চলা অবিরত,
আলাপের তালে তবু সে-সকালে
মিলেছি মাটির চ'লে-যাওয়া মন্দিরে—
ওগো নাবকল, একা নারকলসারি গো সিন্ধুতীরে॥

ক্যারিবিয়ন সমুদ্রে
অগাস্ট ১৯৫৬

আরো

আবার উঠেছি যানে,
দেখবো স্টেশনে পুরোনো হাওয়ায়
হলদে ট্যাক্সি সারি,
সেই নেমে-নেমে মুখস্থ সিঁড়ি ভারি—
বাহিরে আবার পরিচিত হায়
ভুরু উঁচু ময়দানে

অচেনা মূর্তি মৃত জেনারেল কারো ;
চিনবো ঘোড়াটা তারো ॥

হাজার-হাজার বার
চিনি না ছড়িয়ে চা তৈরি করা,
জামার বোতাম না হারানো, ভরা
পকেটে কলম, কলমে রিফিল্ ; বুকে
বেপরোয়া তবু অতি সাবধানী ট্রাফিক-পেরোনো রীতি
জাগায় না বেশি প্রীতি,
চারিদিকে গাড়ি চলেছে সকৌতুকে ;
ওপাড়ার ছেলে, ডাক-নাম জানা তার ;
প্রতিদিনে এই প্রতিদিন উদ্ধার ॥

কে জানে, শেষের আরো শিখে রাখা
কী কাজে লাগবে শেষে—
আরো নম্বর টেলিফোন বইয়ে
তারিখ ঠিকানা আরো মনে থাকা,
কৌশলে বেয়ে ওঠা উঁচু মইয়ে
কোন্ উদ্দেশে ॥

শিকাগো
১৯৪৯

একটি স্মৃতি

তীক্ষ্ণ শান
অগ্নিফলকের
দাহ ধরে ঝলকের—
শুকনো শূন্য চারিদিক,
দূরে ঢালা নীল প্যাসিফিক।
চোখে পড়ে অবসান—
পাথরে-পাথরে তারি মধ্যে গড়া
দগ্ধ ধরা
ধ'রে আছে চিহ্নিত গুহায় খরসান
পুরোনো ইস্পানি মনাস্টেরি,
বাজে ক্ষীণ সমুদ্রের ভেরি।
পুরু দেয়ালের লুপ্ত দ্বার
চলি ভেঙে অসহ রৌদ্রের অন্ধকার
স্থগিত রজনী,
চূর্ণ বেদী, বিস্মৃত কণায় জাগে তার
নিঃশব্দ ল্যাটিন মন্ত্রধ্বনি।
এখানেও ছায়াঘেরা ছিলো ম্যাগ্‌নোলিয়া, চেরি
শাদা-সবুজের পুষ্পকাল,
হাঁস-সাঁতারের জল, ঘন দ্রাক্ষা পত্রজাল—
রুক্ষ শান্ত সেই যুগ, ধার্মিক গোষ্ঠীর ইতিহাস
গেছে, তবু ফিরে আসে একটু শীতল স্পর্শাভাস
যখন তোমার কণ্ঠে শুনি, জানো,
স্যান্‌ য়ুয়ান্‌ ক্যাপিস্ত্রানো॥

ক্যাপিস্ট্রানো
১৯৬০

নীল চোখ

ভাঙলো যখন আকাশভাঙা শেষরাঙানো লহরী,
জানলে কি তা অস্তদিনের প্রহরী।
ভিড়ের মাদল ব্যাঞ্জো বাজা ঘূর্ণিসাজে
স্যান্ ডিয়েগো
আলোর জেটি স্যান্ ডিয়েগোর দূর জাহাজে,
দূর জাহাজের শিঙা বাজে—
রক্ত বুকের একলা ফাটল্ শূন্যে তোলা
স্যান্ ডিয়েগোর জেটির ধারে সূর্যদোলা—
পারের দোলা নৌ-নাবিকের ব্যথায় খোলা।

শুক্‌নো পাহাড় সবুজ গাঁয়ের প্যাসিফিকের প্রবাসী
পেয়েছিলো স্পর্শসুধা সেই কখনের তিয়াষী।
ঠাণ্ডা পাথর, নরম ছায়ায় (বেশ, বেশ, বেশ)
নরম ছায়ায় ঝরনা ছোঁয়া (বেশ, বেশ)
ঝরনা ছোঁয়া মেঘলা মায়ায় মাদুর পাতা
স্যান্ ডিয়েগো
স্যান্ ডিয়েগোর দুপুর তখন মুক্তো গাঁথা
কে যায় আসে—
শুয়ে-শুয়ে বই পড়া আর (বেশ, বেশ)
বই পড়া আর স্বপ্নে পড়া শুয়ে ঘাসে (বেশ, বেশ)
অ্যানামেরির নাম জপা তার সোনার চুলে
স্যান্ ডিয়েগোর সন্ধ্যা নামে অস্তকূলে॥

একই সঙ্গে

ট্রেনে প্লেনে মাটিতে হাওয়ায়

চলি মত

অবিরত

শ্লোকে বাজে বুকের রণন

—সেই আমার—

—সেই আমার, নেই আমার—

রঙিন মরুর ক্যানিয়ন

কোটি-কোটি যুগ নিয়ে ঘরে চ'লে আসে

চেয়ে থাকে অগণন

আগের আভাসে

—সেই আমার—

আলোর ঝালর নামে রাতের ছায়ায়

—নেই আমার—

ট্রেনে প্লেনে

সমুদ্রের পারে ছুটি যখন যেখেনে,

কোনার দোকানে কেনে ছেলেমেয়ে চকোলেট,

হয়তো হাটের দিনে বাজনা বাজায়,—

অজানার ছায়া এঁকে চ'লে যায়

চেনা চোখ মাথা হেঁট

—সেই আমার—

—সেই আমার, নেই আমার ॥

কোণের টেবিল

টেলিফোনের কুড়িয়ে নেয়া কথার চিহ্ন
হাওয়ায় ওড়া হারা বেলার
হাসি খেলার
পালক, ছিন্ন,
আবার ডোবে নীরবতার অতল তারে।
মুহূর্তে কার গলার আওয়াজ
চেনা, ভিন্ন
স্বর্গদিনের বন্ধ কবাট
ছুঁয়েছে আজ—
খুলেছে কি এতটুকু তাই
প্রাণকে জানাই—
তার পরে সেই বোবা ফোনের পাশে তাকাই
শূন্য কেবল সবুজ মলাট
বইয়ের ভারে
অরণ্যতট ধ'রে আছে মেঘলা পারে,
জানলা ধারে॥

সন্ত অ্যালবার্ট্

"তবু সে রোদ্দুরে টুপি প'রে
কাজ ক'রে যেতে হবে, অগোয়ের

"জ্বলন্ত আয়না জল মাঠের কিনারা তলে
নির্মম ঔজ্জ্বল্যে চেয়ে থাকে-
গুল্ম গাছ আগাছায় ভারি তটে তারি

বেড়া বেঁধে এসো ক্ষুদ্র চারা বুনি
সবজি বাগানের ;
শত ক্ষত বাণ্টু আফ্রিকায়
গহন প্রাচীন বনে দিনে ঝিঁঝি থরতান,
কুষ্ঠ রোগী গলি বেয়ে শোয় হাসপাতালে,
সেখানে সেবার হাত
অনিদ্র নৈপুণ্যে রত,
ভার প্রত্যেকের ;
কুমির-মশার-জলা-জয়ী
একটি সুব্রত ক্ষণ জাগে,
বিষুবরেখার বাধা চেতনাকে ভাঙেনি যেখানে।

"কেটে যায় অর্ধশতাব্দীর এই দিন।
ছিলো সংগীতের সুরে পশ্চিম মানস
চিন্তার শৈলান্ত ঘেরা ;
রক্তে সেই কণা বাজে, তুলে শয্যা-দীপ
রাত্রির গন্থের রেখা লিখি অবসরে,
প্রাণের প্রার্থনা
সর্ব-প্রাণ-ভক্তি মন্ত্র জানি ধর্ম তাই,
মধ্যবর্তী আফ্রিকার অগমতা ঘিরে।
নিত্য ঢেউ সংসারের দগ্ধ তাপ মাছি
যন্ত্রণার অনিশ্চয় অনশন দারুণতা লাগা—
শুশ্রূষায় তারি মর্মে, উর্ধ্বে তারি,
জীবনের দান।

"টেবিলে রেখেছি হাত, শোলা টুপি খুলে,
নক্ষত্র চিত্রণ গোধূলিতে
আরো এক পর্বান্তের এসেছি প্রত্যহ পথে ঘরে.
অরণ্যে লণ্ঠনজ্বালা যাত্রা শেষে,

সমস্ত পৃথিবী জোড়া মারণের অস্ত্র প্রতিরোধে
এও কি উত্তর,
বাকি আছে কত কাজ ॥"

ল্যাম্বারেনে
১৯৫৫

সাহারার ওপারে

সেনেগাল্ বসতিব স্পর্শ নেই হাওয়াই-হোটেলে,
ডাকার্ সৈনিক ভরা, বিলাসে মূর্ছিত পাড়া ঠেলে
—ধুলোর আক্রোশে ক্রোশ বিলম্বিত—জীপ্-এ চ'ড়ে শেষে
হঠাৎ মাটির ঘরে ছায়া-রং মানুষের দেশে
পৌঁছেছি, এখানে এ কী তুমি এসে জুড়েছো সংসাব
কালোর মানিক দেখি দরিদ্র ঐশ্বর্যে জ্যোতি তার—
যে-প্রাণ সর্বস্বজয়ী হবে একদিন, তারি ধুয়া :
কচি মুঠি মুখে দিয়ে কচি বেবি কবে কুয়া-কুয়া ।
চকিতে বোনেব মুখ, মা'র ব্যস্ত ত্রস্ত কোমলতা
দৃষ্টি বুকে নিয়ে চিনি ঈশ্ববিত মানুষেব কথা ॥

ডাকাব্
১৯৫৫

গিয়ানা

ঝিমোনো দুপুর,
প্রকাণ্ড শান্ত ব্রাউন্ ঘুমন্ত কুকুর,
কোটি লক্ষ্য ব্যগ্র ঝিঁঝি দিনের করাত কাঠ-চেরা,
মধ্যে সিঁথি-করা ঝাউ ব্রিটিশ বাগানে ছায়া ঘেরা ;
বংশানুক্রমে
বসতি উঠেছে গেছে, ঐ মাঠ ভরতি আখে গমে

ধান-শীষে জাগা আজ, এসেকিবো নদী দ্রুত ভুলে
কোথাও প্লাবন পঙ্ক এনেছিলো ভাসিয়ে দু-কূলে,
অন্যদিন হঠাৎ খরায়
স'রে গেছে বাঁকানো ধরায় ;
ডাচ্-ইংরেজের ফন্দি জালে বাঁধা এলো লক্ষ চাষী
হাজার জাহাজ-ভরা ভারতী জাভানি পরবাসী,
নরনারী মজুরি মজ্‌দুর
ভিখারি দু-চোখে আজো পার হ'তে চায় সমুদ্দুর।
তিন গিয়ানার অন্য অংশ নিলো ফরাসী দুলাল :
আজ ভালো নয় তারো দিনকাল ;
ভগ্নভাষা জ্ঞাতিহীন লুপ্ত সংস্কারের কিনারায়
আদিবাসী, এশিয়ান্, আফ্রিকান্ হ'লো বড়ো দায়।
ব্রুক-ব্রাদারের সংঘ ব্রিটিশ গিয়ানা ছেয়ে আছে,
বেগ্‌নি কাকাতুয়া দেখি গাছে,
গ্রীষ্মে উষ্মা বাড়ে, রাম্ কর্ক্-খুলে খায় মর্ত প্রভু
জর্জ্-টাউনের সৌধে মত্ত হয় সুস্থ থাকে কভু—
খালে বিলে জনতা ছড়ানো,
তাদের প্রসঙ্গ কেন আনো—
সেদিন গিয়েছি দেখতে চিড়িয়াখানার ভিতরে
অনেক চিড়িয়া আছে, দামী বাঘ ভালুকও বিতরে
সন্দিগ্ধ চোখের তেজ, কিছু ম্লান হয়েছে নিস্তেজ
অজায়গায় এসে প'ড়ে, প্রভুরাও পেয়েছে আমেজ ॥

সূত্রধর-সংবাদ

বুড়ো কারিগর "বিদ্যুৎ-করাতে চিরে শায়িত বৃক্ষের শরীর
বানাই বুকের তক্তা, মাথায় পল্লব চুল নড়ে
আরণ্যিক মৃত্যুশেষে, শুধুই হিল্লোল হাওয়া লেগে।

আর সবই চুপ, আমরা শক্তির কাঠুরে, পাঁজরা গুনে
বিক্রি করি মহা দেহ, সামনে মস্ত ফালি চারখানা
ওজনের মেহগনি, দামী বর্মি শালে ও সেগুনে

ভরতি স্তরে-স্তরে শব, শুভ্র, কালো ; দেখো কারখানা

সাকরেৎ

"অঙ্ক ক'ষে বলা যায় গাছে-গাছে কোন্ শতাব্দীর
প্রাণচক্র এঁকে গেছে শ্যাম প্রাণ, ছিলো কবে জেগে

আদি-অস্তীতির সাক্ষী পৃথিবীতে ঊর্ধ্ব মন্ত্র প'ড়ে।
আছে হিশেবের কাঁচ, মাপযন্ত্র, তবুও অগম
স্তোত্রসম ইতিহাস, পড়েছো যা কল্পনায় গেঁথে

শিশুবেলা সারি-সারি সীডারের ছবি লেবাননে,
অরিগনে রেড্ উড্, কাশ্মীরে চেনার্, হিমালয়ে
ওষধি বনস্পতি আশ্রমের সমুচ্চ আননে,
সমর্পিত ছায়া-ফেলা নারিকেল তালের মালয়ে,
মালাবারে ; মরীচিকা প্যাসিফিক দ্বীপের সংকেতে
শ্যামল সৈন্ধব চিত্রে।"

দ্বিতীয় কাঠুরিয়া

"পুরু, সরু টেবিলে চেয়ারে
শুষ্ক তরু এই ঘরে ; তবু এসো দগ্ধ করি তমো
মন্ত্র স্মরি শীতরাত্রে,
উনোনে জ্বালানি কাঠে নমো :
দারু বহ্নি, দারু অন্ন, দারু মুক্তি শ্মশানের ধারে॥"

সুরিনাম
১৯৫৫

আরক

(বিগত দিনের ইরাক্)

সফেদ, অফেন
লুপ্তি মজা পেয়ালায় ঢেলে
লাল দাড়ি ওরা মাতে হাসির সংগতে—
বোগ্‌দাদের জমকানো পুরোনো সরাই।
এসো বন্ধু, কী সরম, হিন্দুস্থানি এসো—
ডেকে নিয়ে বসায় আমায়।

টাইগ্রিস্ নদী আর ধুলো উড়ো নাচ
বুনো তেঁতুলের ধাঁচ
আল্‌গা গাছ,
মুক্তির আসান
আলখাল্লা পরা মোল্লা লাল আশমান,
দরবেশি দরবার, ঘুরে বেঁচে মরবার,
আরব্য গর্‌বার।

অনেকে বেহুঁশ মত্ত, নৃত্য-চুর
শোনে ঝলকানি নীল চুম্‌কি-নূপুর
রাত্রি-ঘুর।

দু-জনে কোথায় ঘেঁষে
মোলায়েম স্বপ্ন ধরে ঠেসে—
মিনারেট কাঁচ হাওয়া ভাঙে উঁচু ঝরনা
ভোর মরু-বর্ণা।
মুয়েজিন ধ্যানে ডাকে, লুপ্তি-বোধের
সুরা-ঢাকা দুই কান এড়ায় ওদের।

অন্যেরা তলোয়ার
ঘোড়াচড়া খেলোয়াড়

কোটি হানা প্রচণ্ড বর্শা-
বেহেস্ত ভরসা।
বালি, বালি, বালি।

—এইটুকু হ'লো, বেমালুম
আরক বদলে জল আসলে খেলুম,
জানে না কেউই ; দেখি একা জেগে শুধু
সারা রাত তারা করে ধুধু ॥

সার্কাস

রং মাখা সং আমি রঙিন দড়িতে
ঝুলে পড়ি, এলোমেলো দশ গজ ফিতে
দুই কানে বার করি, লাল নীল গাল
গাধা টুপি শাদা নাকে ঠেকেছে কপাল।
বত্রিশ বছর নখে শূন্য আঁচড়িয়ে
হেঁটেছি চৌতলা উঁচু সরু তার দিয়ে,
শুনি ঝোড়ো তালি,
"সার্কাস সাবাস্ ক্লাউন্, শখের বাঙালি"—
উপরে ট্রাপিজে দুই রুপোলি মেয়েরা
ঝাঁপায় বিজুলি লাফে, স্বপ্নে চোখ-চেরা—
সবাই, ক্ষুদে কি বড়ো, পরীরাজ্যে ডোবা
ঝাপ্‌সা চোখে দেখে ঘোড়-সোয়ারির শোভা :
চার-চার রাজপুত্র থিয়েটরি সাজে
মখমল পাগড়িতে হীরে, সস্তা ব্যাণ্ড্ বাজে।
কেন হেন ব্যবসা বাঁধি, উদ্দেশ্য, প্রমাণ ?
—প্রকাণ্ড ভালুক, বাঘ, দুটো হনুমান।
হল্‌দে পাখি চাও ?
নতুনের চোখে দেখবে হঠাৎ উধাও।

মস্ত হাতি হাল্কা নাচে উল্টে ধরে থালা
পোষ-মানা শুঁড়ে তোলে পিরিচ পেয়ালা—
মাহুত চেয়ারে হাসে, সপাং-সপাং
চাবুক আওয়াজ মিথ্যে, বিনা জাদু ভাং
আসল সার্কাস,
কোথাও পালানো নয়, ভিড়ে-চড়া বাস্
একেবারে সামনে আনে : এ-কাজে অবশ্য
পপভ্, চ্যাপ্লিন, ডিস্নি সবার নমস্য—
ঝলমল প্রাণ থেকে ছলছল বুকে
আশ্চর্যের নানা ভঙ্গি কত কী কৌতুকে ;
তুমি আমি আসবো যাবো, তাঁবুর নিশান
উড়বে আজ আসানসোলে, কাল বর্ধমান ॥

ভিয়েনা
১৯৫৯

অশ্রু দান

কণা-কণা মণি
কত যে প্রথম প্রতিক্ষণই
অঙ্গরাগে বয় স্রোতে
আজ হ'তে, কাল হ'তে,
ছল-ছল প্রাণের ধমনী।
ভুলে যদি জড়ো হ'য়ে
ভিড় হ'য়ে, বড়ো হ'য়ে
নিরাকাশ আয়োজনে
হারাই শহর-ভরা মনে,
এমন সময়ে
তুমি চাও, চ'লে যাও
কৌতুকে ব'লে যাও—

ভেঙ্গে এসো চূরমার
ব্যথাহীন কারাগার।
খুলে দ্বার
মণিগনা ফিরে পাই—
দিলে সুতো বেদনাই
মালা ক'রে পরি তাই ॥

বুখারেস্ট
১৯৫৯

একবার

দু-দণ্ড আকাশে দৌড়ে অগাধ তাবাব সঙ্গে ছোটা,
সৌরতব সিঁড়ি ওঠা
—তৎসবিতুর্বরেণ্যং—
অনিশ্বাস জ্যোতির্জালে
যেখানে প্রোজ্জ্বল দগ্ধ এক সৃষ্টি-বোঁটা
ধরে ধব্ধবে শূন্য অগ্নির প্রসূন—
পারিজাত শিখা
নিয়ে তারি স্পর্শটিকা
আয়ুব কপালে
ফিরে আসা বাগানের ছায়াপথ রজনীগন্ধায়
শ্রীময় সন্ধ্যায়,—
গ্রীষ্ম নদী ঝিরিঝিরি পৃথিবী পেয়েছি বহুগুণ ॥

ওডেসা-র আলো রাত্রি বরফে জ্যোৎস্নায় নির্নিমিখ
কৃষ্ণসমুদ্রের কোলে দূর দিক—
দাঁড়াই এখানে
জাগর দেশের যাত্রী তুষারে তুফানে,
হঠাৎ সর্বস্ব দৃষ্টি ভরে

—ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

সুরে-সুরে

ত্রিলোকের ধৃতি পারে কারা ভানে,

প্লেনে-চড়া পায়ে-চলা থামে মুগ্ধ দুরন্ত আহ্নিক।

রুপোলি ঝিল্লির

পুরোনো রাত্রির পথ তাস্‌খেন্দ্‌-দিল্লীর

স্বর্ণ অচঞ্চল দিনে দেখে যাই শুভ্র প্রতিবেশে

ছল-ছল তীর্থশেষে ॥

ছুটেছিলে সর্বরঙ্গে একসঙ্গে

তারায় ধরায়—

সেই ওঁ—প্রাণের ওঙ্কৃত চিরোদ্দেশে—

নতুন গায়ত্রী মন্ত্র মুকুট পরায় ॥

ওডেসা
১৯৫৯

ক্ষতিপূরণ

সয়া-সবুজ নীলের পার

আনতে হ'লো ঢেউয়ের ধার,

পাহাড়ে হংকং—

সে আসেনি ব'লে।

দুয়ের একা, বানাতে হ'লো

কা'লো জলের ছলে

দোলানো সাম্পান্,

মিলিত সংসারের খেলা

তৃষিত তীর দূরে,

অচেনা রোদ্দুরে।

কাউলান্‌-এর দোকান পথে

ঢেলেছি রংচঙ্‌

বুকের আনচান্‌,

কাছে সে নেই ব'লে।

নিচে অনেক জল॥

কান্না ঝাউ বসাতে হ'লো

মেঘের তলাটিতে

চীনে তুলিতে বুলিয়ে শাদা

শূন্যে বকের ফিতে,

লুকোনো সোনা ছোঁয়ানো পাথার তল,

বেশির ঝলমল—

কাছে সে নেই ব'লে॥

২

ভাগ্য এই, মানি বরাত

বরফপাথর দরজা দিলো

কপালে করাঘাত।

অসমাপ্ত আলিঙ্গনে জ্বালিয়ে ব্যথামধু

পাঠালো এই পৃথিবীপারে

আমারি দিগ্বধূ।

সেদিন নেমে সিঁড়ি

অনেক যুগ কেটেছে বুঝি কালের ঝিরিঝিরি।

এখানে বাড়ি ভরেছি দেখো ছবিতে আসবাবে

রেলিঙে ছায়া কাঁপা—

নিমন্ত্রণের চায়ের কাপে

ফেরে সে কথা চাপা—

কেউ কি আভাস পাবে?

নিচে অনেক জল॥

ক্ষ্যাপা বুকের ভাষা—
জাহাজ প্লেনে তৈরি করি
ফিরে-আসার বাসা।
আসেনি আজো ব'লে,
কোথায় পার, দূরের চীন
কোথা সে মার্কিন ;
প্রতিফলিত চোখের জলে
সেই দু-জনের ঘর
বেঁধেছি দিগন্তর।
নিচে আলোর জল ॥

ভ্রমণ

যৌবনে ছিলো চল— হয়নি বদল—
শাদা উড়োনির,
প'রে ধুতি পঞ্জাবি
নিয়ে মন উচ্ছল
গঙ্গার হাওয়া খাওয়া সন্ধ্যা মন্দির,
সেই কলকাতা ;
উট্‌রাম ঘাটে নাবি
ঘাসে চলি চঞ্চল,
আয়ু বায়ু গায়ে এক মিলিত অধীর
আলোর আবেশ গাঁথা,
চিরদিন কলকাতা ॥

বসন্ত আজো সেই পুষ্পবেশের
বক্ষ-দোলানি আনে অন্যদেশের,
ইদানীং মার্কিন ;

এখানে বরং
শানটুঙ টাই পরি
কচি সবুজের রং,
রেশ্‌মি আমেজে ধরি
যে-খুশি হয়নি লীন (আভা দেয় দূর চীন)
টলমল নদীজলে, অন্য তারার তলে
আয়ু বায়ু গায়ে দোলে
আলো মার্কিন,
শেষ-বেলা কাছে-আসা দিন ॥

প্রক্ষিপ্ত শ্লোক

"ভিতরে রৌরব-স্পর্ধা, বহির্মুখে রামের আরাম
পাবে সে মুহূর্তে নামতে স্বর্পণখা বধের বীরত্বে—
নব্যযুগে দেখো সেই কীর্তিমান প্রাক্তনের নেশা
মিশ্রিত সন্ন্যাস-সিদ্ধি, ভক্তি পান হ্যক্সিয়র ব্রহ্ম।

"বিজ্ঞান-দস্যুকে দাস পাঠায় বোমারু উদ্যমে,
আন্তর্জাতিক ওরা জটিল চুক্তির দরে বেচে
রকেট্‌-বন্ধুত্ব, লুপ্তি মসৃণ মহার্ঘ, রাষ্ট্রিকেরা
চাণক্য মেকিয়াভেলি নতুন বৈশ্বিক বৈশ্যমূর্তি।

"যারা মাস-টিকিটের ট্রলি ট্রামে আপিসের যাত্রী
সিগার বা পান খাই, চিন্তা-চোখ মজুরি কেরানি
বোম্বাই শিকাগো ক্যীভে সাধারণ মানুষের গণ্য
বীরত্ব তাদের অন্য, প্রাণশান্তি রণে তারা যোদ্ধা ;

"তারাই দ্রাবিড় ক্ষেত বুনেছিলো অরণ্যকে জিতে,
নীল নদ বালুতটে আজো তুলি খেজুরের সোনা,
গৃহস্থালি ক্ষেতে ঢালি সেবা দিয়ে সংসার বিগ্রহে
একান্ন-তু-অন্নবর্তী দেশে-দেশে চাই আজো ঊর্ধ্ব।

"কখনো স্খলিত পদ যদি বা গ্রাম্যতা ঈর্ষায়
মেনে থাকি আত্মভয়ে জমিদার নবাব পল্টন,
পাথরে বন্দীর ধর্ম, ফিরে আজ প্রত্যহের বুকে
মূল্য দেবো সব্‌জি চাষে, ভাগ্য যেই চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ।

"কাফ্রি-গ্রামে পালাভারে মিল খুঁজি, ঠুকে স্টীল-ড্রাম
ট্রিনিডাডে গান ভানি, তুলো ক্ষেতে যেমন নিগ্রোরা
মার্কিনের ইতিহাসে গীত-বীর্যে রক্তাক্ত বিক্রম
করেছিলো অবনত, নরোত্তম সেই নর-দৃষ্টি।

"তুমি-আমি সেই দলে, চাইনে য়্যামেরা মরুতে
ফাটাতে চূড়ান্ত পট্‌কা, সাহারায় প্রলয় দগ্ধিয়ে
সভ্য হ'তে অণু-ক্লাবে, ক্রিস্ট্‌মাস দ্বীপে, শাখালিনে
কোনো পঙ্গচ্ছায়াতলে মল্লতার প্রমাণে চণ্ডতা।

"হোক ওরা যন্ত্রারূঢ় (যন্ত্রযুগ আমাদেরো কাম্য)
ধর্মযুদ্ধে চ্যাপ্‌লেন, স্যাণ্ড্‌হার্স্টের কৃষ্ণ শিষ্যদল
বন্দুক-ওঁচানো হিন্দু (অথবা অন্যেরা) কোনো শস্ত্র
শাস্ত্র যার নয় সেই নতুন ধর্মের তুলি ধ্বজ।

"অন্ধরঙা ইতিবৃত্তে আনি ছেদ, আলোর বন্ধনী
কোনো গুপ্তচর উড়ে পোড়াতে পারবে না যে-মুক্তি,
লোভ-মুক্ত মানি তাকে, দুই ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্লক্‌
অর্থের মৃত্যুর জালে বাঁধবে কিসে মর্যাদার ইস্ট।

"তমিস্রের কমিসার, সারি বন্দী জীবন্ত রব্যোরা
কুচ-কাওয়াজ, অম্বুবাচি, গুরু-ভক্ত থাক শালগ্রামী,
আপ্তবাক্য মন্ত্র কিংবা মার্ক্‌স্‌-এর বক্ষ র'ক জুড়ে
—দেশে-দেশে অগ্নিময় শেষ ক্রোশ পেরোনোর দীক্ষা।

"অবজ্ঞাত আমরা চাই ভবিষ্য গড়তে, প্রতিবেশী
চাইনে আমরা চীনে লড়তে, এশিয়া-আফ্রিকা-য়ুরোপে
কী ক'রে প্রবল শক্তি সখ্যতা ফেরাবো, পরীক্ষায়
বাকি ক-টা পাঁজরা দেবো বন্ধক, মৃত্যুঞ্জয় শিক্ষা।

"চেরি কি কোকিল গাছে, নার্সিসাস্‌, বকুল, স্নো-ড্রপ্‌,
দু-শো গাড়ি কিংবা দশ, উচ্চ-গ্রীব বাড়ি কি এক-তলা,
যেখানেই থাকি আমরা যে-দৃশ্যে, জনতা কিংবা একা,
মানুষ সর্বত্র আমরা ভাববো আজ এলো যুগ-রাজ্য ॥"

উড়তি

দূরে গন-গন কেটে চলে পাখা
কোন্‌ অনন্যকেন্দ্র—
ঝোড়ো জেট্‌-এ কাঁপা নীল জানলায়
ঝলকের প্লেনে পৃথিবী হারায়,
শেষে মিলে যায়
যেখানে দিব্য দ্যুতি মেঘে সব ঢাকা,
অলি-স্যানন্‌ বিন্দু রেডারে আঁকা ॥

রীন্‌-মেন্‌-এ ফিরি, চিনি ক্যাম্পিনো—
'চলেছি অন্যকেন্দ্র,
ফেলে এরোড্রোম, বাতি-জ্বালা ঘর,
জ্যাজ্‌, রঙা-কার্ড্‌, বিদেশী দুপর ;

কানে শোনা দ্রুত স্বর
কে বলে—ভুলো না, নীল অর্কিড কিনো—
এস্কালেটর
ফুলের দোকানে ফিরবে কি, লিম্‌্যুজিন্‌ও ॥

দমদম থেকে ভোরের লোগান্‌-এ
কত পারাপার হ'লো তা কে জানে
আধ-ধরা পার কেন্দ্র—
আমার স্বদেশী লাইনে বা প্যাস্‌-এ
টুক্‌রো চেতন জোড়া কোয়াণ্টাস্‌-এ,
এরোফ্লোট্‌-এ শেষ আঁকানো আভাসে
এক দৃষ্টির গানে
হিমালয় মেঘ মেশে আহ্বানে
মাটির কোটির টানে ॥

অতি-পার্থিব তবু শেষহীন
জীবনের এই কেন্দ্র—
এয়ার্‌-ফ্রান্স্‌-এ লিয়োপোল্‌ড্‌ভিল্‌
ওড়া সে মিথ্যে নয়, সেও মিল
কাফ্রি-কংগো-ভারতী-মানসী :
লাল দিন হবে নীল।
ধরা ক্রন্দসী
সংসার তারি প্যান্‌-অ্যাম্‌-এ ওড়া চিল
দেখেছি দু-চোখে তৃপ্তিবিলীন ॥

লোগান্‌ এয়ারপোর্ট,
বস্টন

আবার

জাজিম সবুজ ভাঙে সারি গোরু, কালো-শিশু,
তৃপ্তি গমে ডোবা মুখ, মাটির আদিম ঘণ্টা ট্রেনে
চাকার ডমরু মেশা, মেঘের আর্দ্রতা পর্দা টানা—
ফিরেছি ক্যান্‌সসে ॥

দৈবাৎ হলুদ পাড় শর্ষের সৌরভ গির্জা-ওঠা
ব্যস্ততা সমগ্র ক্ষুদ্র মর্চে-লাল গ্র্যানারি গ্রামের,
বাঁচার গৌরবে ধনী শ্রমিক মার্কিনি ;
—ফিরেছি ক্যান্‌সসে ॥

নম্বর ষোলো-শ'-চার, দরজা ঠেকে আনত দৃষ্টিতে,
চেনা গাছ লরেন্সের ঘরে-ফেরা দিন—
দোতলায় উঠে সেই কবিতার কাছাকাছি একা,
—ফিরেছি ক্যান্‌সসে ॥

একই ছবি

যেতে-যেতে দেখো—
ঐ তো পুরোনো রাস্তা উবড়ো খেবড়ো পাথরে, শব্দের
চাকা ছুটো মস্ত ঘোড়া টানে বোঝা গাড়ি,
ঐ তো পাশের গাঁথা মোটা দেয়ালের বাড়ি,
রোদ্দুরে চূড়ার ঘড়ি অন্ততা অঙ্কের—
তবু বাজে এগারোটা (মিনিট কুড়িক বাকি রেখো)
অতিথি সময় জানে থেমেছে ছবিতে :
পর্দা ওড়ে তেতলায়, চারতলা কুঠুরির কাঠে

নীল শূন্য-জরি ফিতে
গলি ছোঁয় চেয়ে-চেয়ে বেলা কাটে ॥

আবার দেখো কী হ'লো—
ঐ তো সে একই রাস্তা বিকেলে বিকল্প আভা লাগা—
আড় হ'য়ে চারটে নামে, আঙুর-বেগনি বেলা খোলো
চূড়ার নীলাস্ত খাঁজে, ঘড়ি জাগা
তবুও অস্পষ্ট ঢং, ঢং ঢং ঢং, আসে
বিদেশী ভাষায় মিশ্র সন্ধ্যার আভাসে—
বিলম্বিত একই ছবি বাসনা অন্তিম শেষ রোদে
কী মূর্তি ধরেছে ঐ চূড়া-তলে প্রার্থনার বোধে ॥

এখন সে ছবি ফিরে দেখো—
সেই সে পাথুরে রাস্তা, সজ্জিত ক্বচিৎ দোকানে,
মনের আলোর সঙ্গে বদলে একই বাড়ি ঘড়ি আনে
মধ্যযুগ, নব্যদিন, মসৃণ তারার অন্ধকার
জ্যোতিঃখচা পত্রনাল। মন্ত্র কাব্যে লেখো :
এসেছি, দেখেছি, জানি খুলেছে সে দ্বার
সমুদ্রপারের ডাকে, আলো নিয়ে কোলে
চাবি হাতে নামে সেই, অতিথির শেষ বেলা হ'লে ॥

মূল্য-বদল

"খুলে পড়বে কানের সোনা শুনে বাঁশির সুর।"
মিথ্যের ধন হারালি প্রাণ, ছুঁলো যেই মধুর
নতুন কালের ভাঙন-লাগা ভরন্ত রোদ্দুর।

প্রাচীন গানের চাহন কাঁদায়, রই চেয়ে বন্ধুর।

আলাল ঘরের দুলাল যত, গঙ্গাধারের কুঠি,
উনোন-ধারের বুক-ফাটা বুক, শাড়ি কুটোকুটি,—
দীর্ণ যুগের প্রাণ ভ'রে তাও পদ্ম ছিলো ফুটি'।

এক গোঙানির চাকায় বাঁধা গোরুর গাড়ি উঠি'
গেলো কোথায় যাত্রী কা'রা শুনে বাঁশির সুর ॥

নতুন কাল কি সোনার বেশি, কালের ঝাঁঝর রোদে
রাই-পরানী হারা সোনায় আজো কি চোখ মোদে—
সামনে পথের কানাই যতই পিছনে দ্বার রোধে।

দুই মিলিয়ে প্রাচীন অচিন নাও নবযুগ বোধে।

পাজরা-ওঠা বাংলা গেলো ধ'সে জলের ধার
উড়ো গল্প—বাজার হাজার ভাসলো গাঙের পার।

ধন্য বিধি ; জমিদারও শ্মশান হাড়ের সার।

জ্বলন দিয়ে পুড়লো কিছু জ্বলবে আলোর সুর ॥

বাঞ্ছারাম আর বেণীবাবু , মোতিরাম, তা'র বাবা,
বৈদ্যবাটির চিনে জোঁকটি, ঠক চাচা, আর হাবা
সাঙ্গোপাঙ্গ আজো বেড়ায় ; ব্লাকিয়র দেয় থাবা।

তাদের কিন্তু জোর বংশধর, ভালো সেটাও ভাবা।

গঙ্গাধারের হায় মোক্ষদা, প্রমদা, মা ঠাকুরুন,
যদিও টেকচাঁদ পারেননি প্রাণ-দিতে তাও ধরুন,
মধ্যখানো দিন-পালা তাদের একালেও নিষ্করুণ।

রইলো কোথায় তাদের বুকে নতুন কালের সুর ?

৪

ফিরি প্রাচীন সোনার ছাইয়ে : বাবুরাম সেই বাবু
বাগবাগিচা তালুক মুলুক লোভের ভারে কাবু।

কল্তাপেড়ে ধুতি, উদর ঠিক গণেশের মতো,
নাকে তিলক, ফুল পুকুরে জুতো পায়ে যত,
কোঁচানো সেই চাদর কাঁধে—এক গালে পান কত।

কোথা কব রেজ, বউবাজারের বেচারাম আর জোড়া
হলধর ও গঙ্গাধর দুই "মণির টুক্‌রো ছোঁড়া".

পাপের তালে হাল্কা চালে বাঁধলো বিষের তোড়া।

কালের মজা কানের সোনা খসলো তাও রোদ্দুরে
ঠাসা হাসির ছবি, আলাল ; মুন্সী, ঠাকুর, উড়ে,
লুভী পুরুত, ঘিয়ের ধোঁয়া, হুঁকোর টানে ঘুরে
নীলকর আর মনিব সাহিব র'ক সে শূন্য জুড়ে।

দেওনাগাজির ঘাটে যাবার পাল্কি গেলো দূর।

"শ্যামের নাগাল পেলাম না সই, মর্মে ম'রে রই"
কুঠিওয়ালার মার-খাওয়া লোক গাইয়ে এবং সই
ধন্য তা'রা ধর্মে কেনে চুট্‌কি গানের খই।

শ্যামের নাগাল পেলো কি ঐ অন্য চমৎকার
কলা-খাওয়া প্রেমনারায়ণ (পদবী মজুমদার)

আলাল কিন্তু তার উপরে আরোই অনুদার :

"করি হেন (ঠিক) অনুমান তুমি(ই) হনুমান"
ছড়া কাটার কী ছল বলো এমনতরো গান—

শেষ কলি তার ভাঙা বাংলার হয়তো ভালো ভাও
"সমুদ্দুরের তীরে গিয়ে স্বচ্ছন্দে লাফাও",
সমাজপ্রীতি আলাল-নীতির সোনার বচন চাও ?

"শৃগালদিগের হোয়া হোয়া", ঝিঁঝি পোকার ঝিঁঝি
"শাঁখের ঘণ্টা খনর খনর" শব্দে হিজিবিজি
ডুবলো সে-সব কালের জলে চোখের জলে ভিজি' ॥

শেয়াল ঝিঁঝি অবশ্য নয় রূপক শুধু রাতে —
প্রতীক গেলো, আসল তা'রা খুবই আছে সাথে,

রইলো সঙ্গে খাঁটি বাংলার প্রাচীন আসল সুর ॥

৫

সাবেকি কলকাতার পাড়া, নকল কায়দা মানা
হুজুর হাজুব ত্রস্ত সেলাম হুঁকো দস্তুর জানা
বেঁচেছি সেই সোনার দিন সব ভাগ্যে পেলো হানা,

নবাবী ইংরেজের পালা ছিন্ন পার্থিব ডানা।

কাদায়-কাঁদায় ইতর-বড়ো জাতি-পাঁতির বঙ্গ
থাকুক তা টেক-চাঁদের কাব্যে ; সে-ব্যঙ্গে দাও ভঙ্গ,

খরখরে রোদ বুকে বাজুক জাগর দিনের রঙ্গ।

বাংলা আলো নতুন দিনের ধরো স্বাধীন মেয়ে
গয়না খসুক জড় দিনের, যে-দিন গেছে ধেয়ে ;
বলো যুগের নতুন যুবা গর্বে সমুখ চেয়ে

"খুলে পড়লো কানের সোনা শুনে বাঁশির সুর ॥"

হারানো অর্কিড

জগৎজোড়া দুঃখের দিনে কিছু কথার ছবি, কল্পনার রঙিন সাক্ষ্য নিয়ে দূর থেকে বাংলা দেশে উপস্থিত হলাম। জানি, কবিতার গীতপরিচয় আজ যথেষ্ট না মনে হ'তে পারে। অথচ শিল্পের ধর্ম শিল্পিত হওয়া: ভাষার শ্রুতি। তীব্র ঘটনার যোগে লেখকের বিশেষ প্রতিশ্রুতি তা-ও লিরিকে ঢাকা রইলো, নতুন বাংলার পাঠক-পাঠিকা ধ্বনির সঙ্গে সেই বেদনাকে বিদ্রোহী মানসে মিলিয়ে দেখবেন।

রূপ-সনাতনের যাত্রাপর্ব এই দূরাঞ্জলির কাব্যে যোগ হয়েছে। বিসর্জনের পালা শেষ হয়নি, এখনো পুরো তার যজ্ঞ প্রজ্বলিত ভুবন-ডাঙায়। সঙ্গে-সঙ্গে সর্বনামের দল দেশে-দেশে জেগে উঠেছে যাদের বিপ্লব অন্যপন্থী। কিন্তু হেঁয়ালি নাট্যের কোনো সদুত্তর এই ভূমিকায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বইয়ের নাম 'হারানো অর্কিড'। শিকিমে অপর্যাপ্ত গিরিসংকট এবং শীততুষারকে পরাস্ত ক'রে অবর্ণনীয় অর্কিড-পুষ্পের বিস্তার; গ্যাংটকে হিমালয় পরিবেশে দেখেছি সেই অপ্রতিহত বীর্যের প্রতীক। আনন্দলহরী। কোনো শক্তির সাধ্য নেই তাকে ধ্বংস করে। আহত পুড়ন্ত ভিয়েৎনামের অরণ্যে চোখে পড়েছিলো অনিন্দ্যসুন্দর বিজয়ী অর্কিড, গাছের ডালে জড়ানো, বর্বর সংঘর্ষের উর্ধ্বে। কোনোদিনই হারাবে না। পশ্চিম দেশের ফুলের দোকানে দেখেছি নানাদেশী অর্কিড কিনে কত যত্নে লোকে বাড়ি নিয়ে যায়, হৃদয়ের তারুণ্য জাগিয়ে রাখে। আখ্যায়িকায় ঐ নাম চয়ন করা গেলো।

বইয়ের আরেকটা নাম হ'তে পারতো: 'দূরের সাক্ষী'।

বস্টন
জানুআরি ১৯৬৬

অমিয় চক্রবর্তী

চিন্তিত মানুষ

"এবারের দিনচক্র প্রতিহত মাধুরীর ভারে
যখন একলা বুকে শেষ হয় আহ্নিক সন্ধ্যায়,
আকাশ বলে না কথা, সোনার গম্বুজে
গলির কোনার বাড়ি উদ্ভাসিত ডাকে না বন্ধুকে,
সবুজ দরজা নিরুত্তর—
মাথা নেড়ে বলি, এ-ই, এ-ই তো হয়েছে পৃথিবীতে

"কতদিন ধ'রে হ'লো।
প্রবল আকুল বাসনায়
ধুধু করে প্রাণ, সেই দাহে
ইতিহাস দরজা খুলে ধুলো-পথ দেখায় মিশরে
পিরামিড ছায়ায় প্রাচীন
যুবা ব'সে আছে নীল নদীর ওপারে কাকে চেয়ে ;
অনাত্মীয় শস্যক্ষেতে রুথ্ সেই কান্নাচোখে চলে
জুডিয়ার নির্বাসিতা নারী,
সব গেছে ঘরহীন তার ;
চৈন কবি লয়াং-এর শৈলগুহাগাত্রে হাত রেখে
চিন্তিত মানুষ,
প্রেয়সীর স্পর্শরূপ চন্দ্রমা-তৃষিত বক্ষে নিয়ে
ঐশ্বর্য যুগের এশিয়ায়
ক্ষুধার্ত যৌবনভারে ডুবে আছে,
চুম্বন কম্পন শিরা, আরো বেশি ঐকান্তিক
সত্তার সমগ্র মেলে ভাবে পরমাকে
চেকুয়ানে যে গিয়েছে যুগ জন্ম পরপার ;—
এই হয়েছিলো, শোনো, কত দিন ধ'রে হ'লো,
মানুষ, তোমার ভাগ্যে।

"অতখানি পূর্বলেখ প্রথমে দুঃসহ ধারণায়,
পরে তারি সখ্যতা বিরহপাত্রের উছলিত
তৃষ্ণার অতীত সুধা দাও তুমি, হে প্রেয়সী,
কারুণ্যে নিঃসঙ্গ মাঙ্গলিকে ;
নিয়েছি তা বন্ধ দরজায় :
চলেছি গলির পথে সোনার গম্বুজ পার হ'য়ে।

"মুক্তি পথ আছে, ভ্রামণিক,
দূরে চ'লে গিয়ে পাওয়া ;
পাঠালে সে বিশ্ব-দ্বারে, হে সুন্দরী।
রেঙ্গুনে বিরাট শান্ত পাথর চত্বর,
নির্নিমেষ বৌদ্ধ ধ্বনি, রঙিন প্রবাহ
সোয়ে-ড্যাগনের পাশে, সিঁড়ি বেয়ে
জনস্রোত অচেনায় দিলে পূর্ণ দান।
ফ্লরেন্সে ব্রিজের কাছে দাঁড়াই প্রবাসী থাম ধ'রে,
বিয়াত্রিচে-লগ্ন চোখে, কফি খাই শেষে
পাশের কাফেতে ব'সে, ফিয়েজোলে ঊর্ধ্বে মেঘে গাছে
স্বর্গবাস আভাসিত—
দেখি বন্ধ জানালায়।

"মরুধ্যান আবাদান, নির্মম বালির ছুরি কাটে
কঠিন সমুদ্রনীল, উট-ঘণ্টা ধমনীতে ;
তৃপ্তি পাই রৌদ্রপ্লেন তাতে চ'ড়ে
কল্পনায় ফিরে-আসা, জানি না কোথায়।
কত বড়ো এ প্রতীক্ষা, শবরীর জীবন-দাহন
আমি, নর, মানি তার হ'য়ে দিনে-দিনে
দ্বীপান্তরে গিয়ে সারা দীর্ঘ বেলা দাঁড়াই যখন
প্রশ্নচিহ্ন নারিকেল ক্রন্দন-উদ্বেল কিনারায়,
অতলান্ত ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রেনাডিনে
পশ্চিম ইণ্ডিসে।

"ঘরে-ফেরা হাওয়া,

শি চু-শকুনের শাদা পাখায় চঞ্চল প্রতীকে,

ক্লান্তির কপোল ছোঁয় ;

হয়তো তীরে বাড়ি নেই, তবু ভরসায়

ভালোবাসা পায় ঘর।

সুখী হওয়া প্রাণ সুখে, হৃদয়ে যেমনি লগ্ন হোক,

মানুষ তোমার ভাগ্য এই,

বসুন্ধরায়।

"যেখানেই থাকি তাই বার্তা পাবে, চির-আকাঙ্ক্ষিতা,

দিয়েছো শূন্যতাপূর্ণ চক্ষের আহ্বান

সর্বকাল পথিকের চিরলোকে ;

পেয়েছো প্রণতি,

অলিভ-বন্দিত তট স্বর্ণছাত গর্লিতে তোমার ॥"

ওড্

সঙ্গহীন দেবদারু আর একা আমি

অবাক দেখছি চেয়ে সূর্যসঙ্গ পেয়ে,

রাত্রির কিরীট।

হে উদিতা,

দ্যুতিকন্যা, ওগো ভোর, কোমল আলোর ভোর,

ওগো আমাদের জাগরণ,

দাঁড়ালে উত্তর গিরি ক্যানাডায়

বিদীর্ণ সমুদ্র বেগ্‌নি আগুন আঁচলে—

আকাঙ্ক্ষিতা, চুলে রাঙা জবা,

চিরপ্রস্থনিত তটে বসন্তবেলার

প্রশান্ত সাগর ঊর্মিঘেরা ॥

সঙ্গহীন আমি আর একা দেবদারু—
একজন পথ-চলা, অন্য ঐ মর্মরিত বনে,
বাকি দীর্ঘ দাহে গাঁথি অবতরণিকা
প্রথম দেখার দিনশেষে।
দূরের হিমাদ্রি লুপ্ত মেঘে ;
সৌধদ্বীপ লাল টালি, গুরুদ্বার গির্জাচূড় গ্রাম,
স্টীমারের শব্দহীন গতিময়
জলচ্ছবি ;
ভিক্টোরিয়ার যাত্রী-চোখে
তরঙ্গিত অশ্রু-দোলে দুই তীর ডুবে-ডুবে যায়
জীবনসন্ধ্যার কূলে ;
পূর্বতটে চেয়ে দেখি বুকে,
হে বন্দিতা,
প্রত্যাশার পারে ফিরে আসো,
চুলে রাঙা জবা—
ওগো ভোর, দ্যুতিকন্যা, কোমল আলোর জাগা ভোর ॥

দিনযাপন

সামনে ছায়াচক্র মেলে
ঝাউ আছে চেয়ে,
রোদ্দুর পোহায়।
ভাবা নেই, হওয়া আছে, কী হওয়া জানে না,
কে·ই বা তা জানে,
নীল শামিয়ানা স্বচ্ছ, কম্পিত সীমায়
মেঘ-লাগা বায়ু,

তাই ছুঁয়ে আরো বেশি ঝাউ হওয়া।
মাটির আকর্ষ, মজ্জা, মাটির শিকড়,
তরঙ্গিত তন্দ্রাবেগ তারি দোলে ঊর্ধ্বে জাগা
বৃক্ষ ধারণায়,
স্বর্ণশ্যাম পুষ্পপত্র বনেয় কিংখাবে
ঋজু ঝাউ ছায়াচক্র মেলে চেয়ে আছে॥

বাঁকা ডাল সে-ও ঝাউ, পাতা ঝাউ,
ঝিরিঝিরি সমীরিত,
বৃন্ত ফল শুষ্ক ঝরা ঝাউ,
পাখি-ওড়া আশমানি বাঁশি-বাজা দূর,
ফাগুনে চাঁদনি রাত, মৌসুমী শ্রাবণ
ঝলমল, ঝরঝর, শুব্ধ ঝাউ
নিপুণ তারার জালে শাখার বিন্যাস,
অন্ধকারে ঝিল্লিপাড়ে গাঁথা ঝাউ
সমাহিত॥

কাঁসারি শাঁখারি গ্রামে, ধুনুরি তাঁতির
কাজে ভরা কত শব্দ, খায় খিলি-পান
বাজারিরা হাটে ঘরে, গল্পের কিনারে
ধীরে-ধীরে গাঢ় বেলা, ম্লান আলো
দিনের খিলানে ;
সমস্ত আকাশ ধুনো গোধূলিতে
তিসি তিল কচি ধান ঘুঁটে-পোড়া ধুলো ওঠা
এক ধোঁয়া ;
বন-ঝাউ ছিলো প্রতিবেশী—
কাঠ তার তক্তা হ'লো, ডাল কাটা পুড়বে উনোনে ;
হঠাৎ সহস্র দিন শেষ যেন এক লহমায়,

মিশ্র সন্ধ্যারাত্রি আজ ছায়াসাক্ষ্যহীন।
খোয়াই খয়ের রঙ, রঙ দিগ্বলয়,
চতুর্দিকে নবজাত বৃক্ষের সমাজ॥

বুনো সংসারে

শাখামৃগ :

"তপ্ত আদিম বনকন্যা,
হে বানরী,
নর্তিত অবাধ চোখ, কোমল লোমের লেজ নেড়ে,
ভীত ক্ষুব্ধ উঁচু ডালে সহায়তা লোভে চেয়ে থাকো,
প্রাণের খেলায় ডাকো
সঙ্গীকে—
আমি সেই নর, এখনো বানর।
প্রবল বাদামি বন্যা
শিহর-শরীরে, শ্যামরক্ত জ্বলে গাছে,
নিচে জলে আছে
কচ্ছপ, ঠাণ্ডায় প্রাণ পেতে—
লঙ্কা লাল, কাকাতুয়া, জংলি মেঘ-ঘন জামরুল
কামরাঙা ঝোলে শাখে, টাটকা ঝরে আগুনি শিমুল,
পেয়ারা আতার ফল নখে পেড়ে
জীবময় তুমি ওঠো মেতে
—জানি সে-ভঙ্গিকে।
বানর, বানরী
প্রত্যাশার লগ্নে দূর কী বুঝেছি, সহচরী,
নরহীন শস্যহীন রাস্তাহীন মাটি
তবু সে অদৃশ্য পথে হাঁটি'

বাঁচা-মরা আয়ুকাল কবে শুরু হয়েছে সকালে—
শাদা বলদের জোড়া মেঘদল চষে
আকাশ যেমন, কালে-কালে
শূন্যের নিকষে
ফোটে বর্ষা রোদ, জন্মে গুল্ম পত্রজালে
বনতল পুষ্পে পঙ্কে কুঞ্চিত অগণ্য জন্তু কীট,
শামুকে অঙ্কুরে শুক্রে অনাগত প্রাণের কিরীট
ধরে যৌন জৈব ধন—
হাড়ে মাংসে মনোময় ক্রমিকের বিস্তীর্ণ চেতন।
তুমি এরই মধ্যে আনো শিশুকান্না, মাতৃস্নেহরস,
হে মর্কটী, বাহু ঘেরে দাও মুগ্ধ অমৃত পরশ—
ডালে-ডালে আমি ঘুরি, খুঁজি ঘর, পশুর দুরাশা
অন্ধবহা দীপ শুধু, পাঁজরা-পোড়া অগ্নি, নর-তেজে
কবে সেই প্রদাহের ভাষা
স্নিগ্ধ হবে দু-জনার সংসারে ঘরের ঘণ্টা বেজে॥"

শাখামৃগী :

"বানরী তোমার, তবু গ'ড়ে তোলো অর্ধনারীশ্বরী।
তুমি হবে ঢাকমুখ হনুমান
তারি শিষ্য, রাবণের অরি
পর্বতপ্রমাণ;
নতুন অধ্যায়
অযোধ্যায়;
হঠাৎ দণ্ডকবনে হানে বিঘ্ন প্রলয়-আঁধারে—
তার পরে কোথা হ'তে হনু-মহাবীর,
প্রবল হুংকারে,
সীতা সাধ্বী লক্ষ্মী তাঁকে বাঁচাবে লঙ্কায় লম্ফ দিয়ে,
বানর-সৈন্যেরা যাবে দলে-দলে সঙ্গ নিয়ে,
রঘুপতি পদে শেষে নতশির;

নরোত্তম নরোদ্ভব সেই দিন
নর নারী বানর বানরী
আদিম প্রাচীন
যুক্ত হবো নবজন্মে, সে-স্থিতির ছবি
তাই আজই দেখি বুকে ; অপ্রাকৃত মধু
পেয়েছি দু-জনে বনে মহুয়া সন্ধ্যায়,
আসন্ন নন্দিত
তোমার দৃষ্টিতে জানে এ-বানরী-বধূ
শৈবভাব বিল্বপত্রে, বৈষ্ণবী জাহ্নবী—
শুনি ভবিষ্যের হাওয়া ব'য়ে যায়,
বসন্তের নামাবলী মৌমাছি-বন্দিত।
ভয়াকুল প্রাণে-প্রাণে ক্ষুধা শঙ্কা, তারো বেশি
আগামীর তৃপ্তি ঢেকে রাখে
কদ্বেল কাঁঠাল জাম জলাবর্ষা ঝিল্লিডাকে

লাফে-লাফে চলো যাই প্রাণতীর্থে মন্দিরে কানাচে
—যাত্রীরা বুঝবে না শুধু চাল-কলা দেবে ঠোঙা জুড়ে
দুটো বানরের দিকে দয়ার প্রসাদ ছুঁড়ে—
বুনো শিশু দু-জনার দূরাগত শোনে ঐ গাছে
আদি বাল্মীকির কথা, কৃত্তিবাস যে-কাহিনী ভনে—
ঠাঁই যেন পাই সবে ত্রাণ সেই বিশ্বরামায়ণে॥

নাচঘরে

পুরোনো পশমিনা মুখ আঠারোর করুণায়
অলিভ-লাবণ্য রঙ, ঝর্না চুল,
হ'তে পারতো কিয়োটোর, মৃদু সাহসিকা,

আভিজাত্য সহজ শিল্পিত
প্রত্যেক ছুঁচের রিপু বাক্যে বেশে গাঁথা
পুরুষানুক্রমে,
কটাক্ষের কালো দ্যুতি সাক্ষ্য দেয় যুগান্তের
ভ্রমরিত, মার্কিনেরি—
(পশ্চিম প্রশান্ত তীর থেকে।)
সঙ্গে নীল জীন্-পরা শক্ত যুবা
মেক্সিকো-মূরিস্-স্পেন ? টেক্সাসের,—
ঘনদৃষ্টি সহাস্য উদার,
নিয়ে চলে সঙ্গিনীকে বহুমূল্য রত্নমালা
নৃত্যঘরে ;
ছাত্র ওরা অকিঞ্চন, যৌবনরাজ্যের ধনী,
আগ্রহের কণ্ঠস্বর,
হীরের বিদ্যুৎ ঠেকে দু-জনের চোখের যাত্রায় ॥

রবিবার

কোনো ধর্ম-ঘরে ওরা যায়নি, নিভৃতে
বাসন্তী নিভৃতে
চেয়ে আছে আড়-দৃষ্টি সুপুরিবাগানে
আলোর বাগানে
খঞ্জ মানুষ ঐ বেহালা বাজায়—
ডোবানো বোধের সুধা ওরা বুঝি পায়
নিবিষ্ট জলের তলে তুমুল ইঙ্গিতে ;
শুধুই প্রত্যাশা-খোলা চোখে-চোখে জানে
দু-জনায় জানে,
চেয়ে-চিন্তে কল্পনায় ধরে বিশ্বরূপ

—সে-ধর্মে কোথায় চাবি, হারানো কুলুপ-

দেখা-বিস্তি খেলে তারা চায় না তুরুপ ॥

বিচিত্র সংসার

(বিদেশী)

"যেখানে ছিলে না কখনো

সেই ঘরে

দিনে-দিনে ক্ষুধার অক্ষরে

মানে নেই কোনো

চেয়েছি তোমায় বুকে ভ'রে।

কত বছরের পরে এসে

দেয়ালের ডোরা-নকশা ফুল-নীল

পুরোনো সুবাস-শিশি রকে

একার সে-ঘরে পাই শূন্যে মিল ;

আলমারিতে কিছু অন্য বই,

কিছু স'রে-যাওয়া আর ঠিক একই মেশে

চেনার পলকে।

হঠাৎ চেয়ারে ব'সে তবু তৃপ্তি পাই—

এই চিঠি রেখে যাই।"

(বিদেশিনী)

"ও-ঘরে যাইনি আমি, দূরত্বের

স্রোত আর সময়ের খেয়াপার

হ'লো সে চক্ষের জলে, এ-মন শরীর

তোমারি আপন ছিলো, আছে,—দৃষ্টি-ঘের

পায়নি প্রত্যেক দিন রান্নাঘরে, টেবিলে তোমার

পাশে এসে বই-পড়া, দূরে চাওয়া স্থির
সান্নিধ্যের, তবু জপে জেনেছি সংসার।
তুমি চ'লে গেছো আজ পেয়েছি তোমার শেষ লেখা,
যে-ঘরে কেউই নেই তার বন্ধে দু-জনের দেখা॥"

(প্রতিবেশী)

"একক পাহাড়তলি, রঙা শূন্য মেঘে গাঁথা,
দুপুর নিবিড়,
পাড়ার শিশুর ভিড়
আইসক্রীম-গাড়ি ঘিরে খুশি হাত-পাতা,
হাওয়ায় পিয়ানো-ধ্বনি, ফুলের আবির :
এই পরিবেশ ছিলো সেদিনেও বসন্তবেলার—
যে-ঘরে মেলেনি ওরা, তারি ঐ দেখো খোলা দ্বার॥"

দূরে-ফেরার দিন

সেখানে সে ভোর-লাগা আকণ্ঠ সবুজ ভর্তি গ্রামে
সম্পূর্ণ আপন তবু অচেনাব বাঁকে
তৃপ্তি-নদী তীরে থাকে ,
বাংলাব হাওয়ায় আগমনী
পুজোর আগেই শোনো কালাংড়া সানাইয়ে তারি ধ্বনি—
আশ্বিনের চুলে তার সুরমাল্য সোনায় পরানো,
ভ্রূ-রেখায় নত চোখে লাবণ্য ঝরানো,
কারুণ্যে কাজল দৃষ্টিমণি।
অচিহ্ন অবনী-পারে অন্তর্লীন
যে-মুহূর্তে তার কাছে আসি,
ঘরে-ফেরা দিন

দূর-দূর কোটি স্তর

দূর-দূরান্তর

অসংখ্যের দিন-সংঘে হারায় দিগন্তে পরবাসী ;

মূর্তি তার অশ্রুমেঘে

পল্লীপথে বুকে জেগে

প্লেনের কম্পিত ছায়াপটে

গঙ্গার দেউল আঁকা তটে

এ-জন্মের শেষ চাওয়া ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নিয়ে চ'লে যায়,-

এক বেষ্টনীর নীল সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটায় ॥

ঐকান্তিক

কত মানুষের ব্যথা পুঞ্জ হ'য়ে মেঘে

আকাশে ঘনায় উদ্বেগে।

গ্রামান্তের রুদ্ধ বুকে কার কাঁদা,

মর্মান্তিক মৃত্যু-বাধা,

জলে ঝড়ে ডোবে নৌকো কত,

অনশন মাঠে আর্ত লক্ষ শত ;

তার পরে মেঘ উড়ে যায়,

শ্রাবণ-বর্ষণ-রাত যেমন পোহায়।

ফিরে রোদ নামে বাংলা গ্রামে,

নতুন শিশুর প্রাণ, নববধূ জাগে এ-সংগ্রামে ;

কারো ধান হয়,

কারো অতিক্রান্ত শোকে মুছে যায় পুরোনো সময়।

কর্মের কঠিন দিন ভরে,

আবার জীবন চলে ঘরে-ঘরে।

তবু সামনে ক্ষুদ্র খেয়াঘাটে
দূরে কে দরিদ্রা মেয়ে, ঘরনী সে, ভাগ্যের ললাটে
একদৃষ্টে কাকে খোঁজে, গাছের গুঁড়িতে হাত রেখে,
কে যেন আসবে ফিরে, আশাহীনা চেয়ে দেখে—
তখন আবার ধীরে চলন্ত স্টীমার থেকে ভাবি
জ্বালাবে একাকী দীপ নিত্য সে কি অন্ধকারে নাবি'—
তারি শিখা মহাসূর্যবিশ্বের গগনে
স্রোতে-ভাসা সৃষ্টিলোকে কেউ কি নেবে না নিজ মনে ॥

তাজমহলের সন্ধ্যা

বিরহের দূরাকাশে হৃদয়-পাথরে গড়া শুভ্র শূন্য স্মৃতির মন্দিরে
অগণ্য যাত্রীর পথে শেষপ্রান্তে আসি একা প্রেমতীর্থে যমুনার তীরে।
জনে-জনে ব'হে আনি নিরালা ধেয়ান বুকে পৃথিবীর মৃত্যুর গভীরে ॥

সারি-সারি স্তব্ধ গাছ, প্রসন্ন তোরণ পারে থামি এসে বিরল ব্যথায়,
অনন্ত হৃদয় সাক্ষ্য মহাকাল চিত্রার্পিত তন্ময়ের মূর্তি লাগে গায়,
স্বপ্নের খচিত কাজ নম্র প্রস্তরের ছোঁওয়া জেগে ওঠে মৃত্যুহীনতায় ॥

আশ্চর্য পাথর-ঘরে চকিত প্রভায় মৌন চৈতন্যের ঐকান্তিক ক্ষণে
মনে হয় স্মৃতিদেহ প্রেমের শরীরে আজো তপ্ত এই ঘনিষ্ঠ লগনে—
চিনি যাকে দেহে মনে জন্মে-জন্মে সাথী সেই মৃদু কথা বলে আভাসনে ॥

বলে, "তুমি চেয়ে দেখো, ইশারার চার চূড়া শূন্যের প্রহরী ওরা বাণী,
উদাসীন নয় ওরা, তোমার আমার মতো যুগ্মতার রহস্যের ধ্যানী,
যারা আসে যায়া যায় পৃথিবীতে শিল্প তারি গোপন ব্যথার অনুজ্ঞানী।

"মোছো জল, আছি আমি, মৃত্যুপারে তোমারি সে, বাঁচার সুন্দর কাজে তুমি
যতদিন আলো আছে প্রকাশের বন্দনায় প্রাণ দিয়ো মিলনে কুসুমি—
অজানা ক্ষণিক কত তাজমহলের কীর্তি ধরার ধূলিকে র'ক চুমি।

"সংসারে করুণা দিয়ো, ত্যাগের মধুর বীর্য বহুর কল্যাণ ফুল-ফল
মুক্ত বেদনার দানে সর্বলোক নিবেদিত গড়া হোক সহস্র মহল,
মানুষের আয়ু দিয়ে যুগে-যুগে উর্ধ্বগামী সেই তো স্থাপত্য সৌধাচল।

"তার পরে চ'লে এসো। ঝলমল অদেহের নীল সূক্ষ্ম অন্যলোক হ'তে
প্রাণপৃথিবীতে ফিরে চাবো দোঁহে মুগ্ধ সত্তা, স্মৃতিভরা চাঁদের আলোতে,
যেখানে মিলেছি সেই পুণ্যধূলি ধরণীর যৌবনের অনন্তের স্রোতে॥"

পাথরের রচা মূর্তি তারি 'পরে বৈরাগ্যের উজ্জ্বল রঞ্জন ফোটে রোদে,
সোনার প্রতিমা মেঘে সূর্যাস্ত রাঙায় তাকে, নক্ষত্র মিনার জ্বলে বোধে,
মানুষের কল্পনাকে প্রকৃতি ঐশ্বর্য দিয়ে আনন্দের নিত্যঋণ শোধে॥

তাজমহলের সন্ধ্যা। বিরহ-মিলনে আঁকা গোধূলিতে একা যাত্রী আসি,
প্রান্ত বাগানের ঘাসে পার হই ধরণীর অজস্র বসন্ত পুষ্পরাশি;
অশ্রুর ভাস্কর্যে ঘেরা একটি নিবিষ্ট লগ্নে শুনি শেষ তারি মুগ্ধ বাঁশি॥

লাগে যমুনার হাওয়া, ওগো হাওয়া রূপহীন, তুমিও রূপের স্পর্শ বও
চিরবেদনার বিশ্বে সৃষ্টির অদৃশ্যে তুমি চন্দ্রার মিলনে কথা কও;
তাজমহলের ঘাটে হবো রাত্রি খেয়াপার, তুমি আজ তারি কাছে লও॥

যুক্তি

ফুটছে
প্রাচীন ফুল
তোমার মনের তলে আনমনা

তুমি সন্ধান জানো না
অরণ্য অত্যন্ত ব্যাকুল
হ'য়ে উঠছে

নিজেকে ডেকে শুনছি দূর থেকে
আওয়াজ এনেছে কে
ফোন তুলে শুনি চেনা স্বর
যেন উত্তর
এক-একদিন রঙিন প্রত্যয়
সবই জুড়ে গিয়ে এক হয়
ঘুমে কথা শোনা হল্‌দে বসন্ত
শার্ট ইস্ত্রি-করা টাইপ শব্দ চড়ুইয়ের উৎপাত
প্রত্যেকটাই যুক্ত পদপাত
হসন্ত
কন্‌ফিউসিয়াস্‌ থেকে সুপারমার্কেট
প্রতিমুহূর্ত প্রত্যহ
বার্তাবহ
নিঃসীম বুকের কেন্দ্রে ঐ নীল বিদ্যুৎ জেট্‌ ॥

আশাবরী

আরো যদি শূন্য থাকে
আলো হারানোর
নীলতর
নিরঞ্জন
শূন্য ঘন
আরো পারানোর

যাবো

সেই বাঁকে

অগণ্য মৃত্যুর পারে থরথর

আরো উঠে শূন্য দিনে

পথ চিনে

শেষে ফিরে পাবো

পৃথিবীর ভিজে দিনে

সিঁড়ির অশব্দে ওঠা

বর্ষার ঝর্ঝর শব্দ ঢাকা

সেই একদিন ফিরে

বাহিরে বর্ষার শব্দ চিরে

দরজার ধারে দেখি রাখা

আস্তে আনা খবরকাগজ

দুধের বোতল রুটি

স্বপ্নে আরো উঠি

ভিজে ভোরে অন্ধকার চিলেকোঠা

প্রত্যুষ দরজা সুপ্তিপারে

নিস্তব্ধ কোমল অন্ধকারে

পৃথিবীর ভিজে দিনে

সেও চেয়ে একা ভোরে খড়খড়ি খোলা

পর্দা তোলা

পৃথিবীর ঘন বর্ষা দিনে

গায়ে রাত্রিবাস চটি পায়ে

জানালার ধারে স্থির ভোরে জাগা

একা অন্ধকারে বৃষ্টিলাগা

মেঘ-গাঢ় দু-জনার বৃষ্টিপড়া দিনে

অজানা কাছের বন্ধ দরজার পারে

দুই ধারে

বর্ষণ কুয়াশা বর্ণধূমে
সিঁড়ি চিনে
যুগে-যুগে নামা একা ঝোড়ো বায়ে
ভিজে পথ চেনা
একটিও বেড়াল জানে না
পাড়া প্রতিবেশী
বর্ষার ঝর্ঝর ঘুমে
পৃথিবীর মগ্ন দিনে

নিরুদ্দেশী
বর্ষা ভিজে রাস্তা সেই
ভিজে মোড়ে কিছুই আনে না
উইন্‌টন্‌ প্লেসে যাবো ট্রেনে
বর্ষা নামে অন্ধকার হেনে
শূন্যে ট্রেন নেই ॥

ভোর

সংজ্ঞাহীন রাত্রে জেগে উঠে
যাবো দেশান্তর।
এখনো রাস্তার শব্দ নেই,
বাড়ির পাশের গাছে পাখি স্তব্ধ,
ধূম্র-লাগা কালো কাল
রঞ্জিত নিশান্তবাঙা।
চোখে সম্মোহন, অর্ধঘুমে-জাগা মন চেয়ে থাকে
চাঁদের উষার মেশা মূর্ছিত প্রভায় ॥

এইক্ষণে জাগবার আয়োজন নিয়ে
ঘুমিয়েছিলেম—
স্বপ্নের গভীর ছিঁড়ে চৈতন্তের ধ্বনি
বেজে ওঠে, ওঠো ওঠো,
উঠে দেখি
পৃথিবী আবিল ঘোর।
কেন কোনখানে যাবো রাতে
ভুলে গেছি ; রয়েছে উদ্বেগ।
অস্পষ্ট আকুল বুকে চিত্রার্পিত চেয়ে দেখি
জীবনসঙ্গিনী শুয়ে আছে
অসীম নির্ভর।
শয্যাপাশে,
টেবিলের পাত্রে ম্লান ফুল ;
দেয়ালে ঝাপসা ছবি, গাঢ় কাচ ;
সারি-সারি বই।
নিত্য চেনা নিভৃত ঘরের মর্মে তবু
ধীরে-ধীরে ব্যাপ্ত হয়
অন্য মুহূর্তের একটি নিঃশব্দ নতুন প্রতিবেশ।
পরিচিত ঘর দূর ছলছল ছায়ায় দাঁড়ায় ;
অমোঘ পথের দাগ নিয়ে
ছায়া-অচেনার বিশ্ব ফোটে স্পষ্টতর ॥

ভরা-মুহূর্তের পারে আড়-চোখে এ-জীবনে
সেই ছায়াবিশ্বতট দেখেছি, যেমন-দিঘির
নিটোল জলের প্রান্তে তাল-গাছ-ঘেরা দূর।
ভুলেছি ; আবার যেতে দুপুরের ভিড়ে
ছুঁয়ে গেছে অবারিত আকাশ সীমানা-হারা ভাব,
প্রাণ-শরীরের কোষে নীলময় বাঁশির বেদনা।
সর্বহীন বুভুক্ষুর শ্রান্তিশয্যা পথপাশে দেখে
তীব্র পারে সংসারের

বিদ্যুৎ নেমেছে, তারি বিদীর্ণ আলোয়
গলির দোকানগুলো অলীক হয়েছে ব্যর্থতায় ;
আহত সমাজ ছিঁড়ে
সত্তার প্রচণ্ড দাবি ঘণ্টা নেড়ে ডাকে দিকে-দিকে :
পৃথিবীতে আলো-জ্বলা দৃষ্টি আছে অদৃশ্যের চোখে।
যাকে ভালোবাসি তার নির্ঝরিত চুলে,
বাঁকা ঘাড়ে, অচেনা বিধুর জ্যোৎস্না প'ড়ে
কত বৎসরের চেনা ছবির মতন
আমায় নূতনপ্রার্থী করে আকাঙ্ক্ষায়।
আরো তাকে চাই
যেমন আদিম চাওয়া চেয়েছিলো উর্বশীকে পুরূরবা
স্বচ্ছ কল্পকামনার উৎসজল অন্তঃশীলা
নিরন্ত উচ্ছল হ'য়ে স্মৃতির যেটুকু ভার দেয় মুছে ;
মনে থাকে বেদনার আনন্দমুগ্ধতা।
ক্রন্দসী পরায় তার মালা নিজ হাতে
বিশ্বের অশ্রুতে ধোওয়া শুভ্র ফুল-হার।
—এও সেই সরোবর-তটে।
পৃথিবীতে যত দিন আছি
দেখেছি সংসারে সেই অন্য পথ, অন্য আভা
মিশে আছে মুহূর্তে-মুহূর্তে দিনে গাঁথা।
জ্যোতিস্পর্শ সেই বোধ, বিলীন দিগন্ত দিয়ে গড়া
সূক্ষ্মরুচি উন্মন আবেগ
হবে আজ একমাত্র পথ বিশ্বহীন ?
প্রত্যহের সূর্য প্রাণ
চেনা মুখে ফিরে তাকাবে না,
গুণ্ঠন আড়ালে ধীরে চ'লে যাবে ধরণীর পরিচিতা,
ভোরের আঁধারে জেগে ভাবি ॥

যা ছিলো প্রত্যক্ষ মধুর,
স্বপ্নান্তের ধ্বনি নিয়ে চলে

বস্তহারা ধ্রুব মোহানায়।
জীবনের সব কথা একটি শ্রুতির হয় রেখা,
সারিগানে শোনো ঐ দূর নৌকো-জলে তার ধুয়ো ;
জোনাকি-ঝিল্লিতে কাঁপা প্রখর চাঁদের অগ্নিরাতে
যেমন তারার কথা অদৃশ্য শোনায় পত্রজাল।
এই ঘর, এই চেনা মুখ, এই মাটির আকাশ
দ্বার-খোলা প্রদোষের পথে
মিশে গিয়ে এখনো দাঁড়ায়,
গন্ধরাজের গন্ধ গলির হাওয়ায় যেন জাগা
বসন্তফাল্গুনী কত পুষ্পদেহ নিঃসৃত সুবাসে।
এ-মুহূর্তে দেখে চলি পাশাপাশি
দু-জগৎ
ছলছল দিঘি, দুই পারে ;
কান্নাভরা আলোভরা ছায়ায় মধুর মধ্যজলে
হঠাৎ নামবে কি শেষে ভোর-ভাঙা কোটি মুকুটের দিনমণি-
বিভিন্নের অন্ধকার শেষ হ'য়ে
জেনে যাবো এখানেই সব ছবি একই প্রাণচ্ছবি
একটি চৈতন্য সূর্যোদয়ে॥

সন্ন্যাসীর মৃত্যু

(স্বামী অখিলানন্দের মৃত্যু স্মরণে)

ক্লান্ত দেহে গেরুয়া খদর টেনে নিয়ে
বলে, শুই।
আকাশ প্রত্যক্ষ শান্ত হ'লো,
গৃহদীপ মুখে তার, দৃষ্টি দূরে ;

কণ্ঠে শ্বাস মৃদুতর—
অগাধ চৈতন্যে ডোবে জীবসন্ধ্যা, রাত্রিভোর—
প্রাণের বিস্তৃত জানা পর্দাটানা অন্য কিনারায় ;
তার মৃত্যু হ'লো।
বাহিরে সমস্ত নত, চোখ মেলে স্তব্ধ এরা ঘরে
মাথা নিচু ক'রে চেয়ে থাকে
সমাপ্তির সন্ন্যাসী শয্যায়।

পৃথিবীর যোগী চ'লে গেছে,
অতখানি আলো ছিলো হাসিতে কথায় যার এতদিন,
সেই আলো-পথে তাকে খুঁজি ;
শূন্য এরই মধ্যে ঘিরে আসে
খদ্দর-চাদরে-ঢাকা চেনা সৌম্য প্রিয় রিক্ত দেহে ॥

সাক্ষী

প্রক্ষালন ধাপে-ধাপে, দেখো ধুয়ে রেখেছি পাথর।
শীত-ভোরে
নিড়িয়েছি জমানো তুষার।
মার্বেলে রাঙানো আভা প্রত্যূষ অঙ্গনে
হেঁটে যেয়ো, নিরঞ্জন,
সাক্ষীর শেষের ক্ষণ পূর্ণ হ'লো।
নীল অবসানে নতি রাখি পথিকের ॥

একটি দিন-রাত্রির আখ্যানে
দেখেছি, মৃত্যুর পারে দুই সমুদ্রের
তীর্থপদে আশ্চর্য মানুষ—

আকস্মিক জীবনীবেষ্টনে।
রবার্ট ফ্রস্টের হাস্য, উদার নিপুণ
রেখাঙ্কিত কপালের ভুরুর মহিমা
শাদা উঁচু চুলকে ছুঁয়েছে,
কাব্যের ইঙ্গিত নৃত্য চোখে,—
সব শান্ত আরোগ্যভবনে।
সেবাগ্রামে শূন্যঘর ; শান্তিনিকেতন,
দিব্যদৃষ্টি অদর্শন ;—এ-তিন মানুষ
আর নেই। পোপ্ জন্ মুমূর্ষু শয্যায়
গরিব আত্মীয়, ধনী, অশ্রুভরা বিশ্ববাসী
একই পরিবারে বেঁধে গেলেন অন্তিমে
সর্বধর্মে শ্রদ্ধান্বিত মহাপ্রাণ।
সেই রোমে চেনা ধুলো, পপ্লার ছায়াপথ কাঁপে ;
মার্কিন শূন্যের দূরে চেয়ে আছি॥

এবারের সিঁড়ি-ধোয়া শেষে
তোমার উদ্দেশ বুকে নিয়ে
চলি তবে মন্দির প্রকোষ্ঠ ফেলে রেখে
অমরণ আয়ু-সূর্যপারে :
কোথা পাবো পৃথিবীর বৃন্তে-ফোটা এ-জীবন,
কোন সেবাঘরে তীর্থ হবে॥

শোয়াইট্জরের মহাপ্রয়াণে

সমুজ্জ্বল
সেই চৈতন্যের ব্যাপ্তি দৃষ্টির অতীত আজ অস্তগত,
অন্যতর শুভ্রলোকে কোথায় উদয় তার এই ক্ষণে
আমরা জানি না।

পশ্চিম আফ্রিকা তীরে, ধরণীর বহু জনালয়ে
সংসারে যারা আছি বেঁচে
এই চ'লে-যাওয়া পথে যেতে-যেতে
চিনেছি প্রসন্ন নাম,
শুনেছি প্রত্যহ ইতিহাসে
নিত্যযোগী
মহাকর্মী আয়ুষ্মান্ চারিত্রের ভাষা।
ভয়ংকর যুগে তাঁর বুদ্ধসম কারুণ্যের দান
র'য়ে গেলো আর্তত্রাণে, শোকে আলোকের রেখা
ভাগ্যের আয়তি।
একটি মানুষ সেই
কতখানি ; কত হাস্য, স্নিগ্ধ বাক্য, কত চিন্তা, প্রেম
বীর্য গাঁথা ছিলো দীর্ঘ দেহে, শুভ মনে ;
গাবোন্-এর জর্জরিত আহত জীবনে
সেই জীবনের সাক্ষ্য হ'লো অন্তহীন নবপ্রাণ,
অলক্ষ্য প্রবাহে
অগোয়ের স্মৃতিজলে শুশ্রূষার ধারা ॥

প্রবাসী বাঙালি আমি ক্ষুব্ধ দূরে ব'সে
হঠাৎ ভোরের রোদে দেখি দিন অশ্রু-ঢাকা—
প্রয়াণী গেছেন রাত্রে, বিশ্ববাসী
পরম-আত্মীয়হারা—
—কে চায় হারাতে প্রিয় অমন মানুষ ঘর থেকে।

তবু ফিরে যেতে হবে প্রাণরণে,
পিতৃঋণ শোধ ক'রে যুগে-যুগে
যেখানে পুণ্যের বীজ, চারা, চষা মাটি
সর্বদাহে তবু জয়ী, যে-সংগ্রামে
পাপের ত্রিশূলধারী আক্রমণ দগ্ধ ভস্ম হ'য়ে

দেশে-দেশে নরত্বের শিঙা বাজে চরম দুর্যোগে।

অতীত আহবে

এই মহাবীর তাঁরো দীক্ষা বুকে নিয়ে

উড়বে চূড়ান্ত ধ্বজা ভারতের মঙ্গল শিবিরে॥

২

লিরিক-কণিকা

বা স না

সেই বহুদিন

বৃন্তহীন

স্পর্শ যার নেই

শ্রুতি-ভার নেই

স্বর্ণ অবস্থিতি

পাতাঝরা প্রীতি

অবসান পুষ্পিত প্রকৃতি॥

দৃ শ্য

দু-কোটি বছর ধ'রে দেখো, আয়না খুলে

মেঘনীল প্যাসিফিক—

ওঠে দুলে

একটি দ্বীপ, একটি পাখি, একটি পথ,

এ-জগৎ

দু-কোটি বছর ছুটি : দেখতে শুধু

জীবনের বালি ধুধু
সূর্য দিক্‌।

লোকালয়,
নতুন সময়।

হারিয়ো না ভিড়ে, এই অপর্যাপ্ত কাল
একটি সকাল॥

হী রে

বুকভাঙা কালো কয়লা তীব্র রাতে
হীরে হও।
ঝড়ের জঙ্গলে মৃত মাটির গহ্বরে লুপ্ত রও।
পরিত্যক্ত যুগশেষে হঠাৎ ভবিষ্য কোন ঘাতে
শাবল কোদাল হাতে
খুঁজে পাবে কারা এই তীক্ষ্ণ টুকরো শুকনো মণি
কবেকার অনাদৃত রঞ্জিত জীবনী ;
হাড়ে-হাড়ে পুড়ে গিয়ে অগ্নিরক্ত শুভ্র রৌদ্র বও :
হীরে হও॥

প রি চ য়

নীলমাথা পাখি হাওয়ার একক
গ্রহপারে ওড়া শূন্য সাধক—
পালকে এখনো দেখি আছে কিনা
পৃথিবী দিনের মাটির কণিকা লীনা,
ঠোঁটের কোনায় মহুয়ার কণা লুকোনো
বাংলা ঘরের সবুজ চিহ্ন কোনো,
নখের তলায় জীবনের ধুলো লাগা—
ঘুম থেকে আলো-জাগা
উড়ে যাও যেই ঘুরে,
ঝঞ্ঝায় ভাঙা নীড় থেকে শেষ দূরে॥

এই ডাঙাই ভালো—

"এক তরীতেই ডুবলে দু-জন
একঘাটে কি উঠবো ?"
শেষ পর্যন্ত

তুর্ক্-ইরানি রাত্তায়

ফরসা চাঁদ্নি হাওয়া দেখো ঝকঝকে
টিপ-পরা চন্দ্রা রাত উঠেছে তন্দ্রাণী—
ঘরহীন মরু নিচে ; কোমল ঝলকে
কাকে ডাকবে ? কোথা তারা মাজন্দারানি ?
আলোয় বুর্খা খোলা সিঁথির অলকে
কে পরাবে মোতি-বিন্দু জ্যোতির পলকে ॥

স্থিতির অতিথি

এখানেও ঘর, সেখানেও।
সমুদ্রের তীরে-তীরে শুধু নয়,
তার চেয়েও
সাবেক বাসা-বাড়িতে কে জায়গা দিলো—
হৃদ্ভূমিতে
মৃৎভূমিতে
সেই হঠাৎ হাওয়া বয়,
—পারাপারের সময়
মনে হয়েছিলো ॥

নিরন্ত

দৃষ্টি-ভুল নয় গো,

অমন যেমন ক'রে চাও
চিরদিন তাই দাও,
দিনের দেখা নিয়ে সিঁদুরের রেখা

মরণ পর্যন্ত থাক—

সানাই বাজলো সন্ধ্যার শাঁখ

সেই দৃষ্টি-বদল

এখনো আমাদের, লোকে বলে বাড়াবাড়ি, মিথ্যে ছল ;

—হেসে তুমি মানলে দৃষ্টি-ভুল—

হায় রে সংসার

ওরা জানে না কোথায় দৃষ্টিমূল ॥

লি রি ক

পরেছো যে কানে ঝলক-দোলানো

হীরে-কাটা ইয়ারিং—

বুকে তারি ধ্বনি পুলক-বোলানো

বাজে ডিং ডং ডিং !

মায়ামুদ্‌গর তত্ত্ব মানিনি

প্রাণ সে তো নয় শুকনো পাণিনি

লট লুট বিধিলিং—

প্রেমে রঙে শুধু একটি কাহিনী,

নয় ঋষি ঋং শৃং—

চমক-তোলানো

বাজে রোদে ডং ডিং ।

হিমালয়ে গিরি ওরা গোনে জানো

দশটা বারোটা শিং—

আমরা দু-জনে এসেছি খুশির

ছুটির দার্জিলিং !

থেমে গেছে ঘড়ি রাতে খড়খড়ি

ঘুমে-ঢাকা টিং টিং—

শৈলশিখরে স্বর্গ-ভোলানো

তোমার হীরের আলোয় খোলানো

জেগে-ওঠা ডং ডিং
—বাজে ডিং ডং ডিং !

গা ন্ধ র্ব

লাল আভার অদ্ভুত ভুবন।
জবা লাল, বান্ধুলি লাল,
রক্তচন্দন
তপ্তকাঞ্চন

জানলায় লাল হাওয়া ঢোকে
আমার রক্ত চেনে ওকে

বেলা রক্তিম সাড়ে-ছ'টায়
আর্দ্র আকাশে রটায়

নীলান্তরাল

স্নিগ্ধ ত্রিদিব ভাস্বরা
হে অপ্সরা, অপ্সরা ॥*

*॰ ৬ যোগেশচন্দ্র রায়ের বৈদিক "অপ্সরা" প্রবন্ধ প'ড়ে

গা ন

ভালোবাসার বদলে আর কী বলো যায় দেয়া,
কেবল ভালোবাসা—
সব-হারানো সব-পারানো ভাষায় ভরা ভাষা
চোখের জলে ভাসা গো
স্বর্গ বেলায় স্বর্গ-দেয়া-নেয়া।

কখন দূরের ছায়া আনে স্বর্ণদিনের সোনা
গগন জুড়ে ভরে ব্যথার কোনা—

গাছের শব্দ মন্ত্র শোনায় গো,
অনেক দুখের আশা, বঁধু, অনেক সুখের আশা—
ভালোবাসার দিনে তখন কতই কাঁদা হাসা—
তাইতে যাওয়া-আসা গো,
চিরদিনের বাসা ॥

প্রত্নতত্ত্ব

কোথায় ফিরে এলে এখন
কোথায় ছিলে এতদিন—
পাথর বলে পাথরকে ;
হীরে সন্ধ্যায় রক্ত পবন
লক্ষ যুগের ছিন্ন গগন
ভ্রষ্ট লগন
উড়ে পড়লো সে-তর্কে।
ঝিঁঝি বাজায় ঝিনিক ঝিন ॥

জোড়া লাগলো জড়ো পাহাড়
প্রাণে কাঁপলো পাঁজরার হাড়,
পাষাণ দেহের হ'লো কী—
শুকনো শিরায় ব্যথার জল
কার জাদুতে জুড়লো তল,
হঠাৎ উছল
উঠলো শিলা ঝলকি ॥

দূর দুরাশা ঘুচলো তবে—
পাথর বলে পাথরকে,

সৃজনে ছিলো একের হাত
ফিরলো তারি প্রলয়ঘাত
প্রণাম করি সে-ঝড়কে
ভিন্ন চেতন হোক ধূলিসাৎ,
দারুণ প্রভাত
সবার দুঃখে জয় হবে ॥

নীলান্ত

কোনোখানে একটু শূন্য রেখো—
পরিপূর্ণ তোমার জীবনে ;
মুহূর্তের একান্ত মন্দিরে
যেখানে নির্জনে
তুমি শুধু নিজে আপনার।
চেনার গভীরে
দূরে র'ক সুন্দর সংসার,
কিছুখন থেকো নিজ মনে।
নিভৃতের সে অনন্ত ঢেকো
গহন সৃষ্টির গড়া ধনে,
অন্তরবাসীকে নিয়ো ডেকে।
কখনো খুলে সে মৌন দ্বার
হয়তো বা তোমার বেদনে
ধ্যানের মিলন যাবো এঁকে।
খুলে প্রাণে মধুর অপার
—একটুকু শূন্য রেখো মনে ॥

যে-কোনো

হ'তে পারতো ঐ ঘর, হ'তে পারতো ঐ
ঘুমানো শিশুকে ছুলিয়ে গানের ঘর—
রাঙা রোদ্দুরে লুটোনো স্নানের ঘরে
খোলা জানলার আকাশে পাহাড়,
নরম সূর্য ;
শুকোচ্ছে জামা বাগানের তারে,
ঝিরি গাছ দোলা হাওয়ায় ছায়ায়-
হ'তে পারতো ঐ
সবই আমার ॥

ছু-চোখ বিভোর ভাবছে পথিকা
যেতে-যেতে তবু সবই তো আমারই—
শীতলপাটিতে ক্ষণ-বিশ্রাম
মধুর ছুপুরে,
আলনার পাশে পাতা-খোলা বই,
ছড়ানো খেলনা,
ভরা-সংসার বুকে নিয়ে পার হওয়া ।
দেশে বহুদেশে ছবি জাগে শুধু ছবি
হ'তে পারতো ঐ,
হ'তে পারতো ঐ ঘর, তিনের সংসার ॥

উজানী

যেটা না-হবার
কোনোদিনই, তার
খোঁজে
যাবে, তবু ও যে

চলে একাকিনী
ফিরে বার-বার।
সেই ট্রেনে চ'ড়ে
ভোলা সে-নামের
বিদেশী গ্রামের
ছিন্ন কাহিনী ;
নেই যার মিল
ছলছল ভোরে—
সেই ড্যাফোডিল ॥

ট্রেন গেছে চ'লে
বেলা সে অতলে,
সে-দেশ কোথায়।
হঠাৎ পবন
তবু সে ক্ষণকে
যদি বা দোলায়,
বলো নেই, নেই
শূন্য যে সেই—
পারো যদি মন,
বোঝাও মনকে ॥

ধুলোর ঘরে

কাকে চাই তা জানি যখন দেখি তোমার মুখ,
যখন তোমার গলার আওয়াজ শুনি
—তোমাকে চাই।
ভরে যখন তোমায় ছুঁয়ে সমস্ত বুক,
কানায়-কানায় হাওয়ায় লাগে বাসন্তী ফাল্গুনী—
তোমাকে পাই ॥

কাকে চাই তা জানি যখন তুমিও চাও
আমাকে এই আলোয় হাওয়ার দুপুরে পাও—
দু-জনে চাই।

ময়ূরকুঞ্জে ময়ূর ডাকে
বাতাবি-ফুল শাদা সৌরভ ফুটিয়ে রাখে—
লেক্‌-এর জলটা ঝিলমিলিয়ে পাগল বাণী
কাকে চাই তা দু-জন জানি ॥

কাকে চাই তা চাওয়ান তিনি সৃষ্টি দিয়ে,
জানান হঠাৎ রোদের বেলা বৃষ্টি দিয়ে।
বোবা দু-জনে ঝাপসা বুকে কান্না-মেশা
কোথায় খুঁজি আরো চাওয়ার অকূল নেশা—
জন্মমৃত্যু দূরের দিকে রইলো প'ড়ে
—দু-জনকে পাই স্বর্গ জাগাই ধুলোর ঘরে ॥

হেলিকপ্টার—দুই পর্ব

সোজা উঁচু উঠে এলোমেলো
তন্মাত্র চাকার ঘোরে
জীবন্মুক্তের ঢঙে ঠিক দ্বিপ্রহরে
নিচুর মাটিতে চায়—
কপ্টারের হঠযোগ ত্রিশঙ্কু পাথায় ;
বলে, "হেলো
একক আমার মোক্ষ, থাকো না তোমরা
অগণ্য আকাশে প্লেন ছড়ানো ভোমরা
খোঁজো যুথ-সফলতা যাত্রীর সংগমে
ভিড়ের কবন্ধ এরোড্রোমে"

অন্য প্লেনরা হাসে, "কৈবল্যের লোভে

উঠেছো খানিক বেশ, যন্ত্র-কুণ্ডলিনী
দুষ্প্রাপ্য আরোহী দর্পে, ওগো বিরলিনী,
যাত্রী ক্রমে বেড়ে যাবে, দেখবে দ্রুত ক্ষোভে
জীবভূতগোষ্ঠী ব'সে আছে প্রতীক্ষায়
ভ্রমণ বাণ্ডিল-ব্যাগ হাতে নিয়ে, হায়,
চাপবে তোমার স্কন্ধে সংসার-চারণ
যতক্ষণ তারাও না পেয়েছে তারণ
ম্যান্‌হ্যাটানের হাটে। মহাপ্রভুদল
আরো আসবে ত্রাণ দিতে হেনে রাষ্ট্রফল—
পুণ্য উঠবে জ'মে
সাইগন-জঙ্গলযুদ্ধে নামাবে বিক্রমে,
রাশি সৈন্য উড়বে পুড়বে, তুরীয় বেহুঁশ
একই দশা যন্ত্রে-মন্ত্রে—গেরিলা-মানুষ ॥

নয়া মন্দির

আমায় বলতে দাও, হে ব্রাহ্মণ, মনে কিছু কোরো না,
তোমার পূজার পুতুল আজ হ'য়ে গেছে পুরোনো ॥

পুতুল-খেলার নেশায় জমালে অস্নেহের সুদ,
যেমন শিখলো মোল্লারা ধর্মের নামে বিরোধ ॥

ক্লান্ত আমি, এড়িয়েছি মন্দির মসজিদের হাতছানি.
ত্যাগ করলাম ধর্মধ্বজকের বক্তৃতা আর কাহিনী ॥

পাথর পুতুলকে যদি তুমি ভাবো সর্বেশ্বর,
মাতৃভূমির প্রতি ধূলিই আমার প্রণম্য অন্তরের ॥

এসো পরস্পরের মধ্যে মিথ্যে পর্দা করি ছিন্ন,
সংযুক্ত করি তাদের যারা কাছে থেকেও অন্য ॥

হৃদয়গ্রাম আজ প্রাণহীন, তুলবো সেখানে নয়া মন্দির,
সব ধর্মচূড়ার চেয়ে উঁচু হবে তার বাহির-অন্দর ॥

ঠেকবে দুনিয়ার এক ধর্ম সেই প্রার্থনায় উর্ধ্বে
প্রেমের দিব্যতায় যা মানুষকে করে প্রবুদ্ধ ॥

প্রেমিকের মন্ত্রে সেই মদিরা যাতে শান্তি পেয়েছে শক্তি,
মিলনের ধর্মে মানুষে-মানুষে জানি মুক্তি ॥

ইকবালের একটি কবিতার অনুকরণে

৩

সর্বনাম

(হেঁয়ালি নাট্য)

প্রথম অঙ্ক

শ্রীনৃসমে যজ্ঞেশ্বর পরামানিক—

সূত্রধার :

ভুরু জোড়া মানিয়েছে, কানাইকে জড়োয়া গয়না, জরির
টুপি : সাজবে গোবিন্দমাণিক্য। রাজকীয়! হরির
গালে দাড়ি লাগাও, হরির কথায় ঢং আছে ত্রিপুরার, কিন্তু
মন্ত্রীর ঠাট কি সোজা ; মিস্টার বাসু, দেখুন না, মিণ্টু
যথেষ্ট রঘুপতি কিনা, ব্রাহ্মণের বক্র দৃঢ়তার জন্যে পাউডার
কতটা লাগবে ঠোঁটের কোণে, শিখায় কি পমেটম দেবো ? ঐ ব্রাদার

সরোজিনীকান্ত এলেন, বেশ, বেশ, নামবেন অপর্ণা, সেই ভিখারিনীর পার্টে,
জমবে বিসর্জন। মনে তো হচ্ছে। প্রসন্ন গুঁই কম নন আর্টে—
যাত্রাদল সাজিয়ে মজবুত—দাও ছুটো ছেঁড়া পাতা, রঙিন কাগজ
দিব্যি বেণুকুঞ্জে ভ্রমণ চলবে দু-ঘণ্টায়, সেদিন ছ-গজ
সালু দিয়ে বানালেন চন্দ্রাতপ : উঃ, কোত্থেকে
কী চলছে সারাদিন রেলোয়ে ক্লাবে, এ-পাড়া ও-পাড়া হ'তে ডেকে
পনেরো সন্ধ্যায় আমাদের যেমন-তেমন সৃষ্টি।

নাট্য শুরু।

হরিসাধন বসু : (সব শুদ্ধ ড্রপ-সীনের সামনে) পড়ুক করুণ দৃষ্টি
কারুকাজে তৈরি আমাদের সম্মিলিত আয়োজনে,
দেখুন, আপনারা ক-জনে।

বিসর্জন নাটক হ'য়ে গেলো।
কবির পালা মন্ত্রের
মতো
সৃষ্টিচরিত্র বিবিধ তন্ত্রের
কত
স্রোতে এক স্রোত ব'য়ে গেলো ॥

কলেজের ছাত্র অনিলবরন, নোটবুক হাতে,
মন্তব্য :

এখনো সেই ভ্রাতৃহত্যার ধারা
পুরো চলেছে এই ধরায়,
তবুও তো প্রাণ দিলো যারা
ফিরে মুখে চায়।
কবির দেখা সত্যি কি ফলবে ?
বলির বিসর্জন, অধর্মের কারা
টলবে ?

নেপথ্যে কোরাস
রূপ-সনাতনের ঐকতান বাদ্য সহ :

কে কী সাজলো, আসল তারা কে,
কেন সাজছে,
নাম-পাত্র-নেমন্তন্ন শেষে বার-বার
এমনধারা কে
কোন নতুন আয়োজনে আর বার
বাসন মাজছে ?
কিসের কারবার ?

জয়ন্তী ও সংহিতা, বটানি-ক্লাসের দুই ছাত্রীর প্রবেশ—

জয়ন্তী : জয়সিংহ, তোমার প্রাণের দাম আমরা জানি,
(যদিও তোমাকে জানি না।)

সংহিতা : শিকারি ধনিক, ধর্মের বণিক, তোমরা হননের সন্ধানী—
(মরলেও তোমাদের মানি না।)

নেপথ্যে কোরাস্ :

তোমরা যে-কেউ হও
হন্তা, যে-কোনো দেশী,
ভাবছো যা, তা কেউ নও।
যাত্রা চলেছে ; দেখো আরো বেশি ॥

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দ :

"ওমা, দেখ্ দেখ্, সেই লম্বা বাবুটি, স্টেজের বরকন্দাজ,
সেই যে করছিলো সঙদের মতো কুচকাওয়াজ,
নেমে এসে বসেছে থিয়েটরে।"

"হ্যাঁ, তাই তো ; ঠিক সেই গলার আওয়াজ,
তোর আন্দাজ ঠিক তো রে।"

নেপথ্যে উক্তি
ভারি গলায়ঃ

দুই মানুষ যেন এক,
দেখ্, দেখ্ ॥

এদিকে অ্যাক্টর পরিমল গোস্বামী তাড়াতাড়ি
অন্ধকার সাঁকোর পারে গাছে-ঢাকা বাড়ি
সেই দিকে চলেছেন।
(মুখে নক্ষত্র রায়ের রঙ-মাখা দুর্বলতার চিহ্ন,
ভাবনায় চোখ ক্লিন্ন।)
মালতীকে নিয়ে মা ছায়াচ্ছন্ন ঘরে
রুগিশয্যায় পাখার বাতাস করছেন, মাথা নিচু ক'রে—
"বাবা, তোমার থিয়েটরে আজকের মতো হ'য়ে গেলো কি, করে
মা-র সঙ্গে দেখতে যাবো ?"
"হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে ;
ডাক্তার কী লিখে গেছেন, দেখি এ—"
(অন্ধকারে মাথায় হাত ঠেকিয়ে
শূন্যে চেয়ে রইলেন অ্যাক্টর পরিমল।)

গানের ধুয়ো কোথায় করছে ছলছল—

"কোন পালা এই বেলা শেষে
বিসর্জনের কোন খেলাতে
ভিখারিনীর দিন যে গেলো—"

নেপথ্যে আবৃত্তি :

×) খেলা দুই, শুধু এক নয়। সংসার, অভিনয়, বা যাত্রা
প্রাত্যহিকে মিলে শেষ হয় সংসারযাত্রা ;
তখনো বাকি আরো কোন এক মাত্রা,
তাতে পরিমল গোস্বামী
মর্তের ওপারে তুমি কোন নাটকের আমি ?

× ×) মাইনে সেখানে ৩৭৪৲ টাকাও নয়, তারো অতীত
আয়ুর পাওনা (কেউ জানে না, যমরাজ ব্যতীত) ।
মোট কথা, হরেক পোশাক, নশ্বর রিহার্সাল্, দেহ দেহান্ত
নামের মুখস্থ পাঠ ইত্যাদি সব ক্ষান্ত ॥

বিসর্জনের শেষে রেলোয়ে ক্লাবের প্রতিবেশী বাড়িতে
শিশুর গলার আওয়াজ :

"দাদু, মা আজ কেন খায়নি ?
বলছে কেন খিদে পায়নি ?"

টিকিট প্রোগ্রাম-বিক্রির দল—

× ×) ওদের নাম কী ?
হা-ঘরে দরজার সামনে, তাদের গ্রাম কী ?

× × ×) ছায়ার মতো যারা
তারা কি ভাঙা বাংলার বোন-ভাই ঠাঁই-হারা ?

×) হিন্দু মুসলমান ভাই বোন, তাদের ভিন্ন ক'রে
কে এমন মারলো ক্ষেত জ্বালিয়ে, ঘরবাড়ি ছিন্ন ক'রে ?

এদিকে নাট্যবেশে বেরিয়ে এলেন
ব্রতীন্দ্র মুখার্জি ।
বালক ধ্রুবের পোশাকে যেমন ছিলেন চ'লে গেলেন ।
সামনে অনেকখানি শিবতলা পেরিয়ে মাঠ,
আকাশের তলে তালবন ।
রেল-লাইন দেখা যায় না, রুপোলি চাঁদে কৃষ্ণচূড়ার বাট,
তারি আভায় লাল বন ।

জ্যোৎস্না অন্ধকারে
বাঁশি আর একতারায় ব্রতীন্দ্রের বাড়িতে ব'সে একধারে
একলা বাউলের গান—

কেউ বা আলো কেউ বা আগুন কেউ বা জল
তোদের নাম কী বল ॥
ভুবনডাঙার মানুষ আমি এলেম তোদের অনুগামী
ডাক-নামেতে জানি ডাকার ছল।
ও সামন্ত কানু মধু কাসেম তামিজ নিমাই যদু
আসল নাম কী বল।
কেউ বা মুলো, কেউ বা ধুলো, কেউ বা ফল ॥
যাবো গাঁয়ের পার,
হাটের বেলা শেষ হ'লে ধাই শাঙন নদীর ধার—
তোদের নাম কী বল ?
কেউ বা মাসি পিসি খুড়ো সঙ্গী স্যাঙাৎ মোড়ল বুড়ো
ভুবনডাঙার মেয়ে-ছেলের দল।
সর্ষেক্ষেতে মৌমাছি ফুল নামে-নামে মন ভ্রমাকুল
আসল নাম কী বল ॥

এই গান শূন্যে উঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলী, অদৃশ্য-চিহ্ন,—
বুঝবে না হেঁয়ালি নাটকের পাত্রপাত্রী ভিন্ন ॥

একটি উল্কা আকাশে তারার মতো মিলিয়ে গেলো,
দপ্‌দপ্‌ করছে আকাশ।
দূর ভোরের উত্তরে রাঙা ঠাণ্ডা বাতাস ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

টীকাকারের ভাষ্য :

হাটে কেনাকেনি
তারপর শাক মুলো আধ্‌লা-আনির
এবং দোকানির
কোন চেনাচেনি।
হাট কি হয়নি, আরো চাই ?
(হাটের মালেক কোথা আছে ভাই ?)

ভাষ্যের উপর ভাষ্য :

(বিম্বার্ক, চার্নাক্, উডিলো) (অবুঝ জনের হাস্য)

মর্মান্তিক রহস্যের পথে যারা পথী, যারা রথী,
গন্তব্য-ভ্রমণ শুরু কিছু না জেনেও যারা ব্রতী
প্রণেতা প্রাণের দেহে মর্তমঞ্চে, ছায়াচিত্রে নামে
বাঙালি ভবানীপুরে, মার্কিনি ইয়াংকি স্টেডিয়ামে ;
লণ্ডনে টেম্‌স-এ হোক, গঙ্গার ধারে বা, রাত্রি-দিবা
সাজ-সাজা, বাজনা-বাজা, চলেছে কথার উচ্চগ্রীবা ;
কেরানি, পুরুত, এরা রাষ্ট্রিক, বণিক, বিশ্বক্রেতা
হাস্যহেয়, সাংঘাতিক, বোমার ব্যাপারী, দেশনেতা ;
এদের বিভিন্ন নাম, জামা-জুতো-রঙ পরচুলো
লেগে আছে থিয়েটরি নানা রকমের পূর্বধুলো।
তারি মধ্যে যে-মানুষ অভিনয়ে পটু, তবু জানে
আপন খেয়াল, সে-ই নাটক পেরিয়ে পায় মানে।
তারি মজা দুনিয়ায়, দুঃখেসুখে দুঃখীসুখী তবু
খেলা খেলে অদৃষ্টের, নিজে রয় ম্যানেজরি প্রভু ;
রচনার রস পায় থিয়েটরি ব্যবসায়ে নেমে
এশিয়ায় আফ্রিকায় কাফ্রি-কায়ু পুরুষে ও মেমে ;
জাতি তার ঘোর মিশ্র, গড়েছে মনুষ্যজাতি নানা
রঙ-বেরঙের কাব্যে ভাষার বেসাতি বেঠিকানা।
পালা তবু জ'মে ওঠে উদ্ভট করুণ অম্লমধু,
হঠাৎ পার্টের মধ্যে হাস্য নিয়ে মারা পড়ে যদু।
খেলার মৃত্যু কি মৃত্যু ? সত্যিই মরেছে হার্ট-ফেলে ?
কে জানে, আকাশ স্থির, সে তো থামে সব পার্ট ফেলে ॥

নেপথ্যে কোরাস্ :

সে যেমনই হোক কাব্য,
ঘটে তবু রোজ অভাব্য ;
ড্রিম-ড্রিম বাজে দামামায়—

"পাত্রপাত্রী,
নও ভাগ্যের অন্ধযাত্রী,
তোমাদের পথ কে থামায় ?
চৌচির হবে ক্রুদ্ধমুষ্টি
সাম্প্রদায়িক, কী বলে কুষ্ঠি
বলো তো আমায় ?
সাম্যদৃষ্টি আত্মধর্মে শ্যামায় রামায়
বাঁধবে বীর্যে হন্যতা-হারা ;
করুণার ধারা
বইবে সমান যুগের নাটকে ;
পড়বে পাঠকে ॥"

হঠাৎ এই নূতন ভাষ্যের উত্তরে এলোমেলো
দর্শক ও অভিনেতারা ছুটে এলো
শেষ-হওয়া অথচ চলতি বিসর্জনের নাটক থেকে,

এবং তারই সঙ্গে দলে-দলে আরো কে-কে ॥

সবাই সমস্বরে :

নাট্যকার, বেরিয়ে এসো।

হঠাৎ [illegible] হয়।

তৃতীয় অঙ্ক

"নাট্যকার, তোমাকে চাই।
ভাষ্য নয়, নাট্যও নয়,
সমস্ত দিয়ে
তোমার দিব্যরূপ যেন চোখে দেখতে পাই ॥"

"চতুর্দিকে দাহ-লাগা রাষ্ট্রের ছাই
ছড়ালো, সংসারে তীব্র আঁধি বানিয়ে।"

সকলের প্রত্যাশা। রাত্রি ফরসা হ'য়ে আসে, সকাল হ'তে দেরি কই।

দর্শক, অভিনেতা, রেলোয়ে মেন্‌স্‌ থিয়েটরের স্বয়ং চশমা-পরা ম্যানেজার—সবাই ভাবে কে একজন চুল উস্কো, হাতে কলম, লজ্জিত, উন্নত ললাট—শুভ-দৃষ্টি—কে একজন দেখা দেবে। সব জনতা প্রকাণ্ড বনের পাতা-কাঁপা উৎসুক ঝিরিঝিরি। ঠিক বলা হ'লো না, কেননা অনেক দর্শক এরই মধ্যে ভুলে গেছে, বিড়ি কিনছে, কারো ঘুম বাড়লো, অনেকে ভুবনডাঙার মেয়ে-ছেলের দলের উচ্ছল হাস্যে অন্যমনস্ক। কিন্তু বহুকালের অপেক্ষা। কেউ-কেউ বাড়ি ফিরে যায়। অন্যেরা আরো উৎসুক হয়; সারাজীবন তো বিসর্জন দিয়েই এসেছে, এবার শেষ দর্শনের পালা দর্শকের।

ইতিমধ্যে আধুনিক কবির মন্তব্য:

অলংকৃত বাক্য আর শাদা কথা গেঁথে
ঐ যে খচিত কারু, উজ্জ্বল সংকেতে
হাওয়াকে ধরেছে শিল্পী, নীলের আলোক
ওড়ে সোনা-দিক্‌ভ্রান্ত পাখির পালক;
এই যে বাসনা ব্যথা বাজে সাহানায়
সানাই কম্পিত গলি, চোখ মিলে যায়;
সঙ্গিনী সংসারে লক্ষ্মী; এরি বাণী শোনো,
সুরের সৃজনে বাঁধা, থামে না কখনো;
তুলি নিয়ে চিত্রী বসে, ছবি আঁকে পথে
প্রাণের প্রেমের চলা; বলো কোন মতে
সৃষ্টির বাহিরে স্রষ্টা শূন্য হাতে আসে?
লেখক লেখারই মধ্যে, বাকি কল্পাকাশে।
বকুল ফুলের জাদু বকুল ফুলেই,
নামে-নামে ভুল হয়, সে-ভুলে দুলেই
জানার বৃন্তের মূলে জমে পরিচয়—
কেন মন চায় সৃষ্টি যেটা সৃষ্টি নয়।
বোধের নাটকে ডুবে বোধাতীত বেশি—
ঐ দেখো নিত্যচেনা দূর প্রতিবেশী॥

একজন দর্শক :

তবু ধরো রাত্রিশেষে ব্রড্‌ওয়ের কোটি নিযুত আলোর বাঁধা-পথে, বিজ্ঞাপনের তীব্র ধারে-ধারে, নীল রঙিন রাত্রির পুড়ন্ত দিগন্ত পেরিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ রিভার-সাইড ড্রাইভে থেমেছো। প্রকাণ্ড হাড্‌সন্ নদী। জল সত্যিই জল। আসল গাছ, তারি ছায়া। ছলছল ছবি জাগে— সেই দিঘির ধারে বসেছি পা ডুবিয়ে বাংলা-কথা-বলা গ্রামে, দেশের ছেলে। এমন সময় কে একজন, মার্কিন বা অন্য কোনো দেশী, মার্কিনদেশীই বা হবে, চ'লে গেলো ধীরে-ধীরে, অত্যন্ত চেনা মুখ, যদিও দেখেছি মনে হয় না। চ'লে যাবার অনেক পরে মনে হ'লো টুপি-মাথায় ঐ শান্তদৃষ্টি ভদ্রলোক বোধ হয় নাট্যের নাট্যকার। ফিরে দেখি আর নেই। গলির মোড়ে অদৃশ্য। এরকম বার-বার ঘটেছে, নানাভাবে বহুদেশে, নানা দিনে। একেবারে বুকের মধ্যে হঠাৎ জানা। বিসর্জনের শেষ, তামাম সুধ্—সেই একেবারে হারানোয় পাওয়া।

অন্য আরেকজন দর্শক :

মিরাণ্ডার কাহিনী পড়তে-পড়তে সমুদ্রের দ্বীপে শেক্সপীয়রকে স্পষ্ট দেখেছো—চিত্তের ঢেউ, সমুদ্রের নীল, মানবমনের মুক্তো-প্রবাল, তিক্ত পাপ, দারুণ সূর্যাস্ত, শান্ত দুর্লভ দিন, সবের সঙ্গে ঘটনায় মিলিয়ে, শত বিস্তৃত বিচিত্র কিন্তু এক অবিশ্বাস্য রচয়িতা। সনেটের উত্তাল হৃদ্বেগ যেখানে মানসে আঁট-বাঁধা, কারু-ধৃত, সেইখানে ইংলণ্ডের কবির আত্ম-শরীর বহু মুখর সাংবাদিকের তথ্যের চেয়ে ধ্রুব-বিশিষ্ট, সত্য। রবীন্দ্রনাথ তো এই সেদিন লিখছিলেন, পুরাকালের অথচ আধুনিকের এই কবিকে এখনো ঠিক কেউ চিনি না। দেরি আছে। কিন্তু অক্ষরে-অক্ষরে জ্যোতির্জ্বলিত বাঙালি সেই নদী-খোয়াই-লোকালয়ের নিজস্ব কবি; বহু দেশ দিগন্তের গানে-ভরা মানুষ তাঁকে শুভযোগে হঠাৎ চেনা যায়। বিসর্জন-ধারায় স্নাত আগামী সেই মূর্তি বারে-বারে দেখা দেবে সংসারে চিদ্-শক্তির আগুনে, দিব্য প্রণয়ের অবগাহনে। আরো কত মহা-জ্যোতিষ্ক মানুষের আকাশে নিত্য জ্বলছে, চিত্রী, ধ্যানী, বিজ্ঞানমনস্বী, বীর্যকর্মী। অগণ্য কত সাধারণ মানুষ তারা। অসাধারণ—প্রাত্যহিক সূর্যের মতো। বিশেষ সংযোগে আবির্ভাব ধরা পড়ে কিন্তু আধি-সৃষ্টির অধ্যবসায় মানুষের অনন্ত—ঐ দেখো :

(এক বাড়ির ছাতে বিদ্যুৎফলকে জ্ব'লে উঠলো)

আবার পৃথিবীতে ঝড় ওঠে

এবারে কোনো মহাদেশ বাদ পড়বে না

এর উত্তর কৈ ?

উত্তর ? বাহির থেকে আসবে না। নাট্যের মধ্যেই উদ্ভব, নায়কের একলা বা সমবেত উচ্চারণ, বিসর্জনের তীব্র নতুন অধ্যায়ে সর্বনামবাহিনীর ঐ শোনো পদাবলী।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য : ম্যান্‌হ্যাটানের রাস্তা
(দৈত্যসুন্দর বাড়িগুলো ঝড়ের মুখে
স্থির প্রহরীর মতো)

আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদলের মিছিল :

দেখবো কেমন ক'রে
বারুদ ধোঁয়ায় আকাশ ভরে।
অন্ধ বিসর্জনের শিখায় ঢাকে ত্যাগের আলো,
জাতি-ঘাতের কালো
ছড়ায় সবে মিলে
দুরন্ত নিখিলে ॥

আঁধি ঘনতর। চতুর্দিকে জনতা বিরাট আকাশ-ফিল্মের দিকে তাকিয়ে। দূরে জ্ব'লে উঠলো হ্যানয়-সাইগন। দিগন্তে মানুষের হাহাকার। কাদের কীর্তি। যেমন পুড়েছিলো ঈজিপ্ট, কোরিয়া, তিব্বত। সেদিন সাইপ্রাস, আজ স্থান ডোমিঙ্গো। কংগো, রোডেশিয়া। নামের শেষ নেই। বর্বরতা নামলো শুভ্র হিমালয়ের দরজা ভেঙে।

ছাত্রছাত্রীর দল :

কে সেই কবে দেব-মানবের চরম আত্ম-যাগ
প্রাচীন জুডিয়াকে দিলো চিরদিনের ভাগ,

দেশে-দেশে ধার্মিকেরাও, জানি,
হারায়নি সেই জ্যোতির্বাণী ॥

জনমত আবিল। নেতারা টেলিভিশনে নৈতিক, চোখে কৌটিল্য, মুখে স্বস্তি-বাক্য। অন্যবিধ আয়োজন তাদের পুরো চলেছে। পরিখার অন্য পার থেকে রেডিয়ো—যুদ্ধ, যুদ্ধ, সবার সঙ্গে সব সময়ে যুদ্ধ,—দুর্জয় আওয়াজ, অন্য ভাষায়।

ছাত্রছাত্রীর দল :

যেমন আলো তথাগত জ্বেলেছিলেন আগে
তাপস ভুবন ভারত গগন রাগে ;
তাঁরা সর্বনাম,
পালা তাঁদের সর্ব শহর গ্রাম।
বোধিসত্ত্ব পুণ্যদাহে জাগবো সবাই, তবু
রাস্তা রোধে যুগের প্রভু ॥

একবার শক্তিশালী কণ্ঠ শোনা গেলো, আপস করবো। মনে হয় সত্যি বুঝি। আকাশ-ফিল্মে দূরান্তে দেখা দিলো শীর্ণ, উপবাসী মানুষ ; মুমূর্ষু, দগ্ধদেহ। গুহা গহ্বর, জলা জংলা, পাঁজরা-ভাঙা ঘর থেকে কারা বেরিয়ে এলো। যেন কিছু হবে তার প্রত্যাশায়। হয়তো কেউ বাঁচবে। বুড়োর নিঃশব্দ কান্না, ছোটো ভাই অবুঝ চেয়ে আছে দিদির দিকে, অন্যেরা নেই। কিন্তু জনশ্রুতি ভুল। উক্তি এসেছিলো, আপস করাবো। গায়ের জোরে। পরিখার যোজন-পার থেকে উত্তর এলো, হাঃ হাঃ শব্দ।

জনমত ঘুলিয়ে যায়।

এ কি কৌতুক, না কৌশল।

অন্ধকারে বোঝা যায় না।

ছাত্রছাত্রীর দল :

নতুন ক'রে বাঁচার ভূমি রচেছিলেন যিনি
প্রার্থনা-অঙ্গনে তাঁর নতুন মৃত্যু চিনি,

দিল্লিতে সেই বধের দিনে, হে অহিংস গুরু,
হ'লো কি শেষ বলির পালা, হয়তো হ'লো শুরু
নাট্য জুড়ে তোমায় বিসর্জন,
দেখার সময় পাবে কখন মন ॥

মিছিলের পদশব্দ পাথরে প্রতিধ্বনিত মিলিয়ে গেলো।

ওরাই ফিরে আসবে। পুরোনো রাস্তায় নয়, নতুন ধর্মে। সর্বনামের দল, এদের বহু নাম, বহু দেশ। কিন্তু চিনতে বাধে না দরাজ মার্কিনে, খাঁটি বাংলায়— ভারতে, কোনো যথার্থ স্বদেশে। বুড়ো রাষ্ট্রিকেরা পাপ দিয়ে পাপ লড়ে, ধ্বংসের ব্যাপারী। কিন্তু এদের নব্য বৃত্তি: মানুষের স্বীকৃতি। রোধবার শক্তি, বাঁধবার কল্যাণে। কেউ বাদ পড়ে না। অদ্ভুত মিশ্রধর্মের অঙ্গ অন্ন-বস্ত্র-ওষুধ, চাষ-করা, বই-পড়া ; জাত-না-মানা, ব্রিজ বানানো। বাড়ি পোড়ানো নয়, গৃহদীপ জ্বালা, আগুনকে আলো করা। বীর্যসংঘ।

বিসর্জনের কঠিনতম অধ্যায়। মস্ত মহাদেশের মানচিত্র আশঙ্কিত। দাবানল থামলো না। ছায়া-ফিল্মে পূর্ব-দক্ষিণে ক্রমেই দেখা দিচ্ছে হা-ঘরে অগণ্য লোক। কোথায় যাবে। বেড়া-জালে তাদের ঘিরেছে বিভিন্ন যান্ত্রিক ঘাতকেরা। প্রাচীন ছুরি, নতুন বোমা।

ব্রুকলিনের মানুষটি ডেলি-প্যাসেঞ্জার, ভিড় ঠেলে সাবওয়ের ট্রেনে উঠলো। ঝকঝকে বিশেষ একটি বাক্স-বাড়ির খোপে তার আপিস। আজ দিনটা সুন্দর। হঠাৎ তার খেলায় হ'লো হয়তো দেখো হবে, যারা আসেনি, যাদের ঠেকিয়ে রাখা হ'লো তাদের কারো সঙ্গে।

রূপ-সনাতনের ট্রেন-যাত্রায়, চাকার উদ্ভাংথা স্বরে

থর্‌থর্‌ করে এলম্‌, সবুজ রৌদ্রাভ তাপখানা
চিকন হাওয়ায় মিশে পড়ে এই বইয়ের পাতায়,
ধাক্কা খেতে-খেতে চলি আপিসের ট্রেনের সকালে ;
কেউ কফি খায়, কেউ কাগজ পড়ছে খুঁটে-খুঁটে—
নানাদেশী প্রতিবেশী, তারি মধ্যে কোলে-শিশু উঠে
দাঁড়ালো যাত্রিণী মাতা, শুভ ব্যথা ছোঁয়ানো কপালে

কী ছায়া এনেছে ব'য়ে মাধুরীর দুরান্ত গাথায়,
বাক্সের গায়েতে ছাপ, হোটেলের নামটা অজানা।
নীল-চেরা কাচ বাড়ি এলো উঁচু ঝলমল কাছে
প্রায় সব দেশ আজ যেখানে একটু স্বস্তি যাচে,
(অনাগত বহু আজো, আছে তবু রুষ, স্পেন, ঘানা,
ফিন্-থাই, নানা জাতি, শাদা-কালো-চন্দনী-বাদামি)
খুঁজি মনে মা-শিশুর পরিবেশ প্রথম কোথায়
সমুদ্রের দূর পারে—সাবওয়ের ট্রেন থেকে নামি,
হঠাৎ আত্মীয়-বাঁধা বুঝি কোন মঙ্গোলের ডোর,
প্যাসিফিক দ্বীপে থাকে, হয়তো বা উলান্-বাটোর ॥

হারানো অর্কিড

রাত-জাগা ব্যবসায় ; উচ্চে হেনে তীক্ষ্ণ স্বপ্নচোখ
দ্রুতের জ্যোতির ঝাঁক চিহ্ন-অঙ্কে ঘিরে ধরতে চায়,
ফরাসী যুবক আঁদ্রে,—গুচ্ছ তারা হীরে শূন্যে—একা
ফেলে যায় প্যারিসের নকশা গলি, গ্যাসপোস্ট, ক্রমে
সমস্ত ফ্রান্সের ব্যষ্টি, য়ুরোপ, শেষ চক্ষে তার
ভূলুণ্ঠিত এই ছায়া ধরণীর, চেনার উড়নি
অন্তর্হিত বিন্দু কাঁচে— সীন্ নদী কুয়াশা-দুপুরে
যেমন তলিয়ে থাকে প্রাণজাল ছিন্ন বিঘ্নহীন
প্রগাঢ় অদৃশ্যে হারা ;

গণনার মর্মের সিঁড়িতে
শব্দ ক'রে কে হঠাৎ দূরবীন-ছাতের চাতালে
সোজা উঠে এসে বলে, "আঁদ্রে, আজো স্বচ্ছতার নেশা
ভাঙলো না ভাঙা চাঁদে ? সত্যি বলো কী এনেছি ?" খুলে

সুতো-জরি দেয় তাকে রুপোলি ইঁদুর, মস্ত লেজ
—হাসির লহরে মাপা লেজের বহর— রেনে
ঈষৎ আর্তির স্বরে মিশ্রিত কৌতুক ঢেলে বলে,
"আর না, আজকের মতো শেষ ক'রে নামো, একটু শোবে
ডর্মিটরি-ঘরে গিয়ে, রাত্রের দেয়ালে তুলি টানে
রাঙা শুকনো ভোর ঐ ফ্যাকাশে নির্ঘুম ঘণ্টা বাজা,
জানো না কি?"
রেনে একলা আপন বাড়িতে চ'লে যায়॥
পর হপ্তা লাইব্রেরিতে চশমা-আঁটা আঁদ্রে প্রায় যেই
স্তূপ-বই কেন্দ্রে ঢুকে তন্মাত্র দশায় সন্ধ্যাবেলা
জটিল অস্তিত্ব ভোলে, খাওয়া ভোলে, সহপাঠী রেনে
সামনে এসে দাঁড়িয়েই ফিসফিস অনর্গল বলে
"টেলিফোনে দুটো জায়গা কাছেই মো-মার্তে রেখেছি
সামান্য স্যালাড আর অলিভ, যেমন খেতে চাও
ধারের টেবিলে সেই, দু-ফোঁটা সিন্‌জানো, শ্রিম্প্‌-কারি,
দেমি-তাস্ কফি দু-জনের? ইচ্ছে হ'লে আইসক্রীম
—কিংবা প্রিয় চীজ্ সেই, পাৎলা বিস্কুটে ভালোবাসো—
মস্ত ভোজ নয়, তবু যথেষ্ট ফরাসী আমাদেরি।"
আঁদ্রের হারানো মন সেদিন কী হ'লো আলো তটে
সংসার ঘরের যেন প্রথম জানানি, চুল ওড়া
দু-জনায় হেঁটে যায় বুলভার্ড্ পেরিয়ে পার্কের
যেখানে বেলুন-বিক্রি, শুধু তাই নয়, যেতে পথে
ফুলের দোকানে আঁদ্রে সবুজ অর্কিড কিনে ফেলে
লজ্জিত প্রসন্ন লোভে, পরে মোমবাতির আলোয়
রেনেকে পরায় ঐ উপহার ফুল, পিনে এঁটে,
রেস্তরাঁয়—আঙুল চুম্বন ক'রে, নম্র মাথা,—রেনে
সেদিন মর্তের ঘরে মানবীর স্বর্গ-অধিকার
স্নিগ্ধ লঘু বয়সের প্রান্তে ধরে, বন্ধ বেশি কথা,
রাত্রির আলোয় ফেরে, হঠাৎ ব্যাকুল রেনে বলে,
"অর্কিড গিয়েছে প'ড়ে, চলো ফিরি,"—আঁদ্রে সুনিশ্চয়

দেয় তাকে, "জেনো সে কখনো হারাবে না, ও-রাস্তায়
খোঁজা বৃথা," তবুও রেনের চোখ ছলছল, বুক
মানে কি সান্ত্বনা, শেষে করুগেট কালো দরজার
পৌঁছনো বাড়িতে তারা শুভরাত্রি যাচে পরস্পর,
খুশির দু-চোখ আর্দ্র, হাত ধ'রে ফিরে চুপিচুপি
রেনের একটু কথা—"অর্কিড কখনো হারাবে না॥"

উৎসব

সবই ঘটেছিলো সেই যুগ-অনির্বাণ আয়ুকালে
সবই ঘটেছিলো
আয়ুকালে, সেইদিন শীতের সকালে
পৃথিবীতে ঘটেছিলো, হঠাৎ দরজা খুলে দিলো

পাশের পথিক, বলে "বাইরে এসো, এসো দেখো চেয়ে
উৎসব জানো না বুঝি? বাইরে এসে
দেখো চেয়ে বাজনা-বাজা প্রাণে-সাজা রাঙা রাস্তা বেয়ে
চলেছে মিছিল, এসো, রোদে ঝিলমিল দূর দেশে

দু-মুহূর্ত স্রোতে।" সেই দূর দেশে, আলো-স্রোতে নেমে
চোখে চোখ ঠেকে গেলো, ব্রিজের পাথর-কাঁপা ধ্বনি
শিঙা ঢাক খঞ্জনির দ্রুত মগ্ন তালে-তালে থেমে
সমুখ বুকের নীলে নিলো মুদ্রা, পেয়েছি তখনি

সেই মাত্রা-স্পর্শ তার— বহু ভিড়ে— উৎসব মিছিল
যার জ্যোতি আয়োজনে অগণ্য গ্রহের কক্ষে-চলা ;
শুভ্র শাঁখে বাজে কান্না, হাসির করুণা যার মিল,
রাঙা রাস্তা প্রাণে-সাজা, দু-মুহূর্তে সেই কথা বলা—

সবই ঘটেছিলো ; সেই মহা-আয়ুকালে
সবই ঘটেছিলো
কোনদিন পৃথিবীতে বদ্ধ সেই শীতের সকালে
হোটেলের একা ঘরে, হঠাৎ দরজা খুলে দিলো।

একমাত্র

এইখানে এই ঘরে এইখানে
পৃথিবীতে আলো-জ্বালা পৃথিবীতে
জালি-করা পথ দিয়ে
এইখানে এই ঘরে

কত ট্রেনে কত দূরে এরোড্রোমে উড়ে থামা
চাঁদনি বাজারে ভিড়ে গিঞ্জার টোকিয়োয়
সিন্‌সি-র দোতলায় ওহায়োর মার্কিনে
লাল বাস্‌ লণ্ডনে ট্রিনিডাডে ঢাক ঢোল
নীল আঁকা নারকল স্থরিনামে আরো দূর

আলোর টেবিলে বই ঝলমল টুংটাং
পিয়ানোর অঙ্গুলি তন্ময় চোখে-চোখে
কফির চুমুক রূপো নকশার ছবি দোলা
বান্ধবী বন্ধুর হাসি কারা জানলায়
বাহিরে তুষার রাঙা অঙ্গার ঘরে জ্বলে

একাকীর তৃষিতের রৌদ্র বিশ্বঘেরা
কত দূরে কত কাছে
এইখানে আরো দূরে
সংসারে সেবা-হাতে দৃষ্টির পরপার
মেঘ-করা আঙিনায় মর্মর মৃত্যুর

ভোর নদী শিশুজাগা কাকলির খেলনার
কচি হাসি তারই পাশে শহরের গর্জন
উন্মাদ সৈন্যের আস্ত্রিক পরিহাস
কান্নায় কান্নায় কান্নায়

পাপ-ধোয়া সন্ধ্যার ধূপ ধূনো আরতির
ফিরে-নামা আকাশের চূড়াহীন মন্দিরে
প্রেমের প্রদীপ হাতে দূরে নিয়ে চ'লে যাওয়া
এইখানে এই ঘরে এইখানে
পৃথিবীতে আমাদের—
এসেছিলে ॥

পুষ্পিত ইমেজ

প রি চ য়

অভিযোগের মধ্যে একটি প্রায় শুনেছি : 'প্রেমের কবিতা' আমার রচনায় বিরল। হয়তো ঠিক অর্থ বুঝিনি, কেননা প্রেম পূজা প্রকৃতি ইত্যাদি বর্ণনা গীতবিতানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বসালেও বিশেষ কোনো ভিন্নতা ধরতে পারিনি। এমনকি যাকে কায়িক, দৈহিক আখ্যা দেওয়া হয়—কবিতার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে একান্ত হৃদয়ের কল্পমূর্তি, ইমেজ, মানসীর প্রভেদ আমার কাছে শিল্পিত অর্থে স্পষ্ট নয়। যাই হোক, লৌকিক পদাবলি, প্যাস্টোরাল, পুরোনো এলিজাবেথান্ লিরিক এবং আধুনিক প্রত্যক্ষ ও প্রতীকে মিশিয়ে কিছু সাময়িক প্রেমের কবিতা গেঁথেছি—সঙ্গে রইলো। একটি স্বল্প আখ্যায়িকা এবং একটি বিশেষ লিরিক অবলম্বন ক'রে নাম রাখলাম 'পুষ্পিত ইমেজ'। বসন্তের সদ্য স্নো-গলা মুগ্ধ মাটি, নতুন সূর্যরশ্মি পশ্চিম হৃদয়রাজ্যে ফিরে এলো, শীঘ্রই দেখা দেবে অগণ্য পুষ্পাঙ্কিত মে মাসের অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্য। তারই আবাহন জানাই।

অমিয় চক্রবর্তী

নির্ণয়

হ'য়েছে ত্রিকোণ ;
মধ্যস্থলে শান্তদৃষ্টি কবিযোগী ;
দুই দিকে
অরণ্যস্পন্দিত সন্ধ্যা, পুষ্পের পুণ্যাহ—
একটি মুহূর্ত সরবরাহ।
ওহায়ো মার্কিনি নদী চলেছে উদ্যোগী
শিলাশান্ত তীরে ম্লান রোদের সম্প্রীতি,
বালি মৃদু ঝিকঝিকে—
রূপধারা মধ্যকায়া ছায়া ভিন্নহীন
চিত্রস্থিতি ॥

ত্রিযামাজাগর রাতে নক্ষত্রকম্পন
তারি মধ্যে অরুন্ধতী নেত্রে নিয়ে গণনায় চেনা
নতুন জ্যোতিষ্কবিন্দু ;
শূন্যে, উর্ধ্বে
স্তরে-স্তরে তারার কোরকে
অগণ্য আলোর সিন্ধু—
একটি গ্রহ স্ফুট হয় দৃষ্টিলোকে
দুরূহ সহজ পার্শ্ববর্তী ;
একের লগন ॥

একটি আনন ধ্যান বক্ষে নিয়ে বসি
দূরান্তের ঘনশ্যাম ইলিনয় গ্রামে ;
গীতমর্মরিত গ্রীষ্ম খুলে দেয় দক্ষিণ দরজা—
শতলিপি নিরক্ষর পত্রপর্ণালের তোলে ধ্বজা,

গুঞ্জরিত প্রেম ওঠে নামে ;
বিরাট গোধূলিরেখা ছায়া ধরে মহানগরীর ;
অবিচল আন্তর আসন।
একদিকে জ্যোতিঃপুষ্প অমৃত শাখায়,
অন্যপাশে তীব্র ইচ্ছা ক্রান্তির পাথায়—
মধ্যাগ্নিসাধন
সমস্ত জীবনযাগ চিত্তভস্মে হবে অঙ্গীকার,
—দেখা দাও শেষবার ॥

পশ্চিম শহরে

পিৎসা-র দোকানে ওরা তিনজন বাহিরে দাঁড়ায়
কাচের ওপাশে দুই ইতালি-বাঁধুনি
(শাদা বোন্) (অতি আধুনিক)
মস্ত চাকৃতি ময়দার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে
ফিনফিনে করছে নরম,
উনোন-আগুনে সেঁকে যথেষ্ট গরম
যেই হয় ঠিক
মাংস বা চীজ্ পুর, টোমাটো পুড়িয়ে
দর্শক-দর্শকী ভিড় ক্রমেই বাড়ায়—
পুরোনো বস্টন, লাল ইটের বাঁধুনি।

গ্রেগরি, সাল্‌ভাডোরি, সঙ্গে বন্ধু (তার নাম জন্)
শেষে বলে, চলো ভাই, পিৎসা ঐ সেরা,
লাল-ছকা প্লাস্টিকের টেব্‌ল্-ক্লথের
উপরে কাচের গ্লাসে নয়নরঞ্জন
প্লাস্টিকের তীব্র ফুল, ওরা নিলো ডেরা

শক্ত চেয়ারে, শুধু তৃতীয়টি কন
অর্ডার দেবার বেলা, 'কফি হ'লে ঢের—

'চাই না আজকে কিছু, তোমরা ব'সে খাও, আমি দেখি'-
দুই বন্ধু ভনে তার পিঠ চাপড়িয়ে
'সাবাস্ ধার্মিক জন, কৃচ্ছ্র নব্য এ কী—
বড়ো বেশি বৌদ্ধ জেন্ খ্রিষ্টীয় মিষ্টিক
উন্মার্গ চর্চার ফলে এসেছো গড়িয়ে, —
খাবে না ?'—বন্ধুটি শুধু সস্মিগ্ধ নির্ভীক

বলে ধীরে, 'উচ্চ কথা তোমরা জানো আমার সাজে না
বহু বাক্য, কত ভাষ্য লিখেছি পড়েছি
জপেছি, এখন আর সে-স্বর বাজে না,
মিথ্যে বলি, সুখী হবো শুধু তার সুখে—
তবু ভাবি মূর্তি মনে এমন গড়েছি
নিজেরই স্বার্থের ইচ্ছা বৃথা খুঁজি বুকে—

'হাসবে না জানি তোমরা প্রগল্ভ প্রলাপ ক্ষমা করো,
হারিয়েছি, ভিন্ন পথে চ'লে গেলো বাঁকে—
খাওয়া থাকা বসা এই মস্ত শহর
শূন্য হ'য়ে চেয়ে আছে শীতের প্রহর ,
দোকানে সাজানো সেণ্ট, লাইলাক্ স্টল,
চুলের রিবন্ কেনা, সবই প'ড়ে থাকে
যা-কিছু একান্ত সত্য তাই ঝরো-ঝরো,
স্পর্ধা নেই শুধু খুঁজি স্মৃতির সম্বল।'

অবাক গ্রেগরি বলে, 'সারা বিশ্বে একটির খোঁজে
ট্রলি বাস্ উঁচু-নিচু পাহাড়গুলির
নদী সাঁকো হোটেলের শহর গলির
সবই উবে গেলো ? যদি ভাগ্য চোখ বোজে—

সোনা কিম্বা কালো চুল, সেই মিষ্টি গলা
নাই পাও—তুমি নিঃস্ব, পৃথিবী বিফলা ?
এ কোন প্রেমের ধর্মে পৌরুষের চলা ?'

সাল্‌ভাডোরি অন্য স্বরে যেন কোন ঘুম থেকে জাগা
বলে, 'বন্ধু, বুঝি সবই তবু আলো-লাগা
জগৎ সংসার রয় জগৎ সংসার
প্রাণের হিসাব কই, দুঃখের সংহার
তারি কাছে পৌঁছে দেয়া যাকে ভালোবাসা
স্মৃতি নয়, গতিপথে সর্বোচ্চেব আশা—
একান্ত যা চেয়েছি তা চরমে উৎসুক,
বুকের আগুনে স্নিগ্ধ দেখা তারি মুখ।'

পিৎসা-র ওয়েটেস্‌ এসে দুই থালা ধরে পিৎসা-ভরা—
'মিস্টার, সিন্নোরে, এক টুকরো দিই এনে ?'
ন্যাপকিন্‌ এগিয়ে জন্‌কে বলে হাসি হেনে,
'শুধু কফি তা কি হয় ?'—যদিও তৎপরা,
কী ছিলো কল্যাণী তার মাতৃত্বের চোখে—
মাথা নেড়ে রাজি জন্‌ । নিস্তব্ধ আলোকে

যেন স্বগতোক্তি তার – 'এ-দোকানে স্বপ্নের আননে
একদিন দুইজনে এসেছি, জানো না
যে-গেছে, সবই গেছে ; শেষ-প্রাণে শোনা
শুধু যেন মন্ত্রে জাগে—পার্কের কোণে
চাঁদের নীলাঙ্গ আর প্রীত সন্ধ্যারাতে
বসেছি খানিক, পরে চলি হাতে-হাতে ;
এলেম এখানে—বেশি বলবার নেই,
ভালোবাসতো এ-রেস্তরাঁ, শেষ দেখা সেই।

'কিছুই বদলায়নি জানি দুজনার, তবু—থাক কথা,
চ'লে গেছে আর যোগ হয়নি, হবে না ;

হ'য়ে ফল নেই। শোনো, গ্রেগরি যে-চেনা
অনিন্দ্য প্রেমেব শক্তি, পুষ্পনির্মলতা
ভ'রে তোলে সর্বলোক, গৌরবের দেনা
কোনো শেষ নেই তার, অন্তহীন প্রাণ :
শোকে তবে কেন আনে মৃত্যুর আহ্বান।

'অকৃতজ্ঞ ? স্বর্গে মর্তে জীবনে চেয়েছি, সাল্‌ভাডোরি
স্বষ্টি-অর্ঘ দিতে তাকে, আলোর প্রহরী
দান্তে নই , নই ধ্যানী আবেলার্ড, যাকে
দুঃখের উত্তীর্ণ তীর্থে আত্মযজ্ঞধূমে
পূজা দিলো, পেলো পূজা, প্রার্থনাকুসুমে
এলোয়িস ; তবু মর্ম জ্বেলে উত্তমাকে
কী সঁপেছি হয়তো আজো সে-ই মনে রাখে।

'সামান্য বইয়ের ব্যাবসা, আপিসের দোভাষী কেরানি
কাটবে বাকি দিন ··' দুই বন্ধু দরজায়
দেখে কারা হাসিমুখ যুগল দাঁড়ায়
পিৎসা-র দোকানে ঢুকে, আবার কী জানি
কী ভেবে বাইরে গেলো, নিমেষ-ঝলকে
মেয়েটি ফিরিয়ে চোখ জন্‌কে পলকে
কত যে স্নিগ্ধতা দিলো, নতুন সংসারে
যা পেয়েছে তারি সুধা-ভরা স্মৃতিভারে ,

হঠাৎ অদৃশ্য তারা,—অবনত শান্ত শূন্যে চেয়ে
ভাবে জন্, আত্মসুখ সামান্য জিনিস—
করুণা-নিঃসৃত ধন্য সারা প্রাণ ছেয়ে
যে-আনন্দ পরমা-র, তারি স্পর্শ পেয়ে
স্নাত আমি, মনে-মনে বলে—অহর্নিশ
তৃপ্ত তোমরা শুদ্ধ কোরো সংসারের বিষ,
একই পথে চলি আমরা।—ওয়েট্রেস্‌কে ডেকে
চায় পিৎসা, 'আরো আছে ? প্লেটে যাবে রেখে ?'

দুই বন্ধু, একটু থেমে আস্তে বলে, 'কী ও!
জানতাম পিৎসা-র লোভ অবর্ণনীয়!'

পুষ্পিত ইমেজ

আমি তাকে চাই
সেই ধরণীতে—
একটুও বদল নয়, ঠিক সেই গ্রীষ্মবেলা
যেন পাই
পুষ্পিত নিভৃতে;
সেই রঙে-রঙে মেলা
ফুল প্রদর্শনা ভিড়ে হঠাৎ আপন
চোখ বুক শরীরের ধন,
একেবারে ঝাঁপ দেয়া প্রাণ চিরন্তন।
মন্ত্রমুগ্ধ হাসি তার সজল দু-আঁখি
জীবনে মরণে কাছে রাখি—
ফুলের প্রতিমা সেই ফুলে-ফুলে উঠেছে কুসুমি'
আলোয়-আলোয় অঙ্গ চুমি—
চাই তাকে
দুজনার নাম-ধরা ডাকে।
মনোভুলে
ছুঁলো একটি ফুল হেসে কোমল আঙুলে
চেয়ে দেখলো ফিরে—
শুধু চাই সেই তাকে ধরণীর তীরে
শেষ নেই যে-সুধার সেই তাকে ঘিরে॥

জেবুন্নিসা

অতীন্দ্রিয় চোখে
বসোরার
গোলাপ-বাগানে
কী লগ্নে মিলনরশ্মি হঠাৎ বিজুলি ঘাতে
এক হ'লো
দুই প্রাণে—
পরম প্রভাতে
ছলছল
তাই দেখিনি কি ?
তবুও তরঙ্গ বুক
আসঙ্গ নিঃশেষ সুখ
আজ কোথায়—
রূপাগ্নি আলোকে
চরম প্রতীকী
ছিলো ব্যথা
ঝরঝর নির্ভরতা
প্রেমাশ্রুর আনন্দ অধ্যায়—
বসোরার নতুন গোলাপ
কাদের শোনাবে সেই কথা ॥

ও-পাড়ায়

দূর নয়, দুটো ব্রিজ পাঁচ ব্লক বাড়ি,
কেন্‌মোর্ স্কোয়ারের রঙিন তুফান
উপচে-পড়া চূড়া-নীল ব্যাঙ্কে ট্রাফিকে
সেই আজো ; আর একটু যেয়ো

সরু গলি উঁচু-ওঠা পুরোনো বস্টনে।
তার পরে দরজা থেকে ফিরে এসো, শুণে হিম-রাতে
প্রত্যেক পার্কের গাছ, স্লেট-ইট বইয়ের দোকান ,
নিঃশব্দ তুষারশুভ্রতায়
আলো চোখে আর্দ্র কাছে পরিচয় পাবে,
গতির অদৃশ্য যত গাড়ি যাত্রী ভিড়ে ,
দেখো পথিকের মুখ ঐ পথে শেসবার চ'লে ॥

উৎসব

কখনো ভেবেছো ? দূর দেশে
ক্ষুদ্র গ্রামে যেতে-আসতে মহনীয় ছায়া
নেমে আসবে দোকানের কাচে ফুটপাথে
লুটোবে কান্নার মন্ত্র, বিশ্ববিজয়িনী
বাজবে শঙ্খ, পুষ্পবৃষ্টি ঝরবে গলিতে —
অগণ্য যাত্রীর মধ্যে প্রবাসী একজন
শুনবে স্তব্ধ বিশ্বে তার মৃদু কণ্ঠধ্বনি
এই দিনে ॥

উদ্দেশ

যেখানে পূর্বের দিন স্বর্ণাশ্রু সন্ধ্যায়
ধীরে-ধীরে মিলে যায়, আমার উত্তমা
সেখানে দাঁড়িয়ো ধ্যানসমা, সিন্ধুপারে
যে-তোমার পান্থ গেছে তারি দ্বারে, বুকে
প্রেমাগ্নি সম্মুখে , শান্ত প'রো সেই বেশ
নীল-হল্‌দে, স্বপ্নশেষ রাঙা মেঘে-মেঘে
সেই লগ্ন আছে জেগে, অচিন্ত্য মিলন
অন্তিমের পরিণয়ে ভরুক গগন ॥

যুগের পথ

আনন্তিক গ্রীন্ বাস্, অনন্ত স্বর্গের মেঘলা বেলা,
অমরাবতীর ভিড় রাস্তার ধুলোয় পথিকের—
ধৌত চোখে দেখি ; শুনি, পুষ্পপত্রে ধ্বনি 'সাধু সাধু'
পার্কের মলিন গাছে। অমর্ত গ্যাসের আলো সারি
আমি-যে প্রেমের যাত্রী, চলেছি কোথায়
ভুলে যাই আর সবি, শুধু জানি বুকের পকেটে
তার শাদা কাগজের চিঠি আছে, এ-জীবনে
পেয়েছি সে ডাক-চিঠি যেতে হবে শুধু
অনির্ণীত যুগ্ম পথে, হোক দুঃখে, হোক সুখে জাগা ॥

দ্বৈত

প্রিয় পাথর,
তুমি শক্ত, স্থিত
অপেক্ষাকৃত
অক্ষর।
আমি জল
তোমায় ঘিরে বার-বার উচ্ছল
তরল,
বুক মানে না যে—
চৈতন্যে শিলা বাজে,
প্রতি তোমার পদপাত,
তুমিও কি পাও আঘাত?

প্রিয় জল,
শুকনো অবর্ণ আমি
সমস্ত ক্ষুধায় তোমার স্বামী
চাই তোমার রঙ, বোধন, আসক্তি
মাধ্বী তুমি, মধুর নিঃসৃত শক্তি
লহরী, স্নাত, পরিমল।
হে জল
কেবলি বিচ্ছেদ, অচির মিলন
অঙ্গে-অঙ্গে পরিশীলন—
কবে
রৌদ্রে সমুদ্রে দুজনার সত্তা এক হবে?

স্রোতস্বিনী

গতিময় ফুলবৃন্ত, চলন্ত বকুল
এনেছিলে স্তব্ধতার ভুল—
সুরভি কোরক ওগো, অনিন্দ্য প্রেমের পুষ্পভার
—কোথাও চিহ্নই নেই আর ॥

সংগতি

বসন্তসৌরভ
বৈরাগ্য পবনে মিশেছিলো,
ছুটি ফুল সে-লগনে
দেখা দিলো ;
প্রাণের গৌরব
এদিনের জীবনে-মরণে
আন্দোলনে
সেই তো দুজনে বহি ক্ষণে-ক্ষণে

উদ্দেশে

আস্তে সূর্যাবর্তে সরে
দিনের অক্ষরে
প্রাণ—
রাঙা ভোর সন্ধ্যাগ্নিতে ধ্রুব অবসান ;
দিয়েছিলে এই দিনে অফুরন্ত দান ॥

অমরাবতী

পরিচয়

শেষ ক-বছরের কবিতা থেকে এই সংগ্রহ: এর মধ্যে বিশেষ প্রসঙ্গিত অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্রে গাঁথা রচনা বাদ দিইনি। যাঁদের চরিত্র মহান জেনেছি, এমন কি স্থান-মাহাত্ম্য যেখানে জনালয়ে বা বিজনতায় আমার নিবিড় চৈতন্যে মিশেছে কাব্যে তা স্বীকার করেছি। ঘটনা বা ঐতিহাসিক তথ্যকে মানবার জন্যে নয়, তারো চেয়ে বেশি লীরিক-প্রবর্তনায়। কিছু হাল্কা-গুরু মিশ্রিত ছান্দসিক পরিচয় রইলো। তা ছাড়া চরম যন্ত্রণায় গৌরবে বাংলাদেশে যা সম্প্রতি দেখেছি তারো দুটি ছবি ভারতী-বাংলার কাছে নিবেদন করলাম।

অমিয় চক্রবর্তী

তীর্থ-পত্র

হুস্ ক'রে জেট্ হাওয়াই-যানে
মেঘ কেটে দূর কোথায় আনে
প্রকাণ্ড নর্থ্ আমেরিকায়
শূন্যে বেড়াই, ম্যাপের লিখায়
হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে
ডাঙায় নামি ; নয় দেরি-এ
লাঞ্চ্ খেয়েছি বস্টনে শেষ
চায়ের বেলায় পাহাড়ি দেশ,
ডেন্‌ভারে এই প্লেনের ধারেই
নীলের সারি মাঠের পারেই
গরম শহর কোথায় ফেলে'
স্তব্ধ আকাশ শান্তি মেলে—
শীতের আভা ছোঁয় ধরাতল
শৈল জাগে সোনায় হিমল ॥

যাবো কাছেই অ্যাস্পেনে আজ,
ক্ষুদ্র গ্রামে মস্ত সমাজ
উৎসবের এই তীর্থক্ষণে
উঠলো ভরে' তাঁর স্মরণে—
শোয়াইট্‌জরের মহাপ্রয়াণ
আর্ত সেবায় তাঁর মহাদান,
আফ্রিকানের বিশ্ব-ব্রত
রইলো চিরদিনের মতো।
কলোরাডোর সংসদে তাই
কাছে-দূরে বন্ধু সবাই
আসি যারা, ধ্যানের চোখে
এই ধরণীর পুণ্যলোকে

তার সাধনার দাবি মানি,
নানা দেশের শ্রদ্ধা আনি।
এসেছেন তাঁর কন্যা, রিনা,
ল্যাম্বারেনের কর্মে লীনা,
নার্স কতজন : দূতী দ্বারের
আনন্দময় দুঃখ পারের॥

তীর্থ শেষে ভাবি দেশেও
ভ্রমণবিলাস চরমে সেও
ইতিহাসের মর্মে মেশে,
পথের সঙ্গে স্মৃতির রেশে।
শ্রীচৈতন্য শ্রীক্ষেত্রে যাই,
বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধকে পাই—
আশ্রমেরি শ্রমকে ঘিরি
ঊর্ধ্বে উঠি ব্রহ্মগিরি ;
অমরনাথের প্রেসিয়রে
হঠাৎ আলোর চিরাক্ষরে
নিবেদিতার ভ্রমণলিখা
গুরুর আশিস, জ্যোতির শিখা
কাশ্মীরে ঐ আলোয় কাঁপে
দেখি আঁকা সোনার তাপে।
মীরার ভজন কুঞ্জগলির
বৃন্দাবনে, পুষ্পকলির
মৌনী বীণায় জলের সাজে
প্রাণ যমুনায় নিত্য বাজে॥

প্লেনের ট্রেনের গোরুর গাড়ির
যাত্রা একই, সবার বাড়ির

বৃহৎ ধরায় সংসারে যাই—
—ঘোরাঘুরির ছন্দটা তাই।
আমেরিকায় বাঙালি প্রাণ
পাহাড়তলির পাঠাই সে-গান
যে-গীতরব সন্ত বীরের
শুনেছিলেম শান্ত তীরের—
অগ্নি-জ্বালা বর্বর ধার
যুদ্ধ নেশার অতীত সে-পার ;
বিংশযুগের যন্ত্র শাসন
ধনিক বণিক সন্ত্রী ত্রাসন
ছোরাছুরির বোমার কুশল
গ্রামজ্বালানো কৌশলী দল
—এরি মধ্যে অন্য যিনি
পশ্চিমী আজ তাঁকেই চিনি ॥

অনতিক্রান্ত

দশটা সাগর বারোটা দেশ
পার হয়েছি হাওয়াই যানে-
পরবাসী তবু জানে
দেশ পেরোনো যায় না।
চিরদিনই সেই অনিমেষ
প্রাণ রয়েছে গঙ্গাতীরে,
চেয়ে থাকি মেঘলা নীরে
ফোটে ভোরের আয়না—
প্রাচীন দেউল, শিমুল ছায়া
বুকের ঘাটে বাংলা মায়া

সুধার অতল পায় না—
দেশ পেরোনো যায় না।
শ্রীরামপুরের জন্মলগন
মার্কিনে এই বিদায় গগন
শেষের দিনে মেলাবে মন
আর কিছু তো চায় না -
পুজোর হাওয়ায় সানাই বাজায়,
দেশ পেরোনো যায় না॥

অভিন্ন

মন আজ নীলে-গাঁথা,
পারে না হারাতে
অণুতে তারাতে।
একটি সুতোয় গাঁথা
প্রাণের ধারাতে
তনুতে তারাতে।
চেতনায় কাঁপে নীল বেণু :
অন্তিম আকাশে স্বর্ণরেণু॥

অন্তিক

কী ক'রে মন বুঝবি যদি
এমন ধ্বনি রাখলি দূরে
(সঙ্গচ্ছন্দং···)
অন্ধ বুকে জাগুক না প্রাণ

মন্ত্রস্বরের একটু সুরে—
(সংমনাসি···)
ওদিকে দিন ঘিরে আসে
বিদেশী শীত কুয়াশাতে,
কালো আঙুল গাছের মাথায়
ঠাণ্ডা একা শূন্য রাতে—
(সহবীর্যং করবাবহৈ···)
যখন কোথাও কিছুই তো নেই
সেই তো সময় আসল শোনার—
উপনিষদ ঋষি বলেন
শেষের মিলন আরাধনার।
(যদেতৎ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম)॥

হাত

তোমার হাত
সেবায় কোমল, কর্মে শক্ত, অশুভ জয়ে নির্ঘাত,
জানে গাছ-কাটার শৈলী, পাথর-ভাঙা তুলো-ভানার,
সবজি-চাষে জল-আনার ;
সঠিক ছন্দিত
বিশ্বস্ত হাত সবার বন্দিত, অভিনন্দিত,
রোগীর শয্যায় করুণ, বন্ধুর করমর্দনে গভীর, মাধুর্য ভঙ্গিতে
পিয়ানো সংগীতে অঙ্গুলি-প্রপাত,
প্রার্থনায় যুক্ত তোমার হাত ॥

কপাল

কপাল চত্বর রাজপথ
চ'লে গেছে ভুবনের মাঝপথ,
কপাল মহীয়ান অরণ্যের কাছে থামা
ঘন পর্জন্য ভুরুর কাছে নামা—
উপরে গড়ানে,
উদার কল্লাস্ত, উন্নত চুল পর্যন্ত, চিন্তার ঈষৎ বলি-রেখা
কোথাও কুঞ্চিত, জীবনের স্তরে-স্তরে পলি-রেখা,
যুগে-যুগে চেতনার উদ্ভাস ;
কপাল নিমগ্ন স্তব্ধ নির্মালা আকাশ
পৃথিবীতে নেমে-পড়ানে ;
কপাল বুদ্ধের জ্যোতির্ময়,
নমো নমো শান্ত অনন্ত অভ্যুদয় ॥

গেহিনী

প্রদীপ্ত দেহিনী, ঈপ্সিতা
প্রাণের কোমল আরতি
নিভৃতা।
জননীর চোখে তুমি লাবণ্যে শুভবতী,
পিতার চক্ষে আশ্চর্য আশাবরী সংসার-রাগিণী
কৈশোর শুভ্র তট ,
আসবে রাজপুত্র, দুঃখ-সুখভাগিনী
মধ্যবিত্ত সংসারে তুমি হবে রাজ্ঞী, দ্বারে বসবে মঙ্গলঘট
সানাই শঙ্খ বাজানো দিনে।
(হয়তো গির্জায় : অঙ্গুরি-বিনিময়ে, মন্ত্রে মাধুরী শাশ্বত।)

কারা জানবে তোমার শরীরী মহীয়সী আপনতম প্রকাশ
পার্থিব-দৈব তোমার মুগ্ধ-ইতিহাস
পূর্ব-পশ্চিমে ভবিষ্য পথ চিনে।

কবির মানসে তুমি বিস্ময়ী পারমিতা
ঐশ্বরিক ছায়ায় প্রণত,
বন্ধু-ভগ্নী-প্রতিবেশী-দুহিতা
গীতা-
গায়ত্রী ক্যাথলিক স্তবে ধন্য,
অনন্য
কারুণ্যে অশ্রু-ধৃত, বিশ্ব-মৃণালিনী, কল্পিত, সমুন্নত ॥

মার্কিনে দানব

১ বোমারুর আশ্বাস

এক হাতে ওর গাজর আছে, আরেক হাতে বোমা—
গাধার বাচ্চা চমকে বলে, ওমা।
(ধনপতির রঙ্গ দেখে ভয়ে-ভয়ে হাসে)
(গণপতির চোখে চাবুক, চাতুরি আশ্বাসে)
(রণপতির বিশ্বনেশা ঘিরলো ভুবন ত্রাসে)
গাধার অতো বুদ্ধি তো নেই। কী হ'লো জানো, মা ?
অতিবুদ্ধির ব্যাপার দেখে প্রায় হ'লো তার কোমা।
(জঙ্গলে পালিয়ে বাঁচে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে)
গরিব মানুষ, মাঠের মানুষ, বোঝো এই উপমা ॥

২ নেগোসিয়েশন্

নেগোসিয়েশন—
নিশ্চয় করবো আমি নেগোসিয়েশন

লাঠি মেরে করাবোই নেগোসিয়েশন।
নেগোশিয়েটর :
আমি প্রভু, তুই তুচ্ছ, নেগোশিয়েটর,
নেইই তুই, আমি শুধু নেগোশিয়েটর।

(উপসংহার)
বিনা শর্তে, শুধু শর্ত আমার আদেশ,
না শুনলে পোড়াবো তোর ঘর দোর দেশ

চতুরঙ্গ

ডিক্ : "নেই কোনো ভার, নেই সীমানা
সামিয়ানা
শুধুই দোলে সোনার শূন্যে তোমার ভাষায়
ভালোবাসায়,
হাল্কা তুপ'র
নীল জহরৎ উজল রুপোর
অশ্রু-ধোয়া মধুর আশায়—
নেই তো কোনো ভাবনা-জানা,
জুলিয়ানা।"

হেলেন : "ডিক্ বলেছে ঠিকই কথা—
ঘাস দেখায় না সবুজ ব্যথা,
আরোই লন্-এর নরম গভীর গজিয়ে ওঠে—
যখন চলো সন্ধ্যা নদীর কুঞ্জতটে
জুতোর আঘাত লুকিয়ে রাখে,
মেঠো ফুলে বুকের তৃষা আরোই ঢাকে।

কোথায় সে চাপ,
বিশ্বজোড়া সমস্ত তাপ
রক্ত সাঁঝের শান্তি দেখায়
কার্নেশানের রাঙা রেখায়—
একটি কণাও নেই বাগানে দুঃখ-আনা,
জুলিয়ানা,
ফুলের তোড়া
রাংতা মোড়া
দেয় যদি কেউ ক্ষণ-বিদায় সিঁড়ির ধারে
আঘাত কি কেউ পেতে পারে?"

(জুলিয়ানা): জুলিয়ানা মাথা নাড়ায়, মগ্ন চোখে
চেয়ে বলে ডিক্-এর দিকে, "মৌন লোকে
যা আছে তা এমনি আছে, তুমি এসে
আকাশ তৃণ-জলের দেশে
প্রবল দাহের দাও উপহার—
মাথা নোয়াই, মানবো সে ভার!
শুনেছো ডিক্? দু'চোখ মুছি
নীল ধুনুচি
পোড়াও যখন অন্ধ ধুনোয় প্রাণ কানাচে
কুকুর ছানা নিয়ে দাঁড়াই জানলা কাছে—
যা দিয়েছো তার বেশি আর নেই ধারণায়
ভরা প্রহর কানায়-কানায়;
তুমি জানো
সব-হারানো
হঠাৎ আঁধার কপাল সেও টিপ-পরানো।"

(লিয়াং): কলেজ-পাড়ার চীনে বন্ধু ওদের ঘরে
দু'চোখ উজল শোনে শুধু চুপটি ক'রে—
কারো পক্ষ নেয় না, জানে যবনিকায়

বিরহ-প্রেম নাট্যলিখায়
কখন আগুন কখন মধুর ছায়ার খেলা
মায়ার মেলা ;
হেলেন যখন ব্যাকুল কণ্ঠে বুঝিয়ে বলে
যুগল ওরা বুঝেও তবু বুকের তলে
খোঁজে ব্যথায় কোন ব্যথা-পার,
জানে না আর।
লিয়াং শেষে তীক্ষ্ণ মৃদু হাসির ভানে
টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকে, বার্তা আনে—
"কন্সার্টে সেই যাবে দু'জন, এলো গাড়ি
তাড়াতাড়ি—
মনে কি নেই টিকিট দুটোর ঠিক-ঠিকানা ?"
দাঁড়ালো ডিক্-জুলিয়ানা
পূর্বদেশী নীরবভাষী সাথীর হাতে
হাত মিলিয়ে বিদায় নিলো সন্ধ্যারাতে ॥

মানুষের কথা বোলো না

(সমুদ্র দ্বীপ—স্টার আইল্যাণ্ড-ভ্রমণ)

কোথায় খুঁজে বার করেছে
খুদে কোরাল দ্বীপ,
উতল সাগর, একটু সবুজ টিপ—
—ওদের কথা বোলো না-
তক্তা কাটো, সাঁকো বাঁধো,
নৌকো তোলো,
দলে দলে ঢেউ ভেঙে ঐ
নীলাম্ভ পার হোলো—
—ওদের কথা বোলো না-

ঘুরছে সী-গাল্, জলে ডল্‌ফিন্
নোনা ভিজে বায়ু—
পাহাড় কুচি উঠলো উঁচু
খরচ অনেক আয়ু—
বাড়ি জাগলো, টালি লাগলো—
—ওদের কথা বোলো না—
প্রবাল ঠেলে ওড়ায় নিশান,
তরঙ্গ ঢাক, গর্জে বিষাণ,
গেলো যারা তাদের মিশান্
শেষ হ'য়ে শেষ হ'লো না

দ্বীপে এখন নতুন হাওয়া
তন্বী হোটেল গাছে-ছাওয়া
মোটর বোটে শব্দ ছোটে
বীট্‌নিকেরা মেতে ওঠে
প্রলয় তোলে রক্-অ্যাণ্ড্-রোলে—
—এদের কথা বোলো না—
ছুটির দিনে ক-জন আসি
সভাতে জল্পনা
নানা দেশের চিত্রী লেখক
ছড়ানো কল্পনা—
এরি মধ্যে হ'লো যা কাজ
নিতান্ত অল্প না—
চারদিকে হৈচৈ-এর স্বভাব
যার যা ইচ্ছে পুরোয় অভাব
এল্-এস্-ডি-এর রক্তে প্রভাব—
—এদের কথা বোলো না
শেষের দিনে টেবিলে কে
রেখেছে নীল ফুল

যাবার আগে ডিনার খেয়ে
ভাবি মনের ভুল—
শান্তভাষী প্রাচীনবাসী
ঘর-গোছানো দাসী
তারি দানে তীর্থ মানি
দ্বীপের পরবাসী ॥

আবার ভাসা মাঝ-দরিয়ায়
প্রথম কালের ঢেউ—
সেই জল-দূর, সোনার বালি
সামনে ধূ ধূ রাস্তা খালি
কোথায় তারা কেউ—
পায়োনিয়র তাদের কথা
না বলতে চাও বোলো না—
আসবে ফিরে তাদেরি দিন
মুক্ত জীবন চিত্ত স্বাধীন
ইতিহাসের ডাক শোনো ঐ
স্মৃতির দুয়োর খোলো না—
বর্তমানের আঁধির মাতন
থামবে আবার, সেই সনাতন
নর-লোকের কীর্তি-সাধন
দুলবে প্রাণের দোলনা—
এবার তবু দ্বীপের জাদু
অভিমানের একটু স্বাদু
স্পর্শ-ভরা চির-হৃদয়
আনলো বুকের মাঝ—
টেবিলে কার অচিন দানে
ভরলো রঙিন সাঁঝ ॥

গানের গান

চিরদিনের বাঁশি

ব্যথায় বাজে বুকে—

তুমি আমার চিরদিনের বাঁশি।

চেয়ে তোমার মুখে

আলোর তলে আসি,

শুনি আমার চিরদিনের বাঁশি।

তোমায় ভালোবাসা

আঁখির জলে ভাসা

হঠাৎ দূরের-আশা

সেই তো আমার চিরদিনের বাঁশি ॥

অনেক গভীর রাতে

চাঁদের আলোয় একা

তোমার পেলেম দেখা

মদির বেদনাতে

ধরলো না আর বুকের কান্নাহাসি।

সেই তো আমার চিরদিনের বাঁশি ॥

রৌদ্রগহন পথে

চলবো তোমার ডাকে

অরণ্যে পর্বতে

মরুপথের বাঁকে,

ধেয়ানে বৈরাগী

তবু তোমায় জাগি—

সংসারে এই চির-পরবাসী।

তুমি আমার চিরদিনের বাঁশি ॥

গানের স্বরে

পরানবাউল কয় গো
কখন হাসি কখন কাঁদি জানাজানির নয় গো,
তুমিই জানো।
গহিন জলে লুকিয়ে চলে আমার জাগর চাঁদ
হারামণি, ওগো আমার মণি—
ছলছলিয়ে কালো ঢেউ-এ উপছে পড়ে বাঁধ
অগাধ পূর্ণিমায়,
কানায়-কানায়।
ভাঁটার টানের কথা
বুকে ঢাকা রয় গো—
তুমিই জানো॥

চাঁদের মুখটি দেখি সেই জুয়ারে
ভাঙা ঘাটের ধারে,
হারামণি, ওগো আমার মণি—
চিরদিনের সাধ
তোমার পরসাদ
উজল কাজল রাত পারায়ে ভোর দুয়ারে আনো,
খ্যাপার পরমাদ।
পরানবাউল কয় গো—
নির্ভরসার একলা বুকে হঠাৎ হাওয়া বয় গো --
তুমিই জানো॥

বাকি যতই বাঁচতে হবে, তোমার দেয়া
তোমার নেয়া
দুঃখবারি

বাইবো স্রোতে একলা সাঁঝে জীবন-খেয়া।
বৃক্ষসারি
অগুন্তি পথ রইবে ঘিরে, চলবো তীরে
মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও, যেন পারি।

আরোই প্রাণে জ্বলুক দানে প্রেমের বাণী
মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও, হে কল্যাণী।

যেন আগুন আলো ক'রে তোমার নামে
ছড়িয়ে যেতে পারি বিদেশ শহর গ্রামে—
শেষের বাঁকে হঠাৎ শুনি দূরের সানাই
তাই যদি চাও
দাহ দিয়ে মানিক বানাই,
মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও।
সংসারে আজ সংসার পার বক্ষে মানি
মঙ্গল দাও, মঙ্গল দাও, হে কল্যাণী॥

পরিণয়

নিটোল বিন্দুর আলো ঘুরোনো গ্রন্থির
ঝলকে স্বর্গীয়
তোমাদের একই সত্তা—
গাঁথা একনরী হারে ;
নবীন অঙ্গের প্রাণ নবীন প্রেমের
অমর অজর খুশি, চোখে বুকে
জেনেছো দু'জনে আত্মহরা

অক্ষৌহিণী কাল প্রাথমিক ;

মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়ে

চিত্রিত সংসারে দোলে সেই ইতিহাস :

শিশু ভাষা, মুক্ত হাসি, অরণ্য আকাশে

লক্ষ নীলা বসন্ত সৌরভী

প্রস্ফুটিত তোমাদেরি কোটি মেঠো ফুল—

শুনেছো অনন্ত পরিণয়ে

মৃদু মৃদঙ্গের বোল দিগন্ত রোদ্দুরে ॥

ধ্যানিত-ধ্যানিতা

এবারে যাত্রার শেষে তোমাদের প্রণতি মন্দিরে

ধরেছো অঞ্জলি ভ'রে দু'জনের আনন্দ-উর্মিল

মন্দাকিনী মর্তধারা,

স্বচ্ছ তটে এসে —

নিয়ে যাও মাঙ্গলিক।

ক্রান্তি-মন্ত্র বিনিময়ে উর্ধ্বে চেয়ে দেখো

সোনার প্রতিমা,

ঝলমল অশ্রুমালা বিরহমৃত্যুর লগ্নপারে

আশীর্বাদ নেমে এলো

জননীর —

ধূলিজয়ী

বিজয়া-সন্ধ্যায়

ভাসানের লগ্নে তাই থাকে ॥

প্রণয়ী

দ্রাক্ষারিষ্ট প্রাণে নেই, গুপ্তপ্রেসে দেয় কবিরাজ ;
কবির গহন গানে যে-দ্রাক্ষার মৃতসঞ্জীবনী
নিটোল সুরের নেশা ঘন স্বর্ণ নীলাঞ্জন মাখা
তাই চায় অমরার সন্ধানী শিল্পী প্রেম-চোখে,
নির্ঝরিত : নেই সুধা আবিষ্টের ধর্মের জঞ্জালে
পঞ্জিকায়, আয়ু-ত্রাণ-পণ্যের অতীত নিরক্ষর
লিপি সে নক্ষত্র-খচা, উদয়াস্ত আলোর অর্যমা
একান্ত সান্নিধ্য তার, হায় ওরে অরিষ্ট-বিলাসী
যাজকের কড়া ভেঙে মানবে কবে অলাবু ভক্ষণ
নিষিদ্ধের গ্রহযোগে, ত্র্যহস্পর্শে বিঘ্ন যাত্রাকালে
মহানিমন্ত্রণে যাবে মুক্ত পথে, জেনে গণনায়
চিন্ময় জ্যোতির শাস্ত্র অনির্ণীত ;

মন্দির চত্বরে

আত্মন্তর সাধু ভক্ত তাদেরি সে গায়ন-সভায়
ভজনে নির্জনে একা কোণে ব'সে দেখো নিমগাছ
ফকিরের তস্‌বি যেন, একটি অদৃশ্য রাগমালা
ঘোরায় কম্পিত পত্রে ; ঢুলী ঢাকী দূরে মৃদু গুরু
বাজারের শব্দে হানে কাছের হৃৎস্পন্দ সারাগ্রামে ;
দুটি পায়রা উড়ে যায়, অবারিত নিঃসীম মাধুরী
ক্রন্দন-উতল তটে দিগন্তের অলভ প্রস্থন
ধরা দেয় বাহুবন্ধে যুগলের, ওদের সে দৃষ্টি সর্বমেশা—
বৌদ্ধ ধ্যান করুণার, যিশু-ধর্ম দেব-মানবের,
একই প্রেম-আয়ুর্বেদ সুফী, শিখ, হিন্দু, ইহুদির ॥

শৈলপত্রে

"ঠাণ্ডা হাওয়া শিরিশিরি গায়ে লাগছে
শুনছি পাতার ইশারা, কুহুর ব্যঞ্জনা, কাঠবেড়ালির ঝুপঝাপ ;
উঁচু নিচু জমি, ছাগল গোরু চরা
পাহাড়ি ছোট্ট ছেলের তদারকে ;
উত্তরে হিমবান পর্বত আকাশচুম্বী মস্তকে ঐ জাগ্রত,
শাদা জটার নিম্নধারী গ্লেশিয়ার স্পষ্ট চোখে পড়লো।"

"শোনো,
নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়
পৃথিবী যেমন সূর্যের দিকে,
তেমনি আমার মন খুঁজছে তোমার ;
ভাষা থেমে নির্ভাষ প্রকাশের পারে
ঐ অরণ্য আকাশে একাত্মিকা।
এইরকমই ভালো।
ক্ষুদ্র সবুজ ঘাস থেকে চন্দ্র গ্রহ সূর্য নিয়ে যেমন পৃথিবীর
গেরস্থালি সেইরকম ছোটো বড়ো দুই মিলিয়ে থাক ॥"

সমর্পণ

পুষ্পার্চিত বসন্তের পাখি-ডাকা গলি
কিছুখন চলি—
রেণু ঝরে চুলে, কানে গানের কূজন ;
প্রাণের পূজন
ফিরে-আসা যৌবনের ক্ষণ স্বর্গলোকে
আবির্ভাব আনে চোখে

হাতে-হাতে দু'জনায় বন-পথে ছোঁয়া পারিজাত,
কাছে নামে সেই দূর দৈবের প্রভাত।
ক্রমে শৈলপারে ছিন্ন চেনার বন্ধনী
আয়ুর তর্জনী
শূন্যে তোলে, শান্ত তটে জাগে সিন্ধুধ্বনি।
কিছুই হারায়নি তবু, একই নাট্যে ভিন্ন যবনিকা
অন্তরালে জলে নীল শিখা;
ছলছল করুণায় দীপ্তি তুমি দুই পারে স্থির
অমরাবতীর॥

১৯৬৭

অমরাবতী

(...দিব্যানি ধামানি...)

কে-সে প্রাণ এই প্রাণ ঊর্মিল জলের কিনারায়
অমরার দুই পারে একটি সন্ধানে নিয়ে যায়—শোনো—
অদৃশ্যের নীলাঞ্জনে ঢেকে
স্বর্ণগতি চিরদিন এই দিনে দিয়ে গেলো সে-কে॥

ধার্মিক

বলে, হরি হরি,
যেন হরিতকী
শুকনো বোতলে—
করতলগত যেন আমলকী—
অথচ হঠাৎ ভুলেও

দেখেনি হরিকে হরিৎ শর্ষে ক্ষেতে,
পথে যেতে-যেতে
মৌরি ফুলেও ;
যায়নি পাড়ায় হরিসাধনের
দর্জি দোকানে,
শোনেনি দু'কানে
দরাজ হাস্য—
খুশি বাদনের
বিমল ভাষ্য ॥

বাকি

যথেষ্ট নয়
যা বলেছি তাতে বাদ পড়লো
যা করলাম তাতে ধরলো না
প্রতিবেশী চাঁদ
অমাবস্যার চোখে কোথায়
সূর্য পৌঁছয় না
বন্ধ বুকে শারসি আঁটা প্রাণে হাওয়া কৈ
যদি ফিরোতে হয় দিনকে
আশ্চর্যের সুযোগ এই হঠাৎ যোগে পাওয়া
এমন ক'রে হারানো
তবু জেনো জেনেছিলাম
বেদনার অতীত শেষ মুহূর্তে ॥

পুরীর সমুদ্র

আয়ু হ'লো ক্ষয়।
তীর্থরেখা প্রান্তে এসে (শান্ত হোক)
দেহের বিলয় ॥

বালির উপরে ঝাউছায়া।
দূরের গর্জন ঝড়ে অবিশ্রান্ত (নীলালোক)
দোলে মৃত্যুকায়া ॥

অনেক ঘুরেছে শরীর।
এবার সময় হ'লো শুদ্ধ বেলা (ফিরে দেয়া)
শাদা অস্থি-র ॥

যেমন শেষাঙ্কে স্তরে-স্তরে
অসংখ্য অঙ্কিত চিহ্ন শামুক ঝিনুক (সাঙ্গ খেয়া)
তট-পরে ॥

ভগ্নী নিবেদিতা

যে-উর্ধ্বের দীপ্তিলাগা প্রাণময় চৈতন্য তোমার
জ্বেলেছিলে পশ্চিম সংসারে
তারি শিখা নিয়ে এলে, ভগ্নী নিবেদিতা,
আর্যাবর্তে ; নীলিম স্বর্গের বেদীতলে
দিব্য পুরুষের কণ্ঠে মন্ত্র শুনে পুণ্য ভারতীর
সারা জীবনের অর্ঘ্য রেখে গেলে এইখানে
ধ্যানে-কর্মে মুক্তযোগ ; ঘরে-ঘরে
বাংলা দেশ পেয়েছে তোমায় ॥

বিশ্ব সমুদ্রের পারে-পারে
মানবজাতির শ্রুতি যে-ভাষার ঐকতলে জাগা
সেই আদি-ভবিষ্যের ভাষা তুমি শুনে গঙ্গাতীরে
স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছো, কাহিনী-সংস্কৃতি-ইতিহাস
গেঁথেছো নবীন ধৃতি, ভারতীর চিত্রিত সাধনে
তোমার তীর্থের ধাপে-ধাপে।
শৈল কৈলাসের
শ্বেতশ্যাম শীর্ষ হ'তে দূর কন্যাকুমারিকা
আসমুদ্র দৃষ্টি তুমি একটি আশ্রমের
মহান ঐশ্বর্যবৃত্তে করেছো বরণ—
তপস্বিনী, তোমার মানসে
দ্বাদশ দেউল আর নতুন মন্দির সমর্পিত
যুগে-যুগে আমাদেরি কালে—
চিরদিন সাম্প্রতিক : একই ধর্ম সেই
বিচিত্র মানবধর্মে জেনেছো একান্ত প্রকাশনী

ছবি জাগে কলকাতায় শ্রীবিহীন গলির পাড়ায়
দুরূহ অস্তিক জীবনে
সম্মার্জনী হাতে তুমি স্তূপীকৃত মলিনতা
প্রত্যহ করেছো দূর, কারুণ্যে নিবিড়
প্রাণের সংগ্রামে নেমে গৃহস্থ সংসারে দুঃখবহ
জানালে গৌরব তবু, ভারতী বাঙালি
আপন মিলিত সৌধ গড়বে কোন দিন
নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রে, সে আশ্বাস হারাওনি বুকে—
বিদায় নিয়েছো এই আহত দূরের স্বদেশে ॥

বাংলার ডায়েরি

এক

অবিভক্ত বাংলার মাটিতে
জেনেছি প্রাণের দান কত পূর্বপুরুষানুক্রমে
অপূর্ব সংস্কৃতি সেই,
নদীচর কচিধান নয়ন-সবুজে দেখা তীর
ডুবে আছে চেতনায়, উলু-দেয়া বিয়ে, শাঁখ ধূপ
ময়নামতীর গান, গাঁথা সূক্ষ্ম রঙিন সুতোয়
নক্সিকাঁথার মাঠ, গুরু-মুর্সিদ্যার ভক্ত দোহা,
নমাজ ভজন গাঁয়ে, চৈত্রের চড়কে
চিত্রার্পিত ছায়াতটে মেলা বসে, হাটে-হাটে
কদমা বাতাসা স্তূপ, ঢাকাই শাড়ির শিল্পশোভা,
মহরমে দশমীতে দামামা উৎসব, বারোয়ারি।
ইছামতী
কাব্যে বয় রবীন্দ্রের করুণার সৃজনমহিমা,
ঝলমল পদ্মাজলে তাঁরি গানে ভাসা
সোনার তরণী ;
গঞ্জঘাটে শস্যপাট চাঁদপুরে
ব্যস্ত পরিতৃপ্ত ছবি-ভরা ;
প্রবাসে আমার
স্বপ্নাঞ্জন মাখা সেই ছবি আজো শুভ সত্যতম ॥

দুই

মধ্যে এসেছিলো ঝড়, গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালি
দেখেছি আগুন জ্বালা,
স্বাধীন ভারতে ঐক্যভাঙা
অলীক ধর্মের ঝাণ্ডা ত্রিভগ্ন দেশের মর্মে ওড়ে
জিন্না-বৃত্তি ঘেরা অন্ধকারে ;

সেদিন দুঃসহ, তবু, সারা পূর্ববাংলা গ্রামে-গ্রামে
সহস্র শিরায় এক বাংলা ভাষা, হিন্দু মুসলমান
মেঘনীল মেঘনায় তীরহীন একান্ত মাতৃক
বৃহৎ সন্ধান পাবে আপন নিভৃত পরিবেশে—
ছিলো সে প্রত্যাশা বুকে, ধনে ধান্যে চাষে ব্যবসায়ে
আহরণে শ্রমে জাগবে বিশ্বজোড়া জাগরণ-দিনে
সমগ্র বাঙালি—হায়, সে-ভরসা ছিন্ন বারবার ;
পররাষ্ট্র কলোনির প্রভুত্ব প্রত্যহ সয় যারা
তাদের সহায় কে বা, দস্যুর বিদেশী বন্ধুদল
জোগালো মারণ যন্ত্র, কুবের সোনার থলি খুলে
অবাঙালি দুর্গ গড়ে বাংলার ঐতিহ্যবিরোধী
পাকিস্তানি মন্ত্রণায় ;
গুঞ্জরিত
প্রাণের বসন্তদিনে বাংলার মৌ-বনে দিঘিতে
করাল ভয়ার্ত ছায়া,
চতুর্দিকে পশ্চিমী সৈনিক ;
কোথায় পীরের সিন্নি, হিন্দু পূজাব্রতে
বাধা পড়ে, তবু ত্রস্ত পদে
তুলসীতলায় চলে গৃহবধূ শান্ত স্নেহময়ী,
দীপ হাতে ;
পুরোনো মসজিদে
ক্ষীণধ্বনি মুয়েজিন ;
পূর্ববঙ্গ জুড়ে
সবই যেন মূর্ছা ঢাকা ; জেল ভর্তি, কণ্ঠরোধ ;
আতঙ্কের তলে-তলে কারা
আশ্চর্য নেতার নামে জড়ো হয়, আয়ামির দল
মুজিবের মুখে চেয়ে সারা পাকিস্তানে ভোটে জেতে ;
সংঘশক্তি মুক্তির নিশানী,
রোধ করবে সাধ্য কার ?
কাপুরুষ রাষ্ট্র ভেঙে পড়ে।

যুগান্ত জেনেও শেষ বাঙালি-বধের হন্যতায়
নরজন্তু ছুটে আসে রাতে—
ঝঞ্ঝা নামে,
এলো ঐ
মার্চের পঁচিশে লগ্নবেলা ॥

তি ন

মৃত্যুর তাঞ্জামে চ'ড়ে মরীয়া সঙের আক্রমণ,
প্রমত্তের উল্লম্ফন—শুধু হ'তো পৈশাচিক হাসি
(করাচির ব্যঙ্গযাত্রা), কিন্তু তারা
যতই ইতর হোক, ইমান ইজ্জতহারা তারা
টিক্কা-ইয়াহিয়া দলে হুক্কাহুয়া ওরা শত-শত
গ্রাম বন, বসতির নগর দোকান, ক্ষেত মাঠ
জ্বালিয়েছে বাংলাদেশে, কোটি নির্বাসিত, হত,-
ভয়ংকর রঙ্গ শেষে হার মানে ওরা পঙ্গপাল
কিন্তু কী দারুণ মূল্য দিতে হ'লো মানুষের দামে
(মহার্ঘ জহ্লাদপর্ব ওদেরো ক্ষতির তহবিলে)
ইতিহাসে এ-ঘটনা কোনোদিনই হবে সহনীয় ?

সমুদ্রপারের ব্যথা বুকে নিয়ে বাঙালি-ভারতী
গিয়েছি ঢাকায়, দু'দিনেই
যা জেনেছি, দেখি চোখে, শুনেছি যা সর্বজন কাছে
কথায় বলার সাধ্য নেই—
ভাগ্য তবু খুলে গেলো স্বর্ণদ্বার অন্ধকারে
যখন মুজিব মুক্তি পেয়ে
এসেছেন ফিরে জয়ী নিজ বাংলাদেশে ;
নারদ নারদ ব'লে যারা যুদ্ধে জোগালো ইন্ধন
আগ্নেয় রসদ আর রণতরী মূঢ়ের বিক্রমে

প্রচুর মিথ্যার যোগে—
তাদের মুখেতে কালি, কিন্তু তাতে শান্তি নেই
এ তো জয় পরাজয় মান আর অপমান নয়
এ যে সাক্ষী বাংলাদেশে চরম পরীক্ষা সন্ধিক্ষণে—
সমস্ত মানবজাতি দেখেছে বিপদ, ক-টি দেশ
মেনেছে মিত্রের ধর্ম ? (মুষ্টিমেয়) আজ তাই
শুধু বাঙালিকে নয়, ভারতী চরম সভ্যতাকে—
তারো চেয়ে বেশি, আজ সমস্ত মানবসভ্যতাকে
বলা চাই : সাড়া দাও, কার কবে পালা স্থরু হবে :
প্রতিকার আনো প্রস্তুতির ;
স্বাধীন দেশকে নতি দিয়ো,
ইন্দিরা গান্ধীকে আর ভারতের বীর ত্যাগীদের।
নতুন যুগের ধর্মী পাকিস্তানি তোমরা এসো কাছে,
প্রকাণ্ড উৎসবে আজ সবে মিলে জানাবো স্বীকৃতি।
গ'ড়ে তুলবো ভাঙা ঘর, সর্বহারা জনতাজীবন,
পৃথিবীর বায়ু আয়ু রঞ্জিত প্রাণের মহাবলে
বাজাবো মুক্তির শাঁখ।
ক্ষমা চাই, সেরা পাপীদের শাস্তি চাই
মহাজাতি বিচার-সভায়,
করুণার বীর্যে যেন মাতৃভাবা অমৃত বন্ধনে
বাঁধা পড়ি আনন্দে গৌরবে—
রবীন্দ্রনাথের বাংলা যেন জেগে ওঠে, জেগে থাকে॥

আঁচল

কচি ঘাস, মাঠ, পাশে জল,

বসুমা, তোমার আঁচল

এখানে বিছাও—

মাথা রেখে শোবো আর দেখবো উধাও

মেঘে-মেঘে চলে নীলাকাশ ,

শেষ ক'রে দূর পরবাস

ফিরে আসি ধরিত্রীর ছেলে,

মাটি, তুমি নাও বুক মেলে ॥

অনিঃশেষ

উৎসর্গ

কল্যাণীয় সাহিত্য-শিল্পী, অধ্যাপক শ্রীমান নরেশ গুহ —
এই কবিতাগুলি তোমাকে উৎসর্গ করছি।

দিনান্ত—ওঁ

ভূঃ

ভূবঃ

স্বঃ—

অসীমের মাটিতে ব'সে কী করছ?

সকাল গেলো, দুপুর শেষ, বিকেলের বাড়িফেরা,

প্রত্যহের ব্যসনে মরীচিকায় গুজবে

সন্ধ্যা নেমে এলো—

প্রাণের আয়োজন কি এই জন্যে?

দ্বার খুলে গায়ত্রীর নিত্যলগ্নে

স্বরূপী নীল অগ্নির দান

নিয়েছো নিজের ঘরে?

বুকের স্পন্দনে শোনো সৌরধ্বনি?

যা যথেষ্ট তার চেয়ে বেশি কী নিয়ে যাবে,

হে পান্থ,

সমস্তের স্তব্ধ মোহানায়॥

গৌরীপুর, আসাম

ক্রমান্বিত

বৃষ্টি,

এক ফোঁটা, দুই ফোঁটা। একত্র ধারা

টপটপ পড়ছে বাড়ির টিনের ছাদে,

ছোট্ট দোপাটির বাগান জলে ভ'রে এলো

আমাদের পুকুর আর পারের সব্‌জি খেত

রূপোলি-কালো একশ' জলের তলে;

ছলছল, ঝিরিঝিরি, বেল-জাম-লিচু গাছে
বিন্দু গুণতে গিয়ে ভুল হ'লো, শব্দ নামে ঝাম্‌রে,
স্নাত জল ঠাণ্ডায় ছোঁয় সর্বাঙ্গ,
ক্ষুদে পুঁটিমাছ আর সাঁপলার সঙ্গ-স্রোতে
ডোবা সংসারে ভাসছি, ঘুরছি, জাগছি ; নিবিড় ঢেউ—
এবারে কি বন্যায় হারাবে গ্রাম,
সব জল এক হবে ঐ ব্রহ্মপুত্রে, ধুবড়ির কাছে·
তার পর ধূ ধূ সমুদ্র,
সর্বহীন
ভাবাই যায় না ॥

ত্রয়ী স্তোত্র

মেকং মেনাম ইরাবতী—
সমুদ্রের পূর্ণ জলে
তোমাদের জানাই প্রণতি।
নীলার্ক আকাশ ঝলে,
শূন্য ধরা, তারি তলে
এনেছো প্রাণের স্বপ্ন-গতি ;
যুগে-যুগে নিত্য ধারাবতী,
তোমাদের জানাই প্রণতি।

স্পন্দমান তরুতৃণে শ্যামাঙ্কুর
মাটি শোনে অরণ্যমর্মর ;
লোকালয় তীরে-তীরে বাঁধা হ'লো ঘর।
বীজকে বাঁচালে, দিলে সুজাত শিশুর মাতৃভূমি,
মেঘে ছায়া কোমল মৌসুমী।

ধন ধান সয়াবীন চষা মাঠে
শতশাখা অন্তঃশীলা, ঘাটে-ঘাটে
তোমাদের দান পুণ্যব্রতী—
মেক' মেনাম ইরাবতী ॥

॥ ২

এসেছি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিবেশে,
গঙ্গাতীর্থ বাসা হ'তে, ব'লে যাই তোমার উদ্দেশে
হে মেকং : জানি আজ অদূরে পল্লীতে শহরে
বোমারু শকুনি যত ঝাঁকে-ঝাঁকে মৃত্যু আনে ঘরে,—
নৃহত্যার পশ্চাঘাতে শেষ পালা ওদেবি উড্ডীন—
সারা ভিয়েৎনাম জুড়ে জয়ী শঙ্খ বাজবে সেদিন।
কী ভাগ্য তোমার জলে আজকে দুপুরে
হঠাৎ দেখেছি রৌদ্রে পরীবাজ্যে স্রোতের নূপুরে
নর্তকীর হাল্কা পালে দোলা
সাম্পান্ চলেছে ঢেউ তোলা।
মনে পড়ে আংকোরের কত মূর্তি ভৈরব-ভৈরবী
চিত্রগাত্রে মন্দিরের অঙ্কিত অসংখ্য ধবে ছবি—
তোমারি অদৃশ্য তটে দেখেছি কাম্বোজে,
মুহূর্ত সে এলো কার খোঁজে—
জলের অপ্সরী সেও দিগন্তে হারানো
দু চোখ পারানো।
হায় সন্ধ্যা, যন্ত্রণায় ঘিরে আসে ফের
পণ্যযুদ্ধ, ক্রীতদাস সাইগন রাষ্ট্রের—
মাথা নীচু ক'রে ভাবি কলঙ্ক সংসারে
স্বর্গমর্ত্য ছিন্ন হ'লো কালো অন্ধকারে।
মনকে জানাই, বন্ধু, তবু বারবার
যে-বাণী বাহিনী তুমি তারি ধ্বনি বাঁধে দুই পার ॥

দুই—

মেনাম, প্রাচীন তীর্থ তীরে-তীরে, থাই-দেশে
চন্দ্রাঙ্কিত ইতিহাস, আদি-স্রোতে মেশে
হিন্দু বৌদ্ধধারা, শুদ্ধ ধারণার
অটুট কল্যাণকীর্তি, শিল্পের সম্ভার,
সব্‌জি-ভরা নৌকো আসে, রাঙা ভোরে
পল্লীর বাজার ব্যস্ত, নদীর বন্দরে
সহজ সুন্দর নরনারী,
দু পাশে অযুদ্ধা-পথে ছায়াগাছ সারি-সারি,
অনন্ত সময়ে চলে পদাতিক, দুটো ট্রাক্‌
হঠাৎ ধুলোয় ছোটে, কাদের সৈনিক, মৌন বাক
শঙ্কিত গ্রামের চিত্ত—এ দিন যাবেই—
—আত্মবিস্মৃতির পর্ব, যুদ্ধলুব্ধ মোহ সেই
দুর্বলের, প্রবল-বিদেশী তাবো ; হায়,
সধার্মিক বৌদ্ধরাজ্য-বধের মুদ্রায়
এ কোন পূর্বীয় বিত্ত, গুপ্ত বায়ুযানে
প্রাত্যহিক সমবায়, মৈত্রীযোগ মৃত্যুর সন্ধানে,
পার্শ্বীয় সভ্যতাধ্বংসে ; ধিক—

সমধিক
শোনাও ব্যাংককে আজ আশ্রিত বন্ধুকে
যে-গান কখনো নেই বারুদে বন্দুকে,
ষড়যন্ত্রে ; চির-থাই, দাও তরুণের
অকুণ্ঠ জয়ের কণ্ঠে নব্য-অরুণের
উদিতি-জ্ঞানের মাত্রা, চৈতন্য-বিজ্ঞান,
চুলা-লং-কর্ণের অর্জিত সম্মান
সৃষ্টিশীল বিশ্ববিদ্যা, ভরুক পসরা
অমেয় বৌদ্ধস্তবে, নৃত্য পরম্পরা :
সেই শ্যাম নয় কারো অনুকারণিক
লাল-কালো-শাদা-হলুদে বিদ্বেষ-বণিক।

লোকায়ত-লোকরক্ষা, শান্তির মাটিতে শক্তি-গ্রাম
পলে-পলে বাঁধো তুমি, স্নিগ্ধ জলে, হে পুণ্য মেনাম

— তিন —

জানো কিনা, ইরাবতী, তোমার প্রীতির বন্দনায়
রবীন্দ্রনাথের গীতি ; সিন্ধু-যাত্রী মিলন-বিদায়
সত্তার মোহানামুখে তোমারি গভীর ছন্দে-লীন
মৃত্তিকার রূপস্পর্শ তাঁর কাব্যে জেগেছে সেদিন।
আমরা বাঙালী মানি নদীর আসঙ্গে পাই কাছে
তোমার স্বর্ণভূমি, বন্যাধারা আনো নিত্য নাচে
যমুনা-গঙ্গার মতো, আনন্দবর্ষিণী স্নিগ্ধ স্নানে
কত বর্মী গ্রামে-গ্রামে গৃহস্থালি ভরো কর্মে-গানে ;
চৈতন্যবারিধি পুষ্পে, জীবজন্তু প্রাণের তোরণ,
তুমি জন্মমৃত্যু-পার, স্তরে-স্তরে স্মৃতি-বিস্মরণ,
বচো দূর আকাশিকা ;

মান্দালয়ে পরো রত্নমালা,
রক্ত-রুবি, নীলা-গাথা ; জল দৃষ্টি রেঙ্গুনে নিরালা,
সোয়ে-ডাগনের শীর্ষে চেয়ে দেখো ; ব্রিজে আলো দোলে
লক্ষ লক্ষ ;

আসন্নিক অভিসার ;

সমুদ্রের কোলে
নির্বাণপ্রদীপ্ত ধৃতি,—

ইরাবতী, শোনো আরবার
স্বর্ণভূমি-ভারতীর ফিরে হোক আত্মীয় সংসার
যুগ-শতকের পর্বে. এই ক্ষণ-বিচ্ছেদের ছায়া
রাষ্ট্রদূতক্রীড়া যেন নির্বাপিত হয় মহামায়া
হঠাৎ মালিন্য-মুক্ত.—মহোজ্জ্বল—

দূরে যাই চ'লে
প্রতিবেশিনীর কণ্ঠে তুমি বলো ঢেউ-এর কল্লোলে

'আপূর্যমানং'' মন্ত্র ''অচল প্রতিষ্ঠ'' ধ্রুব, স্থির
সাক্ষী তুমি, মাতা, কন্যা, প্রেয়সী প্রতীক লাবণীর

আবর্ত

মেকং মেনাম ইরাবতী
—সৌরনীল অঞ্জলি ভ'রেছি—
তোমাদের জানাই প্রণতি ॥

ভোরের তর্পণ

হাম্বা

নরম মোটা শান্ত সুন্দর চাঁদকপালী গোরু
কালো, ধলী, বাদামী
পুরু সবুজ ঘাসে মুখ-ডোবানো,
প্রসন্ন নির্ণীত তোমাদের শ্যামল জাবর-কাটা দিন।
পাড়া গৌরীপুর, কাছে লাউখাওয়া বিল—
মেহেদি-বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে
পাতকুয়োর পাশে
চুপ ক'রে দেখছি—
তৃপ্তি চারিয়ে যাচ্ছে শান্ত আকাশে
সব শরীর প্রাণের শিরায় ;
রাখাল ঘুমোচ্ছে আরাম-ছায়ায়,—
গজর গজর শব্দ।
বড়ো-বড়ো চোখ বাছুরের হাম্বা ॥

শৈশবের দিন ফিরেছে লুকোনো এই বেলায়—
ঠাকুরমা নিজের হাতে বাড়ির গোরু-বাছুরদের দিতেন অন্ন,
তাঁকেও যেন ফিরে পেলাম—
এও আমার ভোরবেলায়

দেওঘরে অশোকাশ্রমে—

চোখে দেখছি নন্দন পাহাড়, দূরে ত্রিকূট

সন্ধি

এদিকে

ব্যাপার শীতের গরম র‍্যাপার

ব্যবসা : বিষম প্রয়োজন কেরোসিন ওজন

করছি,

লঙ্কা তিসির থলি স্থদের দোকানে ভরছি—

হাটে চড়ি মন্দি তারি অন্ধিসন্ধি অনিশ্চয়

সঙ্গে নিয়ে চলি শ্যামবাজারের অদ্বিতীয় গলি

নিলামের জুতো জামা ফিতে চাঁদনিতে : ঘুরে মরছি-

ঘুঁটের ধোঁয়ায় সন্ধ্যা হয় ॥

ওদিকে

হাওড়া ব্রিজের গঙ্গায় রুপোলি স্রোতে

কোথায় কোথা হ'তে সমুদ্রে-মেঘে রঙিন অভিন্ন বেগে

অম্বিষ্ট জলের চলন প্রাণে ঢেউ-এর গড়ন সাংখ্য মাত্রায়

অসংখ্য এক যাত্রায় আমারি সংসারে ছুটছে—

চৈতন্যে দূরের সূর্য উঠছে।

কোনখানে সেতু বাঁচার হেতু—

কে দেয় সাড়া কবি নাক্ষত্রিক ছাড়া

দৃশ্য-অদৃশ্যের বাঁকে তারাও হারিয়ে থাকে

নইলে সইতে পারতো না

তীব্র কলকাতার অগণ্য কোটির প্রার্থনা ॥

যুক্ত সংসার

নতদৃষ্টি মাধুরীর পারে, কাছে দূরে, জানো তুমি
বিশ্বচ্ছায়া। হে সুন্দরী, নন্দিত পুষ্পার্ঘ্য বনভূমি
কহ্লার হ্রদের প্রান্তে, তরুর ত্রিকূট চিত্র মেঘে
তারো ঊর্ধ্বে অনির্ণীত জ্যোতিঃ-ছায়া নীল শান্ত বেগে
তোমাকে ডেকেছে ঐ,
তবু তুমি ভোরে স্নান সেরে
স্বেচ্ছায় আনন্দবন্দী আছো নিত্য সংসারের ঘেরে,
কল্যাণবর্ণিনী, ধীরে যদি পারো নিকোনো আঙনে
গৃহস্থালি শত জালে ধৃত মুক্ত প্রত্যহ জীবনে
মেনে নিয়ো চৈত্র ঝঞ্ঝা, শুকনো ফাটা মাটি আর রোদে
নামে যেই বর্ষাধারা, রান্না ঘরে অজানার বোধে
বাসনকোসন ফেলে দ্রুত যেয়ো জানালায় একা
দাঁড়িয়ো শ্রাবণী মুগ্ধ, জনস্রোত তিমিরাশ্রুরেখা
ব্যাহত না করে যেন পরম আত্মীয়ঘেরা বুকে
তোমার জীবনীছন্দ, আবির্ভাব বিরাট সম্মুখে
জেনো তাও ব্যাপ্ত দান,
তাই হোক, দুয়ের আসন
মৃন্ময়ী-স্বর্গীয় ধ্যান, মস্তিকের একান্ত লগন
নতুন সান্নিধ্য যুগে, হয়তো বা সেই সন্ধিক্ষণে
তুলসীতলায় জ্বেলে সন্ধ্যাদীপ, সুযাত্রা-মননে
প্রতিবেশী চর্যা ব্রতে অর্ঘ্য দেবে বাসুমতি চাল
সুগন্ধি প্রসাদ থালি, ফলমূল, চন্দনে কপাল
ছুঁয়ে বোলো, এসো ভাই, এই তীর্থে আত্মপর ভুলে
সতী সাধ্বী পুণ্য হই সর্বান্ত প্রেমের দ্বার খুলে ॥

বীর-বন্দনা

সুভাষিত বাক্য যাঁর, সমুজ্জ্বল প্রসন্ন ললাট
সর্বস্ব ত্যাগের বীর্যে, চিত্তযোগী, সেবায় সম্রাট
তাঁর কথা মনে পড়ে, কতবার জীবনের পথে
দেখেছি বিজয়ী মূর্তি, অক্লান্ত দেশাত্ম চর্যাব্রতে
উদিত প্রভায় তাঁর খুলে গেছে দিগন্ত বিরাট
বহুজনতার বক্ষে, নেতাজি নেতাজি ধ্বনিস্বরে
ধন্য হ'লো শুভদিন জাতীয় গৌরবে
মিলিত কর্মের মহোৎসবে।
লাহোরে দিল্লীতে দেখা, কলকাতায় দীর্ঘ প্রতিবেশী
সান্নিধ্য এল্‌গিন রোডে— মধ্যে দূরদেশী
গেছি স্নিগ্ধ কার্ল্‌সবাডে, ছিলাম তাঁরি যে অতিথি
সে বরেণ্য স্নেহধন্য শৈলগাথা স্মৃতি
পথচারী আলাপের রত্ন আজো রয়েছে নিভৃত

তার পরে যুদ্ধ এলো, প্রলয় ছড়ালো দেশে-দেশে—
নিষ্ক্রমণ পর্ব তাঁর, ভারত-মুক্তির চিরোদ্দেশে
একাকীর অভিযান, কোথা শুরু, কোথা লগ্নশেষে
বীর-ভাগ্যে কী পরীক্ষা ইতিহাসে অস্পষ্ট গ্রথিত,
এখনো কাহিনী যেন , পশ্চিম-পূর্বের মিশ্র পটে
শুধু এক বার্তা এলো "দিল্লী চলো", দারুণ সংকটে
ভঙ্গহীন জয়বাণী "জয় হিন্দ্" - মাতৃভূমি ফিরে
পেলো না সন্তান তাঁরে, তবু তীরে তীরে
"জয় হিন্দ্" "জয় হিন্দ্" যুগে-যুগে তাঁরি কণ্ঠে জাগে-

এরি মধ্যে নব জন্মদিন
সর্বস্ব হারানো প্রহরে,
হে প্রাণ, তোমার দ্বার খোলো—
আয়ুময় দেহে দ্যুতি ভ'রে
এসেছিলো সেই যে নবীন
অগম্য কোথায় বলো থাকে,-
খুঁজতে গিয়ে তাকে
চেনা ঘরে
মৃত্যুও পেরোতে হ'লো ॥

বাংলাদেশ

কল্যাণীর ধারাবাহী যে-মাধুরী বাংলা ভাষায়
গড়েছে আত্মীয় পল্লী, যমুনা-পদ্মার তীরে-তীরে
রূপোলি জলের ধারে, আম-জাম-নারকল ঘেরা
আমন ধানের খেতে শ্রুতিময় তারি অন্তর্লীন
বাণী শোনো প্রাত্যহিক—বহুমিশ্র প্রাণের সংসারে
সেই বাংলাদেশে ছিলো সহস্রের একটি কাহিনী
কোরানে পুরাণে শিল্পে, পালা-পার্বণের ঢাকে ঢোলে,
আউল বাউল নাচে ; পুণ্যাহের সানাই রঞ্জিত
রোদ্দুরে আকাশতলে দেখো কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে, খড়ে-ছাওয়া ঘরের আঙনে
মাঠে ঘাটে শ্রমসঙ্গী নানাজাতিধর্মের বসতি—
চিরদিন বাংলাদেশ—
ওরা কারা বুনো দল ঢোকে
এরি মধ্যে (থামাও, থামাও), স্বর্ণগ্রাম বুক ছিঁড়ে

অস্ত্র হাতে নামে সান্ত্রী কাপুরুষ, অধম রাষ্ট্রের
রক্তপতাকা তোলে, কোটি মানুষের সমবায়ী
সভ্যতার ভাষা এরা রদ করবে ভাবে, মরু-পশু
মারীর অন্ধতা ঝড়ে হানে অসহায় নরনারী
অলভ্য জয়ের লোভে, জ্বালায় শহর, গ্রামে-গ্রামে
প্রাচীন সংহতি ভেঙে ভগ্নস্তূপে দূরের উল্লুক
বাঁধে কেল্লা, (পারবে না, পারবে না), পাপাশ্রয়ী পরজীবী
যতই লুণ্ঠন করে শস্য পাট পণ্য, ঘরে-ঘরে
ছড়ায় অমেয় শোক, ধর্মনাশ হত্যার ছায়ায়
ঘেরে আর্ত গৃহস্থালী, চতুর্গুণ হিন্দু মুসলমান
বাংলার বাঙালি তত জানে জন্মমৃত্যুর বন্ধনে
অভিন্ন আপন সত্তা,

লক্ষ-লক্ষ হা-ঘরে দুর্গত
ঘৃণ্য যম-দূত-সেনা এড়িয়ে সীমান্ত পারে ছোটে,
পথে-পথে অনশনে অন্তিম যন্ত্রণা রোগে ত্রাসে
সহস্রের অবসান, হন্তারক বারুদে বন্দুকে
মূর্ছিত—মৃতের দেহ বিদ্ধ ক'রে, হত্যা-ব্যবসায়ী
বাংলাদেশ ধ্বংস-কাব্যে জানে না পৌঁছলো জাহান্নমে
এ-জন্মেই ;

বাংলাদেশ অনন্ত অক্ষত মূর্তি জাগে ॥

২

ওঠো-ওঠো জনমন দেশে-দেশে, আজো বেলা আছে
শেষ করো ইতরের অত্যাচার মুক্ত বাংলাদেশে—
আগ্নিক উন্মত্ত পর্ব হু হু জ্বালা ইন্ধন পবনে
থামবে না বাংলাপ্রান্তে, পাকিস্তান-ভারত সীমায়,
এশিয়ায়, দাহ তার ফিরবে দ্রুত পশ্চিমী শিবিরে
শতঘ্নীর যন্ত্রশালে : ভিয়েৎ-নামের মাইলাই
কে চায় ?   পশ্চিমে-পূর্বে অগণ্য আহুতি ক্ষান্ত হোক
নতুন সম্ভাব্য যুগে, জাগো সাম্য-স্বাধীন সমাজ

মানুষের পরিচয়ে সাবিকের দুর্জয় বিধানে,
জাগো পাকিস্তানি যুবা, ছাত্রদল—চির-চীন দেশ
মাঙ্গলিক প্রতিবেশী ইতিহাস রচো পুনর্বার
করুণার আভিজাত্যে, ভারতীয় বীর্য সহযোগী
সৃজনের মহিমায় যুক্ত হও নবীন মার্কিনি
বর্বরবিরোধী দলে—জনতাবধের তন্ত্র হ'তে
রক্ষা করো ধরণীকে,

—দেখো সবে, পূব বাংলাদেশে
জন্তু আক্রমণে দিন হঠাৎ মধ্যাহ্নে অন্ধকার,
রাত্রে নিশাচর—শক্তি—পররাষ্ট্র—কবর-বিলাসী
ধ্বংস করে ধনপ্রাণ.

সারা বাংলাদেশ উপদ্রুত
চেয়ে আছে শিশুচক্ষে, নরনারী মুমূর্ষু আলোয়
অজেয় গৌরব আশা রেখে গেছে, তীব্র হাহাকার
আনে শেষ প্রশ্নোত্তর, আসন্নিক মানব গগনে
পর্জন্যের শঙ্খ ঐ বেজে ওঠে দীর্ণ বঙ্গ ভূমে—
চরম যন্ত্রণাঙ্গনে বাংলাদেশে লোকায়ত যারা
ভবিষ্যৎ গড়ে তারা বিশ্বে আজ হবে অস্বীকৃত ?

সুদূর কল্পনা

মহাচীন,

অর্বাচীন এরা কারা তোমার নামের
নিশান নামায় নীচে, স্বদেশে, সীমান্ত প্রতিবেশে
তিব্বতে প্রভুত্ব-স্পর্ধা, হিমালয়ে ভারতী গ্রামের
পথে ও প্রান্তরে লুব্ধ আক্রমণ, মিত্রঘাতী শেষে
আণবিক ভস্ম মেখে বড়ো হ'তে চায় দাম্ভিকতায়
সাম্রাজ্য-বণিক বিশ্বে,

এরা কারা যুগান্ধ বিক্রমে
দস্যুর দোসর হ'য়ে তুচ্ছ করে কাশ্মীরে বাংলায়
ভারতের ইতিবৃত্ত ; জানে না বিস্মৃত, শক্তি-ভ্রমে
তোমার উদার সেই মাঙ্গল্যশক্তি যা কালে-কালে
সিঞ্চিত মৃত্তিকা হ'তে তুলেছিলো সভ্যতা ফসল
পূর্বের প্রত্যুষ লগ্নে,

হলদে-নদী-তীরে প্রাণজ্বালে
বেঁধেছিলো চৈনবীর গৃহধর্ম সংযুক্ত সম্বল
কন্‌ফ্যুসিয়স্‌-নীতি, সার্বিক জাতির "স্বর্ণরীতি",
শিল্প-শ্রম—এরা ভোলে—এদের চৈতন্যে অভাস্বর
লাওৎসে-র দীপ্তিহাস্য, মানবিক উদার সম্প্রীতি
বৈরিতা-ত্যাগের ধর্ম ;

বৌদ্ধযুগে ছিলো পদাক্ষর
মধ্য-এশিয়ায় কবে, পারস্পরিক দান-বিধি
শুধু পুণ্যে নয়, পণ্যে, উৎকর্ষ আকর্ষ ভরা দিন—
অলীক এদের কাছে, কিম্বদন্তী ; এরা প্রতিনিধি
রাষ্ট্রযুদ্ধে, ঊর্ধ্বমুষ্টি, ভুলেছে তোমায়, মহাচীন।

বিশ্বের সভায় শেষে শ্রেয় স্থান পেয়েছো গৌরবে
শুভ আগমনী তবু অসম্পূর্ণ ; পূর্বে ও পশ্চিমে,
আফ্রিকায়, জনালয়ে দেশে-দেশে চেয়ে আছি সবে
কলঙ্কিত অত্যাচার ভিয়েৎনাম্‌-যুদ্ধের অন্তিমে
হয়তো রুধবে তুমি, কঠিন বিপ্লবে জয়ী তুমি
জেনেছো যে সংঘবীর্য, যান্ত্রিকের ত্রাসন নাশন
জাগবে সেই শঙ্খধ্বনি, মহাচীন হবে জয়ভূমি
নতুন পুরোনো সত্তা যুগলব্ধ এক মহাসন—

হয়তো কল্পনা শুধু, কোথায় বিশ্বের শান্ত ছবি,
প্রত্যাশা ছাড়িনি তবু প্রতিবেশী ভারতীয় কবি ॥

এর্নাকুলম্

প্রাচীন আওয়াজ :

শান্ত আর্তনাদ, তৃপ্তিচলন গোরুর গাড়ির ;
মোটা ফোঁটা বৃষ্টি নিমসারি পাতায় ;
হাটের শব্দ, ফেরি-মাঝির ডাক
ওপার থেকে,
এর্নাকুলমের ঘাটে।

বাঁধের ধারে

স্বনন পতত্রীর উৎসুক বসন্ত, শ্রুতিময়—
শুনেছি তোমার ভাষার ধ্বনি, পৃথিবী ॥

অন্য দিকে চাই,—

মৌনী ঐ নীলবন্দী মেঘ ;
শঙ্খশুভ্র নীচে শৈলাগ্র বোবা পাথর ;
দূরে শাদা-শাড়ি মেয়েরা নিঃশব্দে চলেছে,
কথা শোনা যায় না ;
—বাংলাদেশের মতো।
তাদের পুকুর, নারকলগাছছায়ায় সেই
একই স্বস্তি, শান্তি, সমিতি,
চোখে অতল দৃষ্টি।—
অজস্র পুষ্পিত নীরবতা ;
এখানে ঘাস মাটি প্রজাপতি নির্বাক :
জ্বলন্ত তারা রাত্রে বাণীর সর্বাতীত অগ্নিময়, স্তব্ধ—
যেন উত্তমার আবির্ভাব অনাহত বীণাহাতে, স্থির ;
জেনেছি তোমার অনুচ্চারিত ভাষা,
পৃথিবী ॥

কোচিনে পান্থ ব'সে আছি ভাঙা বেঞ্চে
ভিজে শ্যাওলা পায়ে,

সময় হ'লেই যাবো, পৃথিবী,
সব ভাষার পারে ॥

অবলোকিতেশ্বর

তুমি আছো বিরাজিত
যদিও দু'দিন
তবু সৌর ধুলো ঘরে সোনায় নিলীন
সমাসীন
মর্ত আর মৃত্যু দেখো শূন্যে অনির্ণীত
আসে যায় জীবনে তোমার
কতটুকু করে অধিকার
মুক্তির করুণা কোয়ানিন্‌
আনন্ত্যের মূর্তি প্রদক্ষিণ
চৈতন্যের বৃত্ত অবারিত ॥

কৈফিয়ৎ

কিছু না ক'রেও যারা মিছে হয়রান
দেখো চেয়ে আমি সেই বলবান
দলে—
চারটি ঘণ্টা জুড়ে পুঁথি লেখা ছলে
চেয়ারেই গুণি প্রাণ, মৃত্তিকা আসমান
চোখে দোলে ভাসমান ;
পাতা-খোলা অভিধান
টেবিলের তলে,

জীবন-দিনটা তবু যায়নি বিফলে—
শুনেছি অবাক কথা, তিব্বতী নীরবতা,
শ্রাবণী অশনি মেঘ, রোদ্দুরে উদ্বেগ ;
পাড়ায় চ'লেছে নাম-
সংকীর্তন,
গাছে ঢাকা ক্ষুদে গ্রাম
মনের মতন।
শুধু আছি, তার বেশি হ'লে
বৃথা শ্রম, অনীষার পড়িনি কবলে ॥

অন্তর-দীপিকা

বসন্তের পূর্ণচক্রে ফুল হ'তে ফল
কেন তার হ'লো না সম্বল—
সংসারে মর্মর পত্রভার
দিলো না চঞ্চল অলঙ্কার
মাধুর্য সঙ্গতি,
প্রাণের বিচিত্র গতি ;
বৎসরে-বৎসরে
সাজালো না যৌবনীর ব্যথায় আনন্দে সুরে-সুরে ॥

সেই রিক্ত জীবনের মূর্তি তবু অন্তরে অসীমা
সন্ধ্যাদীপে চেয়ে দেখো অকম্পিত একটি মহিমা ॥

চ'লে গিয়ে

সেই সে প্রদীপ্ত ক্ষণ
চ'লে গিয়ে হ'লো অগণন,
তবু
একবার যদি দিলে, প্রভু,
ফেরাবে না মর্তে আরবার?
"ফেরে না", নীরবে বলে স্রোতোময় জলের আঁধার,
"কিন্তু সেই দুপুরের আলো
চোখে বুকে রক্তে চেনা
হারাবে না,
যদি প্রাণে জ্বালো
পার্থিব তপস্যা দাহ অনির্বাণ, শেষে
অন্তর্লোকে কাছাকাছি এসে" ॥

পায়রা

পার্কে ব'সে পায়রা গুনছি—
হঠাৎ নেমে হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে
চীনে-বাদাম, ঠোঁটে,
খাচ্ছে গিয়ে গাছে উড়ে ব'সে,—
শহরে বস্টনের মধ্যবিত্ত পুরুষ মেয়ে হন্‌হন্ ক'রে হাঁটছে
হাতে সুপারমার্কেটের ভর্তি ঝুলি
চকচকে সুট-পরা আপিসের সাহেব সোজা চ'লে যায়,
কারো হাতে সৌখিন লাঠি, মাথায় টুপি,—
পায়রার বক্-বকম্, গাছের ঝাপসা শব্দ, সাবওয়ের
মরচে-পড়া চীৎকার

করাৎ দিয়ে কাটছে হাওয়া—
শাদা চুল, বনেট-পরা এক প্রায় অন্ধ বৃদ্ধা
পায়রাদের ডাকছে এসো, এসো,
তারা আসছে না,—
রোদের তাত বাড়ছে, পায়রাগুলো প্রায় অদৃশ্য হয়,
রেখে যাচ্ছে বক্-বকম্, পাখা-ওড়া ব্যস্ততার ভাব,
চীনে-বাদামের শুক্‌নো খোসা,—
কলেজ থেকে পালিয়ে এসেছি পার্কে, এখন ফিরবো,
যদি আসি কাল সকালে
সবুজ মরীচিকায় বাঁধা দৃশ্য
উড়ে যাবে না তো ॥

প্রাণের ভর্ৎসনা

"পাথর-শহরে যাও শত ক্ষত হও ক্ষুব্ধ বুকে
অস্বস্তির জালে বদ্ধ, জীবনব্যবসা শুল্ক দিতে
আয়ু ঋণগ্রস্ত রোজ, সেই অনিঃশেষ সংঘ দাবি
পরস্পর বেড়ে ওঠে, সম নেই, ছন্দ কাটে, মন
প্রতিযোগী ওঠাপড়া তুরঙ্গে আরোহী ছোটো,
শেষে
হয়তো ফিরে আসো কোনো বন্ধুর বাগানে গাছতলে
কুটিরের কুঞ্জ হাওয়া বনশ্রী-সবুজে ভাবো দ্রুত
শুশ্রূষার সেবা পাবে—আমরা নার্স ?—জানি হয়তো পাও
তপ্ত রোদে কিছু রক্ততাপ, শান্তি দোল, শুধু এই ?
আমরা তরু, ঝিরি-ছায়া, কাজল হ্রদের লিলি, ঘাস
গড়েছি কি হাসপাতাল, প্রাকৃতিক নাট্য, মানুষের
মর্যাদার অতিরিক্ত, কিংবা সবই আবশ্যিক শুধু

তোমার ইচ্ছার যোগে?

সারা বিশ্ব, গ্রহ থেকে ধুলো,

খেয়াল খেলার ক্ষুদ্র মায়িক আমরা অবসর,

নই সত্য?   অন্যতর, যুগ্মতম?   বেশ,

তবে তাই—"

এইমতো স্বর কানে পৌঁছলো সেদিন যখন

চৌদ্দ ঘণ্টা ন্যুইয়র্ক্ সাব-ওয়ে ট্যাক্সিতে লিফ্‌টে চ'ড়ে

বস্টনে ফিরেছি মাত্র প্লেনে উড়ে, সভায়-সভায়

আশ্চর্য নরত্বচর্চা, কঠিন চৌকিতে কমিটিতে

ভীষ্ম শরশয্যা যেন, গৌরব তাতেই, রাত্রে এসে

অনিদ্রার মহাযোগী শুয়ে-শুয়ে ভোর গুনি, রাঙা

বারান্দায় চেয়ে দেখি সকালের শীত রোদ-মেশা।

জানি পুষ্পলতা কথাহীন, তবু্ মনে-মনে শুনি:

"আমরা প্রতীক নই জোগাবো যে উপমা কবির

অথবা চিত্রীর চোখে বদান্যতা, উপ্‌রি-দান;

আমরা গাছ, আমরা নদী, অ্যাস্পেনের অশথের পাতা

সর্বদা কম্পিত, আমরা পুরু সত্য ম্যাগনোলিয়া ফুল

ঘন ডাল সৌরভের, ওক্ শাল এল্‌মে পাইনে

ঊর্ধ্বীয় সত্তার সাক্ষী—"

আত্মিক বিভ্রমে আরো শুনি,

"কেন যাও পঞ্চাশোর্ধ্বে সংসারে যেখানে জেলখানা

তাই খুঁজে বারবার, জীবন-যৌবন শক্তি শোষে

রাশি-রাশি ভিড়-করা সারি বিজ্ঞাপন, পণ্যালয়

ক্ষুধার্ত উদ্দীপ্ত শুধু, ভাণ্ড ভেঙে দাও কার পায়ে

দামী খাদ্য কেনো, ডেকে মহার্ঘ বেশের নব্য দলে

পুড়োও একটা বেলা, মাতৃ-দেয়া প্রাণ কি হেলার?

সেই আরম্ভের, সেই নিত্যসঙ্গ—"

ক্রমে স্বরধ্বনি

মৃদু হ'য়ে যায়, চক্ষে বাংলা-আসামের সীমানায়

একটি বাড়ি, শর্ষে খেত, গদাধর নদী, গৌরীপুর—
ছবি নয়, ঋতজন্ম আনে গূঢ় মর্মে সংসারের
যেখানে অমর্ত ছিলো প্রাত্যহিক শৈশব-সন্ধির
লিচু গাছে, কালো জামে, আত্মীয় দিঘিতে ;
শেফালির শিশু-স্নাত সদ্যঃপাতী মাধুর্যের তীরে,
রেলের লাইনে বাঁকা আরো দূর মাঠে দৃষ্টি-ডাকা ;
মন্‌সুনের মহামেঘে, বন্যা জলে। কাছে ধুবড়ির
ব্রহ্মপুত্র পারহীন দেখেছি বিস্তার বুক জুড়ে।
দেশে-দেশে জানি একই কোমল একান্ত ধমনীতে
জীবনী-স্পন্দিত প্রাণ ;

যদি আজ এই সভ্যতায়
কস্মিক্ সস্মিত কিম্বা অন্য যত রহস্য কুলুপে
হারায় সহজ চাবি, অতৃপ্তি ছড়ায় ভৌগোলিক,
অপরাধ কাকে দেবে ?

বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব দূরে ফেলে
চলো তবে ফিরে সেই কাক-ডাকা দুপুরে, চড়ুই
ব্যস্ত রোদ্দুরের ঢঙে মেশায় অগণ্য ওড়া-ফেরা
খড়কুটো নিয়ে—তাই দেখা ;

শোনো, সেই ভাষাটুকু
প্রেমের যুগল কাছে অস্ফুট নীরব চোখে চেয়ে
বলে যা নিভৃতে ;

বুঝি তোমার চিঠির ভর্ৎসনায়
কোথা আছি, দিন যত সীমানার তটে ধ্বনি আনে ॥

দুই

লিপি এই রাখি তবে : যৌথ পরিবার বিশ্বে জানি
মহাকাল প্রবাহিত সর্বান্তির বহে গূঢ় ধারা
ভাই বোন প্রতিবেশী বৃক্ষচ্ছায়া স্বর্গের মুকুরে ;
সঞ্জীবিত, মৃত্যুঞ্জয়ী, প্রলিপ্ত বিস্ময়ে নিরবধি ;
শুয়ে কোচে স্বীকৃতির আদি-কথা, ভবিষ্য সংকেত

মর্মবিত অঙ্গীকাব স্মৃতি-মিশ্র বহু পদাবলী
কবিতায় দিতে চাই।

মন্ত্র নেবো দেশে দেশে সেই
ওংকাব, আমেন, স্বস্তি, ম্লান-হওযা নবযুগে তবু
স্পষ্ট মানি সাক্ষ্য।

এতো নয় তত্ত্বজ্ঞান, শুধু
সগুণ-নির্গুণ তর্ক,—নিশ্চয চতুব ওবিয়েন্ট্
একমাত্র দোষী নয সর্বজন চৈতন্য ব্যাখ্যানে
বাঁধে যা শাবীব সত্য, ওষধি ও বনস্পতি, সেই
অগ্নি-অপে স্পন্দমান নিত্যপ্রাণ নবনাবাযণী
উদ্বেলিত শ্লোকে মন্ত্রে, প্রচাবিত বৈশ্বিক বন্দনা
'প্রাক্-ইতিহাস' থেকে।

জানি ধর্ম তাই। কোন্ ধর্ম?
ধর্ম কি খ্রীস্টান? প্রাণে-বাঁচা সে কি হিন্দু? আয়ু বৌদ্ধ?
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মুসলমানী? বক্ত শিণ্টো? জৈন? চৈন?
যে ধর্ম আমবা মানি সে তো উৎস, ভাবি লোকাযত
কত ধাবা উৎকর্ষেব কালে-কালে প্রবাহ কল্যাণী
নেমে এলো জনচিত্তে যেখানেই করুণা আধাব,
মানুষেব কোনো ধর্ম সৃষ্টি তো কবেনি সৃষ্টিকে,
আণ্ডেস পর্বত কিম্বা অতলান্ত সমুদ্র, সংসাবে
তোমাকে আমাকে, তনু অণু হ'তে দূব মহাতাবা
ধার্মিকেব তৈবি নয, মস্‌জিদে মন্দিবে সীনাগগে
গির্জায ব্যাখ্যান চলে, প্রেবণাব বহু শিখা জ্বালা
নেবো কিছু সে-ধর্মকে, কিন্তু জানবো তাবও চেয়ে বেশি,
এনেছেন মহাপ্রাণ যে-পূর্ণেব ধর্ম ধবণীতে।

যাও ব্যক্ত কবে যা আছে তাকেই ধ্রুব চোখে,
সেখানে সত্যেব সৌব-উর্ধ্বে উঠে অংকেব সিঁড়িতে
আইন্‌স্টাইন্ একা, সেই তো জ্যোতিব দৃষ্টিঋষি,
(হাস্যোজ্জ্বল বাক্য তাঁব শুনেছি তো, উঁচু মইয়ে-চড়া

ভেবে দেখো সে অবস্থা ; যথাসাধ্য সত্য ছেড়ে দিলে
কত শূন্যে পড়তে হবে : যদি মিথ্যে আঁকড়ে থাকি !) কোনো
প্রচলিত অনুষ্ঠান, সংস্কার তত্ত্বের পরিধিতে
বাঁধে না বিশুদ্ধ জ্ঞান, জ্ঞানাতীত বোধনে চলায়
আরো অপরোক্ষ জানা ধ্যানী-ধার্মিকের, শিশু কোলে
মায়ের মুখের চাওয়া, চরমের আনন্দ বেদনে
সেবাব্রত সেই ধর্ম ;
দেয়া বিশ্ব, দেয়া-প্রাণ তাঁরা
ফিরিয়ে দিলেন প্রেমে, সহবীর্যে কারুণ্য শক্তির ॥

অন্তিমা

তাকে বাদ দিয়ে সূর্য উঠেছে
বরফে আগুন জ্বেলে ;
তুষার ঝরানো
আমার শীতের ভোরে
নীল শাদা হিমে শূন্য ফুটেছে
বাঁধা অদৃশ্য ডোরে—
হী হী হাওয়া বয় শিহর ধরানো
কঙ্কাল গাছে-গাছে,
সব-হারা নাচে নাচে ॥

দূরে দেখি চোখ মেলে
একটিও কারো পায়ের চিহ্ন নেই,
প্রত্যহ এই অশ্রু-শুকনো দিনে
সুরু হ'লো আজ থেকে ।
লুপ্তির পথ চিনে
ধীরে-ধীরে চলি যেই

ছেলেমেয়েদের স্কেটিং শব্দ আসে
উৎসাহ কলভাষে—
পাশে গলি ভরে সারি-সারি লাল বাসে
যেটুকু আলোর দিন বাকি আছে
মৃত্যু জীবন ঢেকে
তারি দানে এই বিশ্বকে যাই দেখে ॥

গ্রেনাডা-ক্যারিবিয়ন

আরাওয়াক্ আদিবাসী নিভে গেছে এই দ্বীপে,
নিশ্চিহ্ন নিহত তা'রা, সমস্ত জাতির উচ্ছেদ
সহসা সেদিন দুপুরে—
পাথর শিখর হ'তে
ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলো আসমুদ্র মৃত্যুর মুক্তিতে
শিশু নারী যুবা বৃদ্ধ ; অসহ বিদেশী-নির্যাতন
শেষ হ'লো বসতির ক্রান্তিতটে,
মরণ লহরী কে বা গোনে।
কিছু খুলি
সংগ্রাহক পাইরেটেরা বন-যুদ্ধ বিজয়ী ব্যসনে
রেখে গেছে সংহারের স্তূপ-করা হাড়ের হাসিতে
—এ বিদ্যা জানেনি আদিবাসী।
নবসভ্যতার
বন্দুক-বণিক বংশধর
ব্যস্ত আজ পণ্যশালে, হোটেলে দোকানে জাল ফেলে'
ট্যুরিস্টের ঈপ্সা ধরে, গভীর প্রয়াসী তা'রা
মন্ত্র আনে, ধর্ম মানে, কালো হাটে সৌখিন ব্যাপারী—
ভাবে দামী ব্যবসায়ে লুপ্ত হবে আদিম কাহিনী ;
শত সমারোহ ছিন্ন ক'রে

হু-হু-হা-হা ব'য়ে আসে ধ্বনি তবু
স্মরণী হাওয়ায়
পথিকের বুকে ধরি, সূর্যাস্ত রঙিন তীর্থপদে ;
নীলগিরি গ্রেনাডার ছলছল জাগে দৃশ্যভরা ॥

— দুই —

এই দ্বীপে আছে আজো যারা ভারতীয়
আড়কাঠি-সাম্রাজ্যের ছলনায় আনা,
জায়ফল ঘনবনে ছায়া-প্রায় তা'রা সর্বহারা
(ভাষা-সংস্কৃতিও ক্লিন্ন ক্ষীণ)
শ্রমিকের দাস্যগিরি তাদের কপালে
ভবিষ্যের কারাগার,
কে বা জানে তাদের নির্বিতি
ধিধি-ধিকি আসবে কবে ইতিবৃত্ত ভোলা এ-সংসারে ;
দূরের ভারতরাষ্ট্র আজো উদাসীন অসহায়।

তবু পূর্ব-স্বদেশের মন্ত্র যেন এ ক্ষুদ্র সমাজে
ছিন্ন শাড়ির টুকরো, পুরুষের কিছু গাত্রবাসে
লগ্ন হ'য়ে আছে : দেখো, ঐ চোখ-মুখের আদলে
স্বপ্নাভ আত্মীয় চিহ্ন ; চায় তা'রা জাগৃতির যুগে
ফিরবে গ্রামে, বিয়ে হবে, পিতৃমাতৃকুলের মাটিতে
ভারতে ঠেকাবে মাথা, তাদের দেখেছি হৃত-বাক্,
আকুল মিনতি, হতাশ্বাস,
দ্বীপভরা জায়ফল মার্কিন বোতলে যন্ত্রে ভরে
লক্ষ লক্ষ, শ্রমের দিগন্ত শেষহীন,
মনিবী ঐশ্বর্য বাড়ে গরিবী এদের চর্যাব্রতে—
শুধু এই লিখে যাই ॥

—তিন—

যাবার পূর্বাহ্নে এলো দান
একটি নিকষ রেখা
দিনান্ত কোণায় স্বর্ণাঙ্কিত :
যেখানে মৃত্যুর ঝাঁপে আরাওয়াক্ জাতির বিলয়
ঘটেছিলো একদিন
শৈলগাত্রে কাছে দেখি ক্ষুদ্র গির্জালয়
ক্যাথলিক ফরাসী সাধুর—
ভারতীয় কর্মী এসে নিয়ে গেলো তাঁরি পাশে :
"পঁচিশ বছর ধ'রে এখানে প্রহরী-বৃত্তি করি
শুধু একাকীর নয়
ফরাসীর, স্বজাতির, মানুষের সামান্য সাক্ষী মানি,
এইটুকু প্রায়শ্চিত্ত।"
শান্ত স্বর, দীপ্ত চোখ,
দেখালেন জীর্ণ পুঁথি ফরাসী ভাষায় লেখা তাঁরি
আরাওয়াক্-বিনাশের বিদ্রোহের অন্তিম কাহিনী,
পশ্চিমের কৃতঘ্নতা।
ত্রয়ী সঙ্গী মৌন চেয়ে থাকি
ক্ষণকাল,
সচকিত
মহাকাশে মেঘে-মেঘে
উড়েছে প্রকাণ্ড গাঙ চিল,—
নিলেম বিদায়॥

অতলান্তিক

আসমান-জমিনে নামে দ্রুত শেষ,
তবু স্তিমিতের এই পারে
মার্কিনে শুনেছি মর্ত্যগান
দূরের সংসারে—
হঠাৎ সূর্যাস্ত রং-রেশ
তারার নাগাল পায়, ফিরে ছোঁয় হাড্‌সনের ধারে
বিজলী-জ্বালা ডক্‌-জেটি, চেনা সেই কফির দোকান
যেখানে মিলন আজ বিদায়ের দ্বারে ॥

মাটির ডেরা

নাভাহো, হোপির
বসতি দেখলাম
ডাকোটা, মিনেসোটায়
যেখানে লরেন্সিয়ান যুগ-পর্বতের ঢালু
বিলিয়ন বছরের ;
রুক্ষ বালির সমুদ্র ১০,০০০ ফুট উঁচুতে
রিক্ত আদিবাসির সংসার
সংলগ্ন বেঁচে আছে মাত্র ;
উপরে সূর্যের সঙ্গে ঘুরছে ভগ্নী নক্ষত্রেরা,
দিনে কড়া রোদ, রাত্রে মৃদু রশ্মি নামে অপহৃত সমাজে
ছ-টা হরিণ-হরিণী বুনো পথ তীরের মতো তরণ করলো,
পাহাড়ে-পাহাড়ে অচল ইশারা।
শুকনো মাটির ডেরা,
সেখানে টুকরো আহত জীবন্ত লোক সংগ্রহ,

আহার, তাপ, পান, বাঁচা-মরা শিকার, নৃত্য
চক্রে চলেছে যতদিন গতি ;
অথচ মনের আকর্ষ পৌঁছলো সূক্ষ্ম দিগন্তে
রঙে-ভরা সুচির শিল্পে,
পুয়েব্লো-বসতি বানাবার কারুতে ; মণি-সংগ্রহে ;
শ্রমের শৌর্যে।

তামাটে তপ্ত ভূগোলের পাথর
শক্তি থেমে আছে লাল মাটিতে,
ভেঙে বেরোবে কি লাল মাটির অগ্নি
নয় তলিয়ে স্তিমিত হবে সাক্ষীহীন
শেষ ধৈর্যের ধরণীতে ;
প্রশ্নের সময় নেই ॥
উত্তর আসছে নতুন ব্যবসায়ীদের লুব্ধজালেধরা ওদের লাঞ্ছনায় ;
লণ্ড্রিতে, ক্ষুদে হোটেলে, জুতো-পালিশে, ওদের জাতীয় অন্তর্ধান ;
এদিকে জমি, সম্পত্তি ক্রমাগত কেড়ে নিচ্ছে
মধ্যস্থ মনিবদল—চাতুরীর রাষ্ট্র,
দেখো, অনিবার্য আসন্ন
প্রকাণ্ড আমেরিণ্ডিয়ান্ মৃত্যু ॥

অনেকদিনের দাহ বুকে জ্বলছিলো এদের আমেরিণ্ডিয়ান্ আদিবাসীদের অবস্থা দেখে (আমাদের দেশে বহুতর আদিবাসীদের অবস্থা কি বদলেছে ?)—সেই বেদনা এবং প্রতিবাদ জানিয়ে রাখি। অ. চ.

তপোদৃশ্য

তিন নান্
ঐ চলে
শুধু কালো শাদা

দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত
গাছ সারি
দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত গাছ সারি

উপাসিকা
উপাসিকা

তিন নান্ ঐ চলে শুধু কালো শাদা
তিন নান্ কন্‌ভেন্ট্ ঐ গাছ সারি
দেয়াল রোদ্দুরে স্নাত শুধু গাছ সারি
তিন নান্ চ'লে যায় বেশ কালো শাদা।

ইতালি-প্রবাসিনীর পত্র

"শোনো বন্ধু, এখানেও দেখি যুগ-ছায়ার সঞ্চার
মধ্যধরণী সিন্ধু যদিও প্রশান্ত দুই ধারে—
আগে বলি কোথা আছি, স্বর্যসমুদ্ভব
আঙুরলতার দেশ, গ্রামশ্রী ফুটেছে বৈভবে ;
শৈলসন্ধি আরণ্য-অন্দর
লেরিচি-র ইতালি বন্দরে
একদিকে মধ্যযুগ পরিখা প্রাসাদ

নীল বায়ু কেটে ওঠে, নিচু অন্যদিকে খাদে
অগণ্য জলজলে নুড়ি মসৃণ রঙিন
বর্ণাঢ্য দেখিনি এত কোনো দিনে ;
জাল-ফেলা তীরে নৌকো, মাস্তুল, কাছেই ঘরবাড়ি
শ্যামসুন্দর বৃক্ষদোল ছায়া-প্রক্ষালিত উঁচু পাড়ে ;
অদূরে কারারা গিরি, নদী বিসর্পিত—
ওখানে মার্বেল খুঁজে সৃজন-নিভৃতে
মাইকেল এঞ্জেলো নিজে এসে বারবার
পেয়েছেন পূরকালে আপন পাথর ভাবে-ভারে—
পাশেই তাঁবুতে আছি আমার শিশুকে নিয়ে ঘর,
মধ্যাহ্নে জীবনসুধা দুচোখে উঠেছে ভ'রে-ভ'রে,
আমি চিত্রী, ছবি আঁকি, এখানে সহজ প্রতিবেশ
রেস্তরাঁয় প্রদর্শনী, উৎসাহ মধুর হ'য়ে মেশে,
ফলে ফুলে সবজি-স্তরে দোকানে তৃপ্তির কত সাজ,
স্বচ্ছ শূন্যে অভিযান গোলাপি-সোনালি ভোরে সাঁঝে,—
লাতিন আলোর স্বর্গে তবু তীব্র হানে ভিয়েৎ-নাম,
কী যুদ্ধে নেমেছে যন্ত্রী বলতে পারো কেন, কার নামে ?
সেই হিরোশিমা আজো যথেষ্ট হয়নি অভিশাপ ?
হাঙ্গেরিও হার মানে নেপামে দগ্ধানো গ্রাম্য তাপে ;
মাথা নিচু করি, বন্ধু, পাপের পবন স'রে যায়—
তবু লজ্জা মেঘ হ'য়ে লাগে দূর থেকে সারা গায়ে ॥"

পত্রলিপি

(আবেলার্ড্—এলোয়িস্)

(আ) "কোনোদিনই জানবে না কী দাহন বহেছি একাকী
বিচ্ছেদের রাতে দিনে ছিলো না কিছুই আর বাকি,
শুধু এ-দুর্গম বন, দুর্ভর সংসার তাতে জ্বালা
সত্যের শতাগ্নি দীপ মালা।"

(এ) "তাই ভালো, যদি কোনোদিন দেখা হয়
নিয়ো তবে এই প্রাণ তোমারি আপন সর্বময়,
কী রাত্রি কেটেছে তার চিহ্ন কিছু রাখে স্বর্যদিন ?
একটি অরুণ বিন্দু সুপ্রভাতে সবই তো নবীন।"

(আ) "আমাদের মৃত্যুঞ্জয় প্রেম
কঠিন ত্যাগের পাত্রে নিকষিত হেম,
চিরজীবনের অর্ঘে নাও—
প্রসাদিতা, এই মর্তে দুঃখের আনন্দ যেন পাও।"

মহামতি এণ্ড্রুজ

অতীন্দ্রিয় বার্তা আসে, সন্ত বলেছেন সংসারীকে,
দিব্যবিভা ঐশীতান, শুভচিত্তে সে নিত্য অলোক ;
শ্রুতিসাক্ষ্য পুণ্যশ্লোক জানালো সন্ত্রস্ত ধরণীতে
মাটিতে আসেন নর-নারায়ণ যৌগিক শক্তির
যুগে-যুগে অবতার,—অপরোক্ষ বুঝি না প্রাণের
অপার্থিব ধর্মোদ্দেশ।
দেখেছি ধুলোর পথে শুধু

দ্বারে এসে দাঁড়ালেন আমাদেরি আত্মীয় অজানা
জনসাধারণ কেউ অনন্য আনন্দমূর্তি নিয়ে
মুহূর্তে প্রাণের ব্রতী, লৌকিক, বরেণ্য অগণিত
তাঁরা কেউ চাষী, শিল্পী, গৃহবধূ, দেশী সর্বদেশী
স্বর্ণস্নাত পৃথিবীতে—এণ্ড্রুজের শান্ত নীল চোখে
দেখেছি অপার দৃষ্টি, মনে পড়ে আশ্রমপল্লীর
রতনকুঠিতে তিনি কবির অতিথি দূর হ'তে
হঠাৎ উদিত, তীর্থ-সমুদ্র পেরিয়ে বীরভূমে
একেবারে সমাগত প্রত্যেকের হৃদয়ে, সেদিন
উৎসবের লগ্ন যেন ক্ষুদ্র-গোষ্ঠী বন্দিত বন্ধুর
একটি নির্মাল্য দান ; অতি-মানবিক দাবি-হীন
শিষ্যহীন পান্থ, তাঁকে জানালো মর্মর-শালবীথি
কাঁকর খোয়াই আর দিগ্বলয় কুঠি তালবন
অব্যক্ত স্বাগত।

এই নম্র ইংরেজের মুখে চেয়ে
প্রাণের স্বধর্ম পেলো কত পূর্ব-পশ্চিম বসতি,
সহস্র শাস্ত্রের এক মণিকাগ্নি প্রজ্বলিত বাণী
ঘরে-ঘরে আলো হ'লো।

বাজেনি দামামা নির্ঘোষের
পুণ্যযুদ্ধ পাঞ্চজন্যে, সংহারী গুরুর বাক্যধ্বনি
জাগেনি মর্তের মৃত্যুস্তবে—সাম্রাজ্য বিক্রম
অতিক্রান্ত যে-মানুষ, দুর্লভ প্রেমের নিত্যশ্রমে
দশকে-দশকে যাঁর ব্যক্ত হ'লো মুক্তির অধ্যায়,
শান্ত তিনি। ভারতীর পরম-আত্মীয়-নামাঙ্কিত
—দীনবন্ধু। আত্মভোলা, পরিচয় কাহিনীর মতো ;
যদিও বিদেশী রং, বেশ তাঁর ভারতে স্বদেশী
খাটো ধুতি, খাদি কুর্তা, কিম্বা কারো দেয়া পাজামায়
মলিন কালির চিহ্ন, তারি সঙ্গে নতুন কোটের
ক্বচিৎ সঙ্গৎ, তাঁর চুল-ওড়া প্রশস্ত ললাট,
দীর্ঘদেহ, যাতায়াত পোস্টাপিসে কিম্বা গ্রন্থালয়ে,

প্রত্যেক কাজেই যেন শিশুর ব্যস্ততা আনন্দিত—
যেখানেই দেখো তাঁকে, সেবাগ্রামে শান্তিনিকেতনে
সেই মিশ্র দৃঢ়শক্তি কোমল দৃষ্টির করুণায় ;
অবিরত চিঠি লেখা, কঠিন চেয়ারে সারাদিন
—ছাত্রের পরীক্ষা যেন—বই রচা, রাশি প্রুফ দেখা,
তার পরে অন্তর্ধান,—কে জানে কোথায় জাঞ্জিবারে
লবঙ্গের ব্যবসায়ী হতাহত, শাদা-কালো ধনিকে-নির্ধনে
দক্ষিণ-আফ্রিকা জুড়ে বর্ণদ্বেষ, ব্রিটিশ প্রতাপ
শিথিল কিম্বা উগ্র, সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র-অহংকার
তখনো প্রমত্ত, ধীর ইংলণ্ডের এই প্রতিনিধি
কোনো জাতিধর্ম নয়, সত্যের সপক্ষে গৌরবী
খুঁজেছেন বেদনায় সহজ চিত্তের অধিকার,
খৃস্ট-ক্রুশ বহনের অন্তিম প্রেরণা দাবি নিয়ে
তাঁকে পথে চলতে হ'লো, দীপ-পুঞ্জ দূরের ফিজিতে,
ত্রিনিদাদে, গিয়ানায়—আড়কাঠি দাস-ব্যবসায়ী
সামরিক অন্ধকার ছড়িয়েছে—একাকী এণ্ড্রুজ
দরিদ্রের একজন, তাঁকে ভক্তি দিলেন গান্ধীজি,
তপোশক্তি ; কবিগুরু স্নেহনত প্রেম-আশীর্বাদে
দ্বার খুলে দাঁড়ালেন পথে চেয়ে ; বৎসরে-বৎসরে
এমন পুরুষ, তাঁর অজস্র ত্যাগের আবর্তিত
বার্তা আজ কে না জানে, সার্বিক বিশ্বের ইতিহাসে
তবুও বীর্যের তথ্য অলিখিত, প্রেমের অক্ষয় শক্তিশীল
অন্তঃশীলা তাঁর দান, নদী-বাঁকে গ্রাম্য সুরে-সুরে
যেমন অদৃশ্য পলি তুলে ধরে কচিধান, ভরে
প্রতিদিন ঘরকন্না মাতৃহৃদয়ের মাতৃভূমি,
সামান্যের দৈব সেই ; সাক্ষ্য তার কেবল প্রাণের ॥

বারে-বারে ফিরে দেখি, তাঁরি চোখে আমাদেরি চোখে
মাঝি এলো নৌকো বেয়ে, তাঁতি বোনে চিত্র সূত্রজাল,

গ্রাম্য মেয়ে চুল বাঁধে, কাঁকই বাঁ-হাতে কাছে-ধরা ;
স্মিত সুধা জীবনীর ; লণ্ডনের লাল-বাসে চড়ে
দোতলা কক্ষের যাত্রী, নিত্য কোন আশ্চর্যের পটে
যা-কিছু তুচ্ছ তা বড়ো ; দেশে-দেশে চির ইতিহাস
অলক্ষ্য ইটের গাঁথা ইমারত ভাঙে গড়ে আজো,
মানুষের এ-সংসারের স্মৃতি-বিস্মৃতির যুগ্ম জলে
প্রবাহ থামে না।

তবু এরি মূল্য কিনতে হয় জেনে
দুর্গতির ইতিবৃত্ত, চাঁদপুরে চা-বাগানী যারা
ধর্মঘটে ছুটে এলো অসহ বণিক-অত্যাচারে
বেয়োনেট-বিদ্ধ সেই অসহায় শ্রমিকের কাছে
দাঁড়ালে দুঃখীর বন্ধু, ছুঁড়ে ফেলে পশ্চিমী মর্যাদা,
পূর্বী-ধ্যানে তিরোভাব ; নীল চক্ষে ঘনানো বিদ্যুৎ
দেখেছি সেবার বীর্যে ; উড়িষ্যা-বন্যায় হা-ঘরে
জননীর শুশ্রূষায় ডেকে নিলে আমাদেরো, শত
ধ্যানের কঠিন সদাব্রতে, যুক্ত যেন সব চেয়ে
ভারত-মুক্তির পথে ছিলে আজীবন, দুঃখে সুখে ;
দুর্বিষহ পরীক্ষায় ডাক এলো পঞ্জাবে দুর্দিনে
যখন সমস্ত দ্বার বন্ধ, রুদ্ধ, অস্তিক অশুভে
মারণিক পররাষ্ট্র পিষ্ট ক'রে নিরস্ত্র জনতা
তুলেছিলো রক্তধ্বজা, সেদিন এণ্ড্রুজ পদাতিক
একাকী দিলেন নাড়া দুর্গের নিশান্ত প্রহরে,
প্রতিহত, তবু ফিরে গ্রামে-গ্রামে ক্ষমার ভিখারি
জানালেন জনে-জনে আপন জাতির অপরাধ,
সে-পাপ সবারি আজ—লোকালয় দগ্ধ করে যারা
তাদের বিক্রম দেখো ; কোনো যুদ্ধে কোনো অনাচারে
মানুষের পক্ষ ভুলে উষ্মা তাঁর উচ্চ বাচনিক
বাঁধেননি ঐশিতায় কোনো রাষ্ট্র-উন্মত্ত সংগ্রামে,
সাম্যের সাধক তিনি ; প্রলয়ের নবপর্বে আজ
প্রসাদ বিকীর্ণ হোক তাঁরি জীবনের আশীর্বাদে ॥

একদিন কলকাতায় ক্ষুদ্র এক শোকার্ত মিছিল
আমরা ক-জনে মিলে চলেছি সমাধি-যাত্রীদল
এণ্ড্রুজের দেহ নিয়ে— ছিলো না তো সে-দলে সেদিন
দেশী বা বিদেশী কোনো প্রতিনিধি রাষ্ট্রের, ধর্মের
সরকারি মহাজন সম্মানের গৌরব-প্রতীক ,
গরিবের বন্ধু যিনি তাঁর যোগ্য গরিব মর্যাদা
প্রার্থনায় পূর্ণ হ'লো, ছায়াচ্ছন্ন সেই ছল-ছল
পত্রকীর্ণ পরিধিতে শেষ হ'লো অশেষ জীবন,
আলোকিত সেই সত্তা গাথা হ'লো ; আজও মনে আছে
জেগে উঠলো তাঁর ছবি, করুণায় আপ্লুত জীবন,
সেই কবেকার পুণ্য প্রত্যুষের শান্তিনিকেতনে
কবি আর এণ্ড্রুজের প্রাতরাশ, বাক্যালাপধ্বনি
দুই বন্ধু ঐকান্তিক কর্মে মুগ্ধ, দূরে কতবার
দেখেছি নিবিষ্ট চিত্ত, মহাত্মা গান্ধির শেষ নতি
আরোগ্যভবনে ভোরে মহামতি চার্লির মৃত্যুর
আসন্নিক পর্বে।

কোন্ অসীম আশ্বাস ব্যাপ্ত হ'লো :
শতবার্ষিকীর এই প্রণম্য উৎসবে অর্ঘ আনি,
সমর্পিত চিত্তযোগ রেখে যাই ভক্তের, বন্ধুর ॥

দরিয়া

স্নো-ড্রপ্‌ ততই শাদা যত শূর্য-জ্বলা
জবার পুড়ন্ত লাল শুদ্ধের দামামা
দুরন্ত তুবড়ি ওঠে ফোটে ঐ তারা
জলের সজল রং জলের প্রবাহে—
তারি সঙ্গে এই আমি জন্মেছি জানি না

কোন সৌরশক্তগতি মাটির আকাশে—
হয়তো মনের বর্ণ কোনো মেঘে নেই
চৈতন্য-প্রাণের দ্বন্দ্বে ছুটেছে তরণী,
মধ্য-প্রবাহে আছি ভরা-দরিয়ায় ॥

নাট্যচরিত্র

যায় সে প্রত্যহ প্রত্যাশে
পরিপাটি সেজে চলে পথে
কখনো হঠাৎ ফিরে আসে,
সেই কারো সঙ্গে যদি ভুলে
দেখা হ'য়ে যায়—
নতুন গরম ওভার্কোট,
ডুবে-কাটা মাফ্‌লার জড়ায়—
ও কে এলো, বাঁচায় ঁচোট
মোড়ের গলিতে কোনোমতে,
স্বস্তির নিশ্বাস ওঠে দুলে—
স্বয়ম্বব যেন এ জগতে
বাস্তায় এড়ায়, বুকে বাধে
বিদেশী শীতের পবমাদে
ভিড় দেখে' নাইলন্ পরীব।
চোখে ওর ভাব তবু বুঝি—
—দরজা যেন শূন্যে দিলো খুলে—
নাবিকের দৃষ্টি দিগন্তরে
কোথায় জলের পারে তীর,
হারানো প্রহরে, পরে-পরে
এ-জীবনে দেখে তাই খুঁজি—
কোমল মেঘমালার ছায়ায়
লুকোনো আকাশ তার ছায়,
বাঁকা টুপি থাক না মাথায় ॥

কোনোদিনই পাবে না সে যাকে
তারি জন্যে সেজেগুজে থাকে—
এয়ারপোর্টে ভয়ে নতশিরে
ম্যাগাজিন রকে রাখে ফিরে,
যদি একই প্লেনে আসে নেমে—
—ভাবনা হঠাৎ যায় থেমে—
দ্রুত পায়ে ফেরে রেস্তরাঁয় ;—
কিম্বা ঘরে স্থির হ'য়ে বসে,
বিরাট শহর যদি পশে
ধূপ জ্বেলে অদৃশ্যে ছড়ায়—
সোয়ান্-লেক বাজনা স্বর্গীয়
বুকে বাজে আজীবন প্রিয়,
শোনে মুগ্ধ, জানলা শার্সিতে
পর্দা কাঁপে, রাত্রের আশিতে
সেই মুখ দেখে দিব্যতায়—
লণ্ড্রি-শার্ট, জুতো-শাইন্ কাছে—
সমস্ত জীবন তৈরি আছে ॥

ঘটনা

বাকি রইলো প্রশ্ন কেন হঠাৎ এখানে রাস্তা শেষ
দুই পথ
দুটো গাড়ি মোড়ে ঠেকে চূর্ণ হ'লো দু'দণ্ড সংঘাতে

পুড়ন্ত সন্ধ্যার কাঁচ শাদা শীত নদী নিরুদ্দেশ
যাত্রী যারা ছিলো তারা ফিরবে না আর কোনো রাতে
নেই পরদিন : স্তব্ধ ভবিষ্যৎ।

গ্রে-হাউণ্ড্ বাস্ ভর্তি তুমি-আমি বহুবার মৃত
সবার মৃত্যুতে মৃত, যদিও বাহিরে থেকে দেখা—

যন্ত্র-দেহ-অদেহের চূড়ান্ত মুহূর্ত বক্তিমা
মেঘে দূবে ভেসে যায় সব শান্ত পেবিযেছে সীমা
আয়ু-রেখা

বিশ্বজোড়া প্রকাণ্ড অনৃত
মস্ত এক ভাঙা গাড়ি, মহাকাল গতিহীন
ববাব টাযার ফাটা,
বিদীর্ণ গোলকে নির্জীবন
ঝল্‌কা আলো তাও থামে ধুলোয় ধূসিত, উদাসীন
যোগচ্ছিন্ন দূবে-দূবে নাক্ষত্রিক ক্ষণ
জ্যোতিঃবজনীব , পর্যাযে-পর্যাযে সমাবৃত
কোথায় তনিমা
(মুগ্ধ) (চেতনা)
(বেদনা) (সমাগতি)
প্রাণেব অণিমা
সেই অনিঃশেষ চেনাব প্রণতি

এদিকে হঠাৎ নড়ে ধ্বংসস্তূপে কে যে কেঁপে ওঠে
অ্যাম্বুলেন্স্ নেয় তাকে বৃথা দ্রুত হাসপাতালে ছোটে
ফিলিং স্টেশনে আছি অর্ধযোগী অত্যল্প বেতনে
তেল ভর্তি করি ট্রাকে (একটু ভাবি) আমার জীবনে
তুমি এলে দুজনার দৃষ্টি আজ রাস্তাধারে
শানবাঁধা ভিড় ঠেলে মিলেছে সমূর্ধ্ব বহুপাবে ॥

নিরবধি

তার পরে ?
মৃত্যুপথ দিয়ে গেলো চ'লে।
        সূর্যাস্ত মস্ত মাঠ উঠলো জ্ব'লে
                তারায় তারায়—

তার আগে ?
প্রাণপাত্র পূর্ণ ধারায়
অবধি ছিলো না—তোমার দিন
        সর্বস্ব করুণায় অবিলীন
                প্রত্যেকের, তবু আমারই

কী আছে ?
সবই ; শূন্যচারী
চলি ঐশ্বর্যজীবনে। পথসাথী,
তোমার পথে দূর নেই, শুক্ল রাত্তি
সূর্যাস্ত পেরিয়ে আরো কাছে ॥

টেলিফোন

মৃত্যু ডাকছে টেলিফোনে—
        কাকে ?
ট্রিং ট্রিং
কেউ একজন তুলে নিয়ে বলে
        হ্যাঁ, কাকে চাও ?
ও, ভুল নম্বর বুঝি, আচ্ছা—থামো-

হ্যালো, না, তিনি বাড়ি নেই,

এলে বলবো—

ও কি বললে, আর বাড়ি আসবেন না ?

কে, আহা সেই চমৎকার মানুষটি, সত্যি এ-পাড়ার রত্ন,

ব্যাঙ্কে সামান্য কাজ, বিকেলে বাগান দেখা,

সর্বদাই প্রস্তুত, অন্যের সেবা, দিদিমার চক্ষের মণি,

কিন্তু কে তুমি ? তুমি কী জানো, কেন কার নাম ডাকছো ?

না, এ সবই যন্ত্রের জ্বালাতন, সবই মিথ্যে—

তারের পিছনে আসলে কেউ নেই, কেবলি কল্পনা

না, এবারে উত্তর দেবো না, একেবারে নিরুত্তর

বিনা টেলিফোনে বেশ দিন যাবে

বেশ টিঁকে থাকবো—

ট্রিং ট্রিং

কী যন্ত্রণা, শুধু একবার নেবো, বাস্‌, শেষ,

ট্রিং ট্রিং

কী বলছো, কে তুমি, আমার নাম ডাকছো ? ওঃ

প্রতিবেশী বলছি :

সব শব্দহীন, কেউ কোথাও নেই, শুধু

হাতে তা'র টেলিফোন, কানের কাছে, এই ভাবেই···

···

মন্তব্য কার বাড়িতে কখন ফোনে ডাক পড়ে—ট্রিং

যমরাজ বুঝি আধুনিক যন্ত্রব্যবহারে দক্ষ ॥

(পকেটে তা'র দুনিয়ার সারা টেলিফোন কোম্পানি ।)

নিঃশব্দ ট্রিং ট্রিং জগৎ জুড়ে ॥

পথিক-সন্ধ্যায়

শৈশবে শুনেছি ব'সে অবুঝ মর্মিত উদ্বেগে
বরোডিন—
কোথা সে রুষীয় গুণী সুরস্রষ্টা, বিরাট নির্মিতি
মৃৎ-ধূসর তামা-গিরি, ধূ ধূ মরু দিগন্ত পেরোনো
তারি শিল্পে ধৃত রাঙা অবাক সিম্ফনি কানে এলো,
দূর-দৃষ্ট সাইবেরিয়া ;
বেলা হেলে পড়লো ঘরে, একা বুকে মগ্ন আলোড়ন,
ধ্বনি প্রতিধ্বনি তারি শ্রুতি সূক্ষ্ম কিনারায় মেশা।
বাজালো সুপুরি সারি, ইটের প্রাচীর ঐ পাশে—
ল্যান্স্‌ডাউন রোডে বাড়ি দিদিমার ; গিয়েছে সেদিন।

হঠাৎ দামামা সেই ভ্রাম্যমান পান্থ শুনি আজ
প্রশান্ত সাগর পারে, অস্ট্রেলিয়া চিত্রাবলী হাতে
কল্পনায় চলি সেই ভূখণ্ডের রুক্ষ অনুপ্রাসে,
নতুন দেশের জাগরণে।
অগণ্য দুর্জয় কারা সৃষ্টির হাতুড়ি শক্ত হাতে
তুলে নিয়ে দলে-দলে গড়লো দূর পশ্চিমী কলোনি,
পাথর নির্মম চূর্ণ, ফাটা মাটি, লাল রুদ্র বালি
তারি মধ্যে জাগলো ঘর, আদি-বাসী
ছিলো যারা মহাদেশে, প্রথমার্ধযুগে
পায়নি কিছুই শুধু মরেছে, বেঁচেছে তিলে-তিলে
দগ্ধে' প্রাণ-যন্ত্রণায়, সমাজ-হারানো মূর্ছাতুর—
তাবো কাল এলো যেই য়ুরোপী স্পর্ধী ক্রমান্বিত
মানুষের সভ্যতায় গিরি গুহা গাত্রে সম্প্রসার
দীক্ষা পেলো আত্মিকের এই দূর দেশে,
সাম্রাজ্যের উর্ধ্বে কারুনিক,
বেজে উঠলো লগ্ন ধ্রুবতান—
কোনো এক জাতি-গোত্র-বর্ণ-মন্ত্র নয়,

রাগিণী সে অস্ট্রেলিয়া—
(যেমন প্রাচীন আর্য-অনার্য সংঘাতে উদ্ভূত
মিশ্র ইতিহাস ভারতীর।)
নও-জোয়ানের দেশে—বয়স যেমন যারি হোক-
দৃশ্য দেখি পূর্ণতর পশ্চিম-পূর্বের যুগ্ম যুগে
দ্বীপে কন্টিনেন্টে বাঁধা ভবিষ্যের মূর্তি অস্ট্রেলিয়া

অন্তরাল

কোয়ালা, কোয়ালা।
এখনো আছো উঁচু ডালে
অন্তরালে
ঘুমিয়ে থাকো রাত সকালে
সারাজীবন—
একটু আধটু চোখ খুলেছো (কী দেখেছো)
বনাকীর্ণ প্রাণের রণন
শিরার স্বনন
ঝিমিয়ে নামে, সব ভুলেছো,
মৃদু শূন্যে হাওয়ার দোল।
হে কোয়ালা ॥

কোয়ালা, কোয়ালা।
আমরা তো চোখ মেলি, বুঁজি
মানব সংসারে
কথার ধাঁধায় হারাই, খুঁজি
শেষের পারে—
প্রাণের ধারে
তুমি যা পাও তাই কি বুঝি :
কার দেওয়া কেউ জানি না তা

উঁচু ডালে ভোর সকালে
শিশির বিন্দু, কচিপাতা
পথ্য তোমার—এই আড়ালে
দেখে যাবো তীর্থ ঘুরে—
তোমার দেশের মুগ্ধ সুরে
পরবো মালা
বিদায়-সন্ধ্যা-তারায়-জ্বালা।
হে কোয়ালা॥

'Koa'a বিশ্বপ্রিয় সুন্দর ক্ষুদ্র জন্তু অস্ট্রেলিয়ার ঘন বনে—উঁচু গাম্ বা য়ুকালিপটাস্ গাছের ডালে বাস করে। প্রায় সব সময় ঘুমোয়, শ্যামল পাতা আর শিশির খায়। আর ঘুমায়।!

নীল ইন্ধন

গ্লানি, ভ্রান্তি, তীব্র আসক্তি, ঔদাস্যে তারা
মর্তের সংসারে মুমূর্ষু মাতোয়ারা,—

শুধু এক ইঞ্চি উঁচুতে ওঠার চেষ্টা নয় কৈবল্য
মোক্ষ নয়, নীল সর্বান্তিক ঔজ্জ্বল্য

তাদের ক্লাবেই নামে নির্মাল্য জানলার বাহিরে—
যা আছে তাই থাকে, হারায় না, হয়তো একটু বদলায়, বুক চিরে

ধীরে-ধীরে বর্তায়, কিংবা হঠাৎ, গলির ছাতে রাঙা রোদ
স্বয়ম্প্রভা, সংসারেই অবিমিশ্র কিংবা মিশ্রিত সেই বোধ

যা নিয়ে যুঝতে পারি, শুধু এক ইঞ্চি নীলান্তিক, প্রত্যয়
খুলে দেয় তোরণ, দিগন্তে ইন্ধন, প্রত্যক্ষ দিগ্বলয়।

সীগারের ধোঁয়া, বাজে কথা, খবর-কাগজ ছড়ানো
বিশ্রি মেঝে, বন্ধ ঘরেই অবিমর্ষ বুক-ভরানো

মানতে হয় একটু বেশি।   অনটন, অস্বস্তি, দারুণ তলিয়ে
সবাই আছি, শূন্য প্রাণ আর বাক্‌-প্রাচুর্য, পায়ে দলিয়ে

চলি যেই অন্য পথে মনে-মনেই উদ্ধত
ইমদাদ খাঁ-র জৌনপুরী টোড়ি কানে নিয়ে, অরূপ অসঙ্গত

যা-কিছু তাকে ছোঁয় সংগতি, মাধুরী, যামিনী রায়ের ছবি চতুষ্কোণ বা গোলক
পটে বাঁধে হলুদ গোরু, লাল ঘোড়া, মস্ত চোখ মেয়ে, ঢাক ঢোলক ॥

অনির্বাণ

দাঁড়ানো পিঠ হঠাৎ বলে
—আর তো পারিনে—
হাত বলে হায়
সব স'রে যায়
—আর তো পারিনে—
পা বলে ঠাই
পাই কি না পাই—
ধার তো ধারিনে—
আর তো পারিনে।
চোখ শুধু স্থির
জলভরা তীর
সন্ধ্যাদিঘির,
কানের ঘ্রাণের স্পর্শ প্রাণের
অনির্বাণের
লগ্ন কি শেষ : হারাই নিমেষ :
—আমি তো হারিনে ॥

উজানী

সকাল উদয়বিষণ্ণ মেঘলা সমুদ্রে ;
সিংহল ঝাপসা উঠছে নারকলবন পাহাড়মাথায়,
বোটের ডেকে চলি ডাঙার দিকে, হাতে কফি-পেয়ালা --
যাত্রীরা তাস-খেলায় মত্ত, সমুদ্র-আসমান-দ্বীপ জানে না।
দুই জগতের মধ্যে আছি, তিন জগৎ, মাটির মানুষের জলের,
নীল-শাদার কেরামতি শূন্যে, সিন্ধু-শকুনের পাখায় অদৃশ্য তীর,—
হঠাৎ মন ঘুরলো সংকেতে, মালাবার পাহাড়ে, বোম্বাইয়ে,
সেই সমুদ্র-তোরণ অগণ্য যাওয়া-আসার ;
কেন অন্যত্র আছি, আকাশ-ভরা সানাই, অত আলো
ভারতের নিঃসীম ঘর দূরে রেখে---জানি
পরিধির পরে পরিধি, আয়ুর চক্র একই যাত্রায় আবর্তিত,
পৌছনো কেবল এগিয়ে যাওয়া, ফিরে-আসা, বাসা-বদল,
লগ্ন দোল,
তারপর সব জাহাজ থামে শান-বাঁধা ঘাটে, সুরু,
কলম্বো-মাদ্রাজ পেরিয়ে টিকিট-মাশুলের অতীত,
কোথায় ?
হে আমার দিন

তোমাকে ফিরে চাই, সমগ্র, একটিবার আমারই পৃথিবীতে
সব চেয়ে আমার ভারতী-বাংলায়, ভূমিষ্ঠ হবো
থাকবো মায়ের সঙ্গে, বড়ো হবো, ভাই-বোন-পিতৃসংসারে,
ভাষা হবে আজ দুই বাংলার নতুন যোগে ;
দেশবিদেশের আত্মীয় পাবো যৌবনে শান্তিনিকেতনে,
পরিক্রমা পরে-পরে প্রেমের মহীয়ান বিরাট অজানা দেশে-দেশে,
পারাপার গাঁথবো চৈতন্যের জালে, স্মৃতির চেয়ে বেশি, ঐকান্তিক,
আবার উত্তীর্ণ হবো, সমাঙ্কিত, অনিঃশেষ,
সন্ধ্যায় কি পৌছবো না শেষবার যমুনায়, গঙ্গাতীরে, কলকাতায় ॥

পরিশিষ্ট

অপ্রকাশিত পুরোনো রচনা

দ্বিতীয় অংশ

গান

১

আমায় একটি ছোট গান দিয়ে যাও গো

কাটুক্ বেলা তারি দোলে !

আজ যেন মন সকল ভোলে !

মর্ম্মে তাহার মিলুক্ আসি'

রাখাল ছেলের করুণ বাঁশি,

নীল আকাশের সোনার খেলা

কোমল ঘাসের কোলে কোলে !

আমায় একটি ছোট গান দিয়ে যাও গো

গন্ধে রঙে ব্যাকুল-করা

মধুর ভালোবাসায় ভরা !

আপন হারা দুই নয়নে

যে-সুর আনে মনে মনে,

সেই স্বপনের আবেশ যেন

প্রাণে আমার তুফান তোলে !

গৌরীপুর
১৯১৭

ফিরে পাবি তোর বেদনা (ফিরে পাবি)

তোর চেতনা।

গভীর নিশীথে একা

ঝলিয়া উঠিবে তারি দেখা

চরম উন্মাদনা।

ফিরে পাবি তোর বেদনা।

ঐ বুঝি ব্যথা আসে
নির্ম্মল নির্জ্জন আকাশে!
সেই তো দিবে মায়া,
আনিবে স্বপন ছায়া,
জানিবি আপনা
ফিরে পাবি তোর চেতনা।

মায়া-মন্ত্র আছে কা'র ?
সকল ব্যথা ভুলিয়ে দেবে
চোখের জলে তুলিয়ে দেবে
হার ?
চেয়ে আছি তারি আশে
তরুছায়ে, পথের পাশে,
স্বপন দিয়ে বরণমালা
গাঁথি যে তাহার

বেলা অস্তাচলে যায়
তবে কি মোর এম্‌নি ভাবে
চেয়ে চেয়েই দিনে ফুরাবে
হায় ?
সন্ধ্যাতারায় কোন্ আঁধারে
প্রাণের দেখা পাব তারে ?
বাণী যে তার শুনি বুকে
সুরের বেদনার ॥

৪

মন কেমন করে
ওগো কাহার তরে ?
মৃদু বায়ু ভরে
ঝরা ফুল ঝরে—
বনে পাতা নড়ে
কি যে মনে পড়ে—
ওগো কাহার তরে
মন কেমন করে ?

মন কেমন করে—
জলে আঁখি ভরে।
ওই পাখীর গানে
দিন অবসানে
ওগো আমার প্রাণে
কি যে বেদন আনে
জলে আঁখি ভরে—
মন কেমন করে !

মন এমন করে
যেন কেমন করে ?
কার বাঁশি বাজে
সদা হিয়ার মাঝে ?
কিছু সকাল সাঁঝে
ভাল লাগে না যে !
কেন এমন করে
মন কেমন করে ?

শুধু কেবল দেখব চেয়ে ;—
দেখব চেয়ে,—আপন মনে
মাঝে মাঝে উঠব গেয়ে !
আজ কেমন করে মেঘটি ভাসে
দেখব চেয়ে নীলাকাশে,—
ঐ মাঠের ধারে ঘাসের পরে
কেমন করে ধেনু চরে,—
আর দেখব চেয়ে পাতার কোলে
কেমন করে ফুলটি দোলে,—
ঐ নৌকো আসে নদী বেয়ে—
দেখব চেয়ে দেখব চেয়ে !

চেয়ে দেখেই এমনি করে—
আপনা হতে জীবন-সাজি
উঠবে রঙীন ফুলে ভরে !
ওরে যে জগতের চন্দ্র রবি
সেই জগতের হব কবি,—
ঐ তারার সভা বসবে যেথায়
চুপটি করে বসব সেথায়,—
আর যে গানখানি ফুটবে ফুলে
গাইব সে গান মনোভুলে !
আমি ধনী কিছুই নাহি পেয়ে
দেখব চেয়ে দেখব চেয়ে !

৭

সত্যি যে তার সন্দেহ কি ?

এই শুধু সংশয়

একজনেরই বেলায় কেন

এমনি ভুল হয় ?

এত লোক ত আছে চেনা

আঁখি ত কই ভুল করে না

যত দোষ কি তারই যে হায়

আড়ালেতেই রয় ?

সত্যি যে তার সন্দেহ কি ?

এইটে শুধু বলি,

ছল্ করে চাও কেন যখন

পাশ দিয়ে যাও চলি ?

তারেই কথা কইতে গিয়ে

ভুল কথা কি যায় বেরিয়ে ?

সরমরাঙা মুখখানি দেয়

কিসের পরিচয় ?

সত্যি যে তা'র সন্দেহ কি ?

এই শুধু সংশয় !

৮

অচেনা বিদেশে দূরের পথিক

এসেচি দিনের শেষে,

ছায়াঘেরা ম্লান চাঁদের আলোয়

কে তুমি দাঁড়াও হেসে ?

অঙ্গের ধূলি, অবসাদভার

বিজন প্রাণের বিরহ-আঁধার,

হে করুণ, কোন্ মায়ায় তোমার
নিমেষে গেল কি ভেসে !

ভয় ছিল প্রাণে একা গৃহহীন
পথ পাশে তরুতলে
না জানি রজনী কেমনে কাটিবে
ব্যাকুল নয়নজলে—
পথিক বন্ধু, ভুলেছিনু হায়,
বাঁশরি শুনে যে দূরে চলে' যায়,
ছাড়ুক সকলে ; তোমারে সে পায়
চিরদিন নববেশে !

৯

চাইনে কিছুই চাইনে কারেও
রেখো আমায় একা,
আপন মনে ব্যথার রঙে
আঁক্‌ব রঙীন্ রেখা।
ধেয়ানে মোর আপ্‌নি, কবি,
উঠ্‌বে ফুটে তোমার ছবি,
আহা আঁধার রাতে দেখ্‌ব হঠাৎ
শুভ্র তারার রেখা ॥

দূর কর গো হৃদয় হতে
ক্ষণিক উত্তেজন,
তুচ্ছ শত ছায়ার মত
মায়ার আবরণ !
সব অভিমান মিটুক্ এসে
তোমায় ভালোবেসে,
আমার অসীম শূন্য ভরবে আলোয়
তোমার চেয়ে-দেখা।

১০

আরো দূরে, — নীলাকাশে
ঐ সাদা পথ ঘুরে ঘুরে
রেখায় যেথা মিলিয়ে আসে—
আরো দূরে···

এই জগতের সকল সুরে
ফলে ফুলে সবুজ ঘাসে
পাই না কাছে সে বন্ধুরে ॥

না জানি কোন্ তারার পাশে
রইল সে কোন্ বিজন পুরে—
চিহ্নহারা কোন্ আবাসে,
আরো দূরে ··

১১

সহজ গানের বাঁশি
দিয়ো মোর হাতে,
যে-বাঁশি ভোরের তারা
বাজায় প্রভাতে।
বেদনার সুর দিয়ে
কুসুম ফোটাব, প্রিয়ে,
রেখে যাব ভালবাসা
স্বপনের সাথে।

দুচারিটি গান মোর
আজো আছে বাকি

সাঁঝের তারার হারে
গেঁথে যাব না কি ?
আমি যবে দূর-দেশে
সে গান আসিবে ভেসে,
তখন আমারে, প্রিয়,
মনে হবে রাতে

শান্তিনিকেতন
১৯২১

১২

নাই যদি পাই তারে
তবু জানি এ আঁখিজল ব্যর্থ হবে না রে।
এই বুকের ব্যথা ব্যাকুল সুরে
কেবলি মন টান্‌বে দূরে,
নীরব-চাওয়া পৌছবে কোন্ পারে,
কোন্ চিরদিনের হয়নি-পাওয়ার দ্বারে।

চেয়ে সে মুখপানে
কি জেনেছে মন শুধু তা জানে।
সেই গোপন তারার আলোয় আঁখি
পথের আভাস পাবে না কি
এই জীবনের অকূল পারাবারে ?
যদি আঁধার ঘেরে ঝড়ের হাহাকারে ?

নাই যদি পাই তারে
তবু জানি এ আঁখিজল ব্যর্থ হবে না রে।

১৯২২ ?

১৩

চোখে-চাওয়া গান

১. চঞ্চলা

আঁখি দুটি তার বল দেখি কেন আসে
পথ ভুলে ভুলে বারে বারে মোর পাশে ?
নীড়হারা পাখী অজানা সে কোন্ টানে
আশ্রয় খোঁজে মরমের মাঝখানে ?
আমারি হৃদয়ে আকুল আবেগে, ত্রাসে
পথ ভুলে ভুলে কেন শুধু চলে আসে ?

আজিকে গগন আঁধারিয়া এল মেঘে
বনে বনে বায়ু বহিছে ব্যাকুল বেগে।
ওগো চঞ্চলা, বেসো নাকো মনে মনে
এই দুর্দিনে যেতে হবে নিরজনে,
ব্যথার সঙ্গী আছি যে তোমারি আশে
পথ ভুলে তুমি এস এস মোর পাশে।

তোমার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে
হাজারটা গান লিখতে পারি—
একই প্রেমের নানান সুরে
উঠ্‌বে বেজে ছন্দ তারি।
কোমল আলোয় নয়ন ভরে'
তাকাও তুমি কেমন করে,
একটু ব্যথায় অমনি সেথায়
ছলছলিয়ে ওঠে বারি,—
সত্যি জেনো এসব নিয়েই
হাজারটা গান লিখ্‌তে পারি

তবু বলি গান লেখা এই
খুসি হয়েই যাব ভুলে
এমনি তুমি রোজই যদি
তাকাও হেসে নয়ন তুলে।
তখন কেবল আকুল হয়ে
নীরব বাণীর বিনিময়ে,
মনে মনে মিলন হবে,
লেখার তখন কি ধার ধারি ?
তবু জেনো চোখে চেয়েই
হাজারটা গান লিখ্‌তে পারি ॥

৩. প্রকাশ

শুধু চোখে চেয়েই হাস্‌বে তুমি
কথা বল্‌বে না ?
মোদের মিলনবাণী মধুর হয়ে
গানে গল্‌বে না ?
কেবল আলোয ভরা চপল চোখে
হান্‌বে স্বপন মানস-লোকে ?
তোমার আপন ছলে হে সরলে
তোমায় ছল্‌বে না ?
শুধু চোখে চেয়েই হাস্‌বে তুমি
কথা বল্‌বে না ?

আজকে বাদল রাতে হৃদয়
মেঘে উতলা,
না হয় তুমি একটু হলেই
আপনা-ভোলা ?
এই মনে-মনের ভালোবাসা
যদি হঠাৎ ভুলে পায় গো ভাষা,

কি আর হবে ? আগের মতই
দিন কি চল্‌বে না ?
শুধু চোখে চেয়েই হাস্‌বে তুমি
কথা বল্‌বে না ?

৪. অ শে ষ

চোখে চাওয়ার গান এ আমার
শেষ হবে না কোনোকালে,
জানি বারেবারেই পড়ব ধরা
নীল নয়নের মায়াজালে।
মিনতি তার ব্যথার মত
বাজ্‌বে বুকে অবিরত,
হাসির ছটা দীপ্তি পাবে
তারা যেমন সন্ধ্যাভালে—
চোখে চাওয়ার গান এ আমার
শেষ হবে না কোনোকালে।

তোমার চোখে, হে বন্ধু মোর
কি দেখেছি মনই জানে,
কোন্ যে অবাক্ ব্যাকুলতা
পথ পেতে চায় গানে গানে।
কাছে, দূরে, কি আসে যায় ?
যেথাই থাক, গোপন হিয়ায়
ব্যাকুলতা ফুট্‌বে ফুলে
গভীর ব্যথার অন্তরালে
চোখে চাওয়ার গান এ আমার
শেষ হবে না কোনোকালে।

১৯২৩ ?

১৪

ব্যথাই আমায় আন্‌ল ব্যথার পারে,
আন্‌ল আমায় প্রভাত-আলোর দ্বারে।
সারাটি রাত কেবল আমার প্রাণে
অশ্রু-জলের সুর লেগেছে গানে,
চেয়ে দেখি রাত্রি-অবসানে
হঠাৎ-আলো ফুটল অন্ধকারে।
ব্যথাই আমায় আন্‌ল ব্যথার পারে।

এ কি তোমার লীলা জানি না ক
দুঃখ দিয়েই দুঃখ তুমি ঢাক।
আঘাত করে' কেবল আঘাত করে'
যা-কিছু মোর লও যে তুমি হরে',
শেষে দেখি সকল শূন্য ভরে'
সারাজীবন চেয়েছিলাম যারে।
ব্যথাই আমায় আন্‌ল ব্যথার পারে॥

শান্তিনিকেতন
১৯২৪

১৫

আমার মনে লাগে আলো
আমার প্রাণে ফোটে ফুল—
কোন্ আলো, কোন্ ফুল এরা?
তুমি যে আমারে বাসো ভালো
সেই মোর জীবনের আলো,
বুকে মোর আসো সেই ফুল
স্বরগের মাধুরীর ভুল!
আলোয় ফুলেতে প্রেম ঘেরা॥

শান্তিনিকেতন
১৯২৩?

ক বি তা

সনেট

১. সমবয়সী

চৈত্র সংক্রান্তির মেলা, ঢাক ঢোল ধ্বনি,
দূর থেকে তোলপাড় গ্রামের ধমনী,
ছোটো বড়ো শিশুদের সঙ্গ নিয়ে ছুটি
যেখানে বসেছে হাট : ধুলো মুঠি-মুঠি
খ্যাপামি ছড়ায় হাওয়া, উচ্চ কলস্বরে
জনতা উদ্‌ভ্রান্তি হানে, তবু মায়া ভরে
উৎসবের সারা বেলা ; কেউ নিজমনে
সপ্তমে চড়ায় বাঁশি, সুতীক্ষ্ণ তর্জ্জনে
চক্রিত চড়ক-দোলা, জরির টুপিতে
সাজে কেউ, মিষ্টি কেনে, লাল-নীল ফিতে
খোঁপায় বেঁধেছে মেয়ে, মারামারি শেষে
ছুটো ছেলে মুখোমুখি ওঠে দ্রুত হেসে
ঘুরে মরি লোকারণ্যে : কী দেখি হঠাৎ,
সবারই বয়স আজ ঠিক সাড়ে সাত ॥

২. লীলাময়ী

এখনো বাঁকায়ে গ্রীবা ছলি' যাও চলি'
কৌতুকে কটাক্ষ হানি', হে চল-চপলা
শোন না আমার কথা ! অভিমানে জলি'
একা বসি' নিজমনে ক্ষুব্ধ মর্ম্মগলা
কি কাহিনী রচি তাহা নিজে নাহি জানি
কেমনে রহি যে ভুলে ; স্বপ্নে সত্যে বোনা
বিচিত্র সে ব্যাকুলতা ! ছন্দমাল্যখানি
গাঁথা হল কিনা সারা, করি' আনাগোনা

দ্বারপ্রান্তে বারেবারে যাও তাই দেখে'!
সহসা কি ভাবি' মনে পাশে মোর আসি'
বিকচ কোমল দৃষ্টি মোর মুখে রেখে
ক্ষণেক চাহিয়া রও! আবেগে উচ্ছ্বাসি'
যেমনি ব্যাকুল আশা জেগে ওঠে চিতে,
মালাখানি গলে প'রে' মিলাও চকিতে!

গৌরীপুর
১৯১৭

সত্য কথা বলি তবে? গভীরে গোপনে
দুর্লভে লভিব এই লোভ মোর মনে
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া বিদ্যুতের মত
অজানা সন্ধানে দূরে টানিছে নিয়ত।
সে কোন্ অলকাপুরী নীলিমার পারে
নিমেষে ঝলকি' উঠি এ চিত্ত-মাঝারে
বিপুল পুলকব্যথা অপূর্ব্ব আবেগে
সঘনে হানিছে; কোন্ স্বপ্নদোলা লেগে
নিমেষে ভুলায় মোরে কোথা কি বা আছে
সুখদুঃখ, ভালোমন্দ! শুধু মন যাচে
সেই মোর সুদুর্গম সাধনার ধন
যা'রে পেয়ে ধন্য হবে সামান্য জীবন।
বিচিত্র রূপের মর্ম্মে যে-একের বাস
জীবনের মাঝে খুঁজি তাহারি প্রকাশ॥

কলকাত

ছোট ছোট গান মোর ছোট ছোট পাখী
আসে যায় ক্ষণে ক্ষণে করে ডাকাডাকি!
কেহ আনে বনান্তের বসন্তের বাণী
মঞ্জরিত নিকুঞ্জের; করে কানাকানি

ভ্রমরগুঞ্জনগীতি কাহারো কূজনে
মধ্যাহ্নের স্বর্ণমাখা ; কেহ সুবিজনে
নির্জ্জন সরসীতীর জ্যোৎস্না-চমকিত
স্বপ্নছবি মনোমাঝে ঘনাইয়া তোলে ;
কারো গীতি তরঙ্গিত আনন্দের দোলে
প্রভাতের রক্তরাগে ; কোন্ দূর হ'তে
বর্ণ গন্ধ গান তা'রা আনে নানা স্রোতে।

বৃথা মোর কাজ যত ব্যর্থ পড়ি' রয়,
ক্ষণিক অতিথি এরা চিত্ত হরি' লয় !

কলকাতা
১৯২১ ?

৫. চতুর্দ্দশপদী

কা'র হাতে তুলে দেব ব্যথিত হৃদয়
উৎসুক একান্ত দানে ? কে লইবে তা'রে
সমব্যথাতপ্ত বুকে ? প্রেমের সঞ্চয়
কল্পনাকানন হতে মুগ্ধ ফুলহারে
গাঁথিব কাহার লাগি, হায়, কারে চেয়ে
দিন-বাতায়ন হ'তে আলোর স্বপনে
বিস্মৃত প্রহরগুলি চলে' যাবে ধেয়ে
তীর্থ যুগান্তর পথে, অনন্ত চেতনে
ভুলায়ে অন্তিম জ্বালা ? হৃদয়-আকাশে
বিরহের চির-সন্ধ্যা কোন্ ব্যবধান
নিমেষে রচিল আজি ? আছে চারিপাশে
যেখানে যেমন ছিল, শুধু মোর প্রাণ
নিরাশ্রিত বেদনায় কা'র লাগি একা
খুঁজিছে রজনীদিন কোন্ ফিরে-দেখা॥

কলকাতা
১৯২৪ ?

সায়াহ্নিকা

রেখো সন্ধ্যা, মোর লাগি' একটি প্রহর
শান্তদীপ্তি, মধুর মন্থর।
পরিপূর্ণ অবকাশ, স্নিগ্ধতারা জ্বালা'
সুদূর অসীম ব্যাপি' একান্ত নিরালা,
মৃদু সমীরণ বুঝি স্বপ্নের সুধীর মর্ম্মর—
সেই মতো একটি প্রহর॥

বাতায়নে কুঞ্জলতা শূন্যে চায় কা'রে
গোধূলির ম্লান অন্ধকারে।
ব্যর্থ হয় বুঝি মালাখানি
একা বসে' ভাবিছে কে জানি;
উদাসী উৎসুক তা'র চোখ
কেশে কাঁপে শেষ সন্ধ্যালোক।
প্রতীক্ষা মিলনসুখে ভরিছে বিরহ দুর্ভর—
সেই মতো একটি প্রহর॥

হে সন্ধ্যা, মোদের তুমি দিয়ো ভাষা নিঃসীম তোমার
সর্ব্বময়ী পুণ্য স্তব্ধতার।
দোঁহার একাত্মবাণী মুক্তিসুখে পাখীর মতন
লভুক্ দুর্লভ চেতন।
পূজারিণী, তব সাথে অনন্তের তীর্থযাত্রা পথে
নিয়ে যেয়ো এ আড়াল হ'তে,
মর্ত্ত্যবিচ্ছেদেরে ভরে আত্মার জ্যোতির নির্ঝর
দিয়ো দোঁহে একটি প্রহর॥

গৌরীপুর
১৯১৭?

দেহের বিদায়

দিন ম্লান হয়ে এল, মন।
ছায়ালোকে একা বসি কী দেখিছ গভীর স্বপন?
স্তব্ধ বায়ু ধীরে ধীরে পরশে ভরিছে সন্ধ্যাকাশ,
মন্দির-মালঞ্চে বহে আকম্পিত সুরভি আশ্বাস,
তোমারে দিগন্তচ্ছবি কোথায় জাগালো বিস্মরণ?
দিন ম্লান হয়ে এল, মন।

তোমারে না পাই কাছে, দূরে।
প্রহরে প্রহরে থাক দুর্গম সে কোন্ যাত্রাপুরে।
উজ্জ্বল প্রভাতে আনি নয়নে আনন্দ নব ঘোর,
নবীন কুসুমে বাঁধি স্বর্ণশ্যাম সুন্দরের ডোর,
চমকিত চন্দ্রালোক শুভ্ররাতে বাজে মর্ম্মসুরে;
তোমারে না পাই কাছে, দূরে।

এলে তুমি মোর সর্ব্বমাঝে
বন্ধনে নন্দিনী মোরে কবে নিলে স্বয়ম্বরসাজে।
রূপপাত্রে সুখাবেশ, আলোকে, তারায় কত স্মৃতি
মর্ম্মর নিকুঞ্জচ্ছায়ে পাখীগানে এনেছি সম্প্রীতি,
ধ্যানহারা কী জেনেছ প্রেমে মোরে প্রণমিত সাঁঝে,
এলে তুমি মোর সর্ব্বমাঝে।

নীলিমা নেমেছে চারিধারে
ক্ষণিকের দিনোজ্জ্বল লীলা-দোলা করুণ সংসারে।
উচ্ছ্বসিত এরি মাঝে সুনিবিড় পরিচয়ধারা
অযুত কল্যাণছন্দে এক বাণী বহে সীমাহারা,
দোঁহে সেথা কি রচিনু প্রাণের ইঙ্গিত শূন্যপারে?
নীলিমা নেমেছে চারিধারে।

অসীম প্রকাশতলে, রাতে,
হে চেতন, প্রেম তব ধন্য মানি ধূলির শয্যাতে।
রূপ আমি, তোমা মাঝে জেগেছি চরম জাগরণে,
দোঁহে মোরা বাঁধা ছিনু, চিহ্ন তার কোথায় জীবনে?
হে চিরবিরহী, আজি কী ল'য়ে চলিছ কোন্ প্রান্তে?
অন্তিম প্রকাশতলে, রাতে॥

চির-নদী

যেখানেই যাই ফিরে এসে দেখি
সবই যে কেমন ক'রে
যা ছিল তা নেই, মনে হয় যেন
গেছে কোথা স'রে স'রে—
সেই চেনা মুখ, গৃহ পুরাতন,
পথে ঘাটে চলে সেই সে জীবন,
তবু যে কখন কী হারালো হায়
ব্যথার দিগন্তরে—
বোঝাতে পারিনে, কিসের বিরহ
দিকে দিকে ওঠে ভ'রে॥

যে-আমিকে আমি ফেলে রেখে পিছে
খুঁজেছি অন্য-দিনে
চির-দিন তাকে নিয়ে যায় দূরে,
পাবো না সে-পথ চিনে;
কালের প্রবাহে নিমেষে নিমেষে
যা-কিছু ঢেউ-এর সব যায় ভেসে,
হারানোর পারে, নদী-নিরবধি,

বাঁধো প্রাণ কোন ডোরে—
কান্নার বুকে যে-সুধা পেয়েছি
দিয়ো তা নতুন ভোরে ॥

কে যে আমায় এমন করে'
ডাক্‌ছে সে কোন্ দূরে,
কেই বা জানে, শুধু বুকে
ব্যথাই ওঠে পূরে।
মন যে আমার ক্ষণে ক্ষণে
উদাসী হায় অকারণে,
সব ভুলায়ে দেয় যে তা'রে
নামহারা কোন্ সুরে।

যাব, আমি যাব, যাব
সাগরপারের দেশে,
এ মন আমায় ডাক্‌ছে যে হায়
তাহারি উদ্দেশে।
সেখানে সেই অচিন্ ভবে
সকল ব্যথা সফল হবে,
নূতন আলোয় দেখ্‌ব প্রাণে
মোর চির-বন্ধুরে ॥

মন যে কেমন করে, বন্ধু, আমার চিত্তখানি
আজ সকালে হঠাৎ কেন কাঁদে তোমার তরে ?
ভুলে-যাওয়া কোন্ সে ব্যথা জাগ্‌ল তা কি জানি
মন যে কেমন করে।

কোন্ অতীতের হারা-পাখী আমার একা ঘরে
কাছের ছায়া গানের মত স্বপনে যায় হানি' ?
চোখের স্মরণ মিলায় কখন্ মায়ার দিগন্তরে।

আপন-মাঝে বহে' চলি তারায়-ভরা বাণী
অনাদি রাত তোমায় চেয়ে স্তব্ধ পথের পরে,
চিরদিনের মিলন মোরে বিরহে দেয় আনি'।
মন যে কেমন করে।

১৯২৪ ?

সঙ্গম

আমার নদীর ধারা বয়,
এখানে সে নয়।
দূরের আকাশ তলে
নির্জ্জন প্রবাহ তার।
চলিয়াছে
গভীর প্রাণের অতি কাছে
বেদনার অশ্রুজলে,
খুঁজি অনন্তের পারাবার।
এখানে বিভিন্ন লোকালয়
মগ্ন মন নানা দিকে, নানা কাজে
সংসারে সমাজে,—
হেথা মোর নাহি শেষ পরিচয়।
প্রচ্ছন্ন সত্তার ধ্বনি শুনি বুকে
আমার ব্যথার নদী নিরন্তর চলেছে সম্মুখে,
আজীবন
তোমা লাগি আমার ক্রন্দন

সেই মোর পরিচয়,
এখানে চঞ্চল ভিড়ে নয়।

যাবো আমি দিনশেষে সেই নদীতীরে,
শান্ত হব তারি নীরে।
শুধাবো কল্যাণ
যার লাগি বহিলাম জীবনের ধ্যান।
দীর্ঘ দিবসের কর্ম্মে যত কিছু জমে ওঠে ভার
রিক্ত করি' ক্ষণিকের যত অধিকার,
সর্ব্বহীন
একান্ত আমাতে হব লীন।
হে প্রেম, তখন তুমি আমারে গোপনে নেবে না কি
বিরহ মিলন পারে ডাকি?
আমার ব্যথার নদী তোমা সনে
মিলিবে না চিরসমর্পণে?

শান্তিনিকেতন
১৯২৩

সীমা

মোর ছোটো গৃহদ্বারে যে-মুক্তি করেছি অবারিত
বেড়া-ঘেরা কুঞ্জ মোর যে-পরম আকাশ-বিস্মিত,
সুন্দরের যে-মাধুরী উজ্জ্বলিয়া এনেছে আহ্বান
জয়ী কি হবে না সেই সহজের অবিনাশী দান
অন্ধকার পথে যেতে
অজানিত দূরের সঙ্কেতে?
দিনরাত্রি মোর চিত্তে গাঁথিবে না প্রাণের অক্ষরে
বিচিত্র বাণীর সমস্বরে
পূর্ণের কবিতা?

সামান্যের ব্যঞ্জনায় মহাকাশ ভরি'
দিবে না হৃদয় পূর্ণ করি'
জীবন মৃত্যুর মর্ম্মগীতা ?

শান্তিনিকেতন
১৯২৪

ইতিহাস

ভাবি যদি দৈবের ঘটনে
কখনো জানিতে তুমি মনে
কোথা স্বর্গমর্ত্ত্য পারে
ফিরালেম আপনারে
পথাবেগে অবুঝ বেদনে,
সেদিনের সেই তীব্র ক্ষণে ॥

প্রলয়সাগর তীরে তীরে
বাহিলাম একা তরীটিরে।
দিয়ে গেলে শেষ দেখা,
মিলালো পথের রেখা,
আর ভুলে চাহোনি তো ফিরে।
বাহিলাম একা তরীটিরে ॥

সেদিন আকাশে মেলি' ব্যথা
খুঁজিয়াছি তোমারি বারতা।
ম্লান করি দিনালোক
পরম জেনেছি শোক,
প্রাণে ছিল সুদূর শূন্যতা
খুঁজেছি সেঅন্তিম বারতা ॥

মুহূর্ত্তেকে সেদিন হৃদয়ে
আত্মহারা ব্যথার প্রলয়ে
বিশ্বপ্রাণ মন্থনিয়া
বাণী এল চমকিয়া
অতি দূর মোর পরিচয়ে।
মুহূর্ত্তেকে সেদিন হৃদয়ে ॥

তারপরে ঘুরেছি অনেক।
নব নব প্রাণের উল্লেখ
দেশে দেশে দেখি চোখে,
বিজন স্বজন লোকে
চরম চেতনা অভিষেক।
তার পরে ঘুরেছি অনেক ॥

ভ্রমি' বহু মানবের মাঝে
পরিচয় লভি বিশ্বকাজে।
সিন্ধু শৈল পরপারে
খুঁজে পাই আপনারে,
বিপুল সঙ্গীত প্রাণে বাজে।
ভ্রমি বহু মানবের মাঝে ॥

জনতায় দেখা পুনর্ব্বার,
কিছু মোর নাই বলিবার।
যে-সংগ্রাম, যে-সন্ধান
জানে তা গভীর প্রাণ,
মিশে গেছে জীবনে আমার
ভিড়ে দেখা হল পুনর্ব্বার ॥

তবু ভাবি যদি দৈবক্ষণে
কখনো জানিতে তুমি মনে—

তোমারি প্রেরণা ল'য়ে
কী ব্যথার পরাজয়ে
জন্ম মৃত্যু যুঝিলাম রণে।
সেদিনের সেই তীব্র ক্ষণে ॥

শান্তিনিকেতন
১৯২৪

এই যে ছোট দিনটি মোদের
কাট্‌ল হাসিখেলায়
একটি আলোর ফুল—
কালের নীরে এ কি শুধুই
হারিয়ে যাবে হেলায়
যেন মনের ভুল ?
স্বপ্ন যেমন ঘুমের শেষে,
গন্ধ যেমন শূন্যে মেশে,
আকুল হাওয়ায় দীপের শিখা
রৌদ্রে শিশির-দুল ?
আহা, অস্তরবির রঙের মত
সন্ধ্যামেঘের ভেলায়
কালের নীরে এ কি শুধুই
হারিয়ে যাবে হেলায়
অকূলে নির্ম্মূল ?
এই যে ছোট দিনটি মোদের
কাট্‌ল হাসিখেলায়
একটি আলোর ফুল ?

শান্তিনিকেতন
১৯২৬

বিনিময়

তোমারে দেব না কোনো কিছু ভার
আমার ভালোবাসার।
শুধু গান, শুধু বনপথে যেতে
ফুল তুলে দেওয়া চারু অলকেতে,
চঞ্চল মায়া কল্পনে গেঁথে
সাজানো বাণীর হার।
নিয়ো তুমি যাহা সহজে কুলায়,
মাধুরীর রঙে ভাবনা ভুলায়,
যা-কিছু তোমারে ক্ষণিকে ভুলায়
রাখে না স্বপন তার।
যাতে খুসি হও, শুধু তাই লও
এই খেলা দুজনার॥

প্রাণে যদি মোর কিছু বেশি রয়
রেখো না তাহার ভয়।
গভীরে আগুন যদি রাখি জেলে
নিশীথ হৃদয়ে শিখা দেয় মেলে,
ধ্যানের সে দাহ তোমা কাছে গেলে
হবে জেনো আলোময়।
ঘুমহারা চোখে যে-মিলন খুঁজি,
যে-মানসে, প্রিয়, তোরে প্রাণে পূজি,
হারানোর পারে যে-পাওয়ারে বুঝি,
দেখো তারি পরিচয়
ভোরের আকাশে আলোর প্রকাশে
জাগরণ-বিনিময়॥

মোর ভালোবাসা দেবে না বোধনে
কোনো ভার জেনো মনে।
দিনের শান্তি স্থির সন্ধ্যায়

তিমিরে তারায় যবে মিলে যায়,
দাঁড়াবো একাকী তব দরজায়
মিলনের সে লগনে।
চক্ষের জল সে ভরা বুকের
নয় নয় তাহা মর্ত্ত্য দুখের,
চরম তিয়াষে মৌন মুখের
বাণী সে সুখের ধনে।
র'বে তারি ভাতি চিরপথসাথী
দুজনার এ জীবনে॥

শান্তিনিকেতন
১৯২৬ ?

সন্ধান

চাবো না তোমারে
কান্না থাক্।
রৌদ্রের আলোকে
মোর চোখে
দেখিব তোমায় আমি সবার মাঝারে
সর্ব্বক্ষণ—
এই হোক্ মোর পণ।
তোমাকে চাওয়ার ঢাকা পুড়ে যাক্—
সকল হারায়ে দোঁহে পাব দুজনারে॥

জানি মোর প্রাণে তুমি সর্ব্বময়।
তোমার আমার হোলো পরিণয়।
অনন্তের সে বন্ধন
হবে না তো ছিন্ন কভু,
কেন বারে বারে তবু
এ ক্রন্দন

মুহূর্তে অন্তিম তৃষা তোমা লাগি?
আমি কি উঠেছি জাগি
সম্পূর্ণ যে জানিব তোমায়?
কেবল চাওয়ার ক্ষুধা, ওরে মন, আছে তোর হায়॥

শান্তিনিকেতন
১৯২৬

যে-চাওয়া তোমারে চাই, জেনো তারো বেশি চাই
তোমারে ছাড়ায়ে যায় চাওয়া।
হৃদয়সাগরকূলে ব্যথায় তোমারে পাই,
লাগে এসে ওপারের হাওয়া।
চিরবিরহের দাহ, আগুনের শেষ দান
যে-শিখা জীবন জুড়ে জ্বালালো আমার প্রাণ,
তাহারি আলোকে আমি মৃত্যু পারায়ে পাই
খনে খনে সব চেয়ে পাওয়া,
আমার কান্না হতে সৃজন উৎসস্রোতে
এল আজ এ কী গান গাওয়া॥

তোমার নয়ন দিল আকাশের নবনীল
তোমার কণ্ঠ দিল বাণী,
তোমায় জানার প্রেমে আজি মোর এ নিখিল
গভীর জীবন দিয়ে জানি
তোমায় বাহুর ডোরে পাওয়ার সাধন মোর
অন্তবিহীন জাগা এনেছে জীবন ভোর,
পথের যাত্রী আমি ছেড়েছি সকল আশা
চরম দুরাশা বুকে মানি'—
কাহার মিলন লাগি চিরদিন একা জাগি
ধীরে ধীরে বুঝি অনুমানি॥

শান্তিনিকেতন
১৯২৮?

অলক্ষ্য

তুমি মোর এসেছ জীবনে।
যে পথে মাঠের শেষে খেজুরের বন
আরো দূরে গ্রাম দেখা যায়,
রৌদ্রে-আঁকা নীলিমার পাণ্ডুর স্বপ্নের জাল শুধু—
সেই পথে চলেছি একাকী ;
কখনো সঙ্গীরা আছে,
কখনো ধ্যানের সঙ্গ খুঁজি।
তুমিও তাহারি মাঝে কখন যে এলে,
তুমি মোর এসেছ জীবনে।

ছায়ায় গ্রামের পথে
কিছু খন দেখেছি তোমারে
পেয়েছি যে তোমারে চিনিতে
দূরদেশী তুমি,
তবু তুমি পরম আপন।
সহজেই জেনেছি তোমারে।
বড়োই সহজ ঐ চোখের করুণ ভাষা,
কথার আলোক-ঝরা ভাষা,
বিশ্বাসের ভাষা সে সহজ।
কিছু তুমি চাওনি তো
আমিও চাহিনি।
শুধু দুজনার চাওয়া ক্ষণেক মিলেছে, বুঝি,
ঐ দূর দিক্‌চক্রে ধূসর অলক্ষ্য পানে গিয়ে,
তুমিও কি বোঝনি তাহাই ?

তুমি মোর এসেছ জীবনে।
তুমি চলে গেছ।
আর কিছু নয়।

দেখ খেজুরের বনে উদাসীন ছায়ার মহিমা।
ঐ শোনো
মর্ম্মর উদার ধ্বনি।
আকাশের অব্যক্ত ইঙ্গিত জানো মনে।
দেখ, গ্রামসীমাটুকু ছাড়ায়ে এসেছি,
আর ফিরিব না।
এখন চলেছি দূর ধূসর দিগন্তে, যেথা
অপরাহ্ণ আলো নামে স্বপ্নশেষ সম
অন্তিম প্রখর জাগরণে।
চলেছি কখনো একা, কখনো সঙ্গীর
কখনো ধ্যানের সঙ্গ নিয়ে।
ব্যাকুল অলক্ষ্য মোরে ডাকে,
যে অলক্ষ্যে দুজনার দৃষ্টি পেয়েছিল সঙ্গ
জীবনের পথে যেতে যেতে॥

কলকাতা
১৯৩২ ?

সম্বন্ধ

আমার পূর্ব্বজীবনকে যদি বলি, তোমার বেদনা
তখনও তোমাকে জানতেম না,
চোখে দেখিনি,
কানে শুনিনি তোমার মূর্চ্ছিত মাধুরী কণ্ঠস্বর,
আসোনি তুমি আমার জীবনে।
তবু ভাবি যখন আমার তোমা-পূর্ব্ব দিনের ব্যথা,
চেতনার ইতিহাস জাগাই নিজের মধ্যে,
কেমন করে জানি সবেরই মর্ম্মে ছিলে তুমি,
আসন্ন বিশুদ্ধতার সুর।

মনে পড়ে অচেনা দেশে নদীপথে যেতে দুধারে খেজুরের বন,
দুপুরের উজ্জ্বল ঔদাস্যে ঢেউ-এর অবিরল নৃত্য,
জাহাজের গতির আলাপে বিচিত্র তরঙ্গের মীড়,
আলোয় উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে গভীরতায় ;
ফেনার শাদা রেখা, আকাশে উড়ন্ত মেঘ,
বাঁকে বাঁকে দিগন্তের দৃষ্টি।

যখন ভাবি পশ্চিমজনসঙ্ঘের কেন্দ্রে আমার চঞ্চলিত একাকী জীবন,
ক্রমাগত লাগছে রং, দুরন্ত ছন্দ, প্রদীপ্ত উৎসাহের তুমুলতা,
বহুমুখর প্রবল প্রাণের সৃজন বেগ ;
ঘুরছি বিচিত্র সংসর্গে, দেখছি নানা দৃষ্টিতে
বৃহৎ সংসারের রচনাকে—
যেন উড়োজাহাজ থেকে দেখা মরু লোকালয় সিন্ধু
অরণ্যখচিত বিস্তৃত পৃথিবী—
তৈরী হয়ে উঠছে চোখের তলে মানুষের দুঃসাধ্য ইতিহাস,
চলন্ত প্রাণের দৃশ্য—
জাহাজের প্রকোষ্ঠে বসে ভাবছি মানুষের আশ্চর্য কাহিনী।

ইংলণ্ডের পথে
১৯৩০

চন্দ্রিমা

তখন কেবল আমরা দুজন ছাতে,
আকাশ আলোয় মিলন ভর ভর,
আপন মাঝে হারিয়ে গিয়ে তুমি
বলেছিলে, "চাঁদকে প্রণাম করো।"
স্তব্ধ ভুবন মন্ত্র জপে মনে ;
ছায়ায় আলোয় গহন জাল বোনে,
স্বপ্ন রাতে জাগ্‌ল সমীরণে
সাগর পারের ব্যাকুল মর মর।

কখন তুমি হাত মিলিয়ে হাতে
বললে আমায়, "চাঁদকে প্রণাম করো ॥"

বিদেশে আজ বিজন রাতে জাগি
একলা আমি চাঁদকে প্রণাম করি।
অচিন্ হাওয়ায় পাঠাই নত চোখে
ধেয়ান মম যুক্ত লগন স্মরি'।
আজকে তোমার কোথায় পাবো বাণী,
আকাশ জুড়ে কী চাও নাহি জানি।
কাছে দূরে কেন আড়াল হানি'
দিয়েছ আজ এক-চেতনায় ভরি':
বিদেশে আজ সাগর পারে রাতে
একলা আমি চাঁদকে প্রণাম করি ॥

মধ্যধরণী সাগর
১৯৩০

ইক্‌বাল থেকে

ঈশ্বর

একই মাটিতে জলে আমি বানালাম বিশ্ব,
তুমি ভিন্ন ক'রে নাম দিলে ইরান, তাতার দেশ, জাঞ্জিবার ;
মৃত্তিকার অণুকণা দিয়ে আমি বানালাম লৌহ,
তুমি তাই দিয়ে তৈরি করেছো যত তরোয়াল, তীর আর বন্দুক।
বাগানের গাছ কাটবার জন্যে তুমি বানালে কুড়োল,
আর যে-পাখি গান করে তার জন্যে খাঁচা ॥

মানব

তুমি তৈরি করেছো রাত্রি, আমি তো জ্বেলেছি আলোক।
মাটি তোমার, তাই দিয়ে রচলাম পানপাত্র।
তোমার ছিলো মরুভূমি, পর্বত, অরণ্য ;
আমার হ'লো তৈরি ফুলের কানন, গোলাপ, ফলের বাগান।
আমি সে, যে 'পাথর'-কে ক'রে দেয় আয়না,
বিষ হ'তে যে বানায় মধু ॥

শেখ-ই-মজাদিদ্‌-এর সমাধিতে

গেলাম শেখ-ই-মজাদিদ্‌-এর সমাধিতে,
সেই স্থানে যা আকাশের তলে আলোয় ভরা।
নক্ষত্রগুলি পর্যন্ত সেখানে ধূলিকণার কাছে লজ্জিত,
গুণী শুয়ে আছেন যে-ধূলিতে নিদ্রিত ॥

ভাই বীরসিং থেকে

১ দুঃখ দেখে দুঃখ আসে

পৃথিবীর যন্ত্রণায় বিবর্ত চিত্রে
হৃদয় আমার দুঃখী।
অন্তর যায় গ'লে,
পারি না রুধতে চোখের জল।
জানি, পৃথিবীর বেদনা কমবে না আমার বেদনায়,
এমন কি আমার তীব্র ত্যাগের উৎসবে—
তবু, পাথর তো নই আমি,
পাথরও ভাঙে তোমার দুঃখে, হে পৃথিবী॥

২ স্বাধীন ইচ্ছা

যদি বিশ্বকর্মা চোখ দিতেন আমার খুলির উপর দিকে,
চাইতাম আকাশের দিকে।
চোখ পেয়েছি কপালের নিচুতে,
নিচু দিকেই না-চেয়ে আমার উপায় নেই—
বিধিনির্দেশ আমাকে বেঁধেছে।

চোখ আছে বটে কপালে,
সঙ্গে আছে বিধিদত্ত ঘাড়
ইচ্ছামতো চোখকে উঁচু-নিচু চালাবার জন্যে।
বিধিনির্দেশে চোখ দিয়ে দেখায় নেই মুক্তদৃষ্টি।
ইচ্ছার উপরে চোখ চালাবার অধিকার মানুষের॥

৩ দহন

ধীরে-ধীরে উঠলো মেঘ
কত নিচু থেকে আকাশের উঁচুতে—
কিন্তু সে কালো, সে বোবা,
জানে না দিক।
অজানিতে তারো বুকে জাগলো বজ্রের বিদ্যুৎ,

কখন হঠাৎ হ'লো স্ফুরিত ;
অসহ্য আত্মদহন তার সেই আলো—
কিন্তু নিচে পৃথিবী হ'য়ে ওঠে ক্ষণিক উজ্জ্বল ॥

উইনিফ্রেড্ হোল্‌টবি (ইংলণ্ড) থেকে

ফ্রান্সের ট্রেন

সারা দীর্ঘরাত্রি অদৃশ্য পাহাড়ের পথে
ট্রেনগাড়ি
অগ্নিচক্ষু ট্রেনগাড়ি
ডাকে পরস্পরকে তীব্র খোঁজের চিৎকারে ;
আর আমি
ভেবেছিলেম সব ভুলেছি আমি যুদ্ধের কথা—
হঠাৎ ঝলসে উঠলো মনে সেই ক্যামিয়র্স-এর এক রাত্রি
জেগে শুয়েছিলেম ঘন অন্ধকারে,
শুনেছিলেম ট্রেনের শব্দ,
পশু, চিৎকার করা ট্রেন-পশুগুলো
ডাকছে পরস্পরকে তাদের শিকারের গর্জনে।
দুর্নিবার, অমোঘ, হিংস্র পশুর মতো
ছুটছে শিকারের সন্ধানে।
সৃষ্টি করেছে এই জন্মেই তাদের নির্মাণকর্তা,
সেই তারা, ব্যবসা যাদের ধরা এবং গ্রাস করা
আমাদের রক্তমাংসের একান্ত আপনজনদের।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা
ক্রুদ্ধ অসহায়, শুয়েছিলেম একা সে রাত্রে
শুনছিলেম শিকার করছে তারা তোমাকে, প্রিয় আমার, আর তোমাকে,
শুনছিলেম ছুটে নিয়ে চলেছে তারা তোমাকে মৃত্যুর মুখে,
অসহ্য চেষ্টা করলেম সাবধান করতে তোমাকে পশুদের হাত থেকে,
হায় রে, ঐ পশুদের হাত থেকে!

তারপরে মনে হ'লো, না,
এতো বিশ্রী স্বপ্ন সত্য হতেই পারে না!
ক্ষণেক শান্ত হ'লো মন, তখন ট্রেনের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না—
কিন্তু হঠাৎ, ঐ যে, নিস্তব্ধের বুক চিরে কম্পিত হ'লো গর্জন,
শুনলেম, ঐ দূরে, আরো দূরে,
ভীষণ বজ্র-নিনাদ তাদের আনন্দহীন ভোজে—
ধরেছে তোমাকে পশুরা, তাহ'লে, ধরেছে ঐ পশুগুলো, ঐ পশুগুলো—
জানলেম
আমার নিশাচর স্বপ্ন তবে সত্য ॥

স্টিফেন্ স্পেণ্ডার (ইংলণ্ড) থেকে

এক্স্প্রেস ট্রেন

প্রথম সহজ প্রবল ঘোষণার পরে
যন্ত্রের কালো জানানি দিয়েই বিনা দ্বিরুক্তিতে
সম্রাজ্ঞীর মতো গড়িয়ে চললো, স্টেশন ছেড়ে।
নামালো না মাথা, সম্বরিত ঔদাসীন্যে
বিনম্র বাড়ির ভিড় গেলো কাটিয়ে,
এবং গ্যাসের কারখানা; শেষে উল্‌টিয়ে গেলো ঐ ভারি পৃষ্ঠা
মৃত্যুর, সিমেট্রির কবরের পাথরে ছাপানো।
শহরের বাহিরে দেশ রয়েছে খোলা—
গতি বাড়ালো দ্রুততায়, ঘনিত হ'লো তার রহস্য।
সমুদ্রে-চলা জাহাজের উদ্দীপ্ত আত্মসমাহিতি এখন তার।
এবার আরম্ভ করলো তার গান—প্রথমে খুব ধীর শব্দে,
তার পরে জোরে, শেষে একেবারে উন্মত্ত শীৎকারে—
চলার বাঁকে-বাঁকে বাজে তার বাঁশির চিৎকার-গান,
বধির-করা শব্দের ঝড় ঝঙ্কৃত হ'লো সুরঙ্গে, যন্ত্রে-যন্ত্রে
অগণ্য কলকব্জায় অন্তর্লীন সংঘর্ষে।
আর সব খন হাল্কা, বায়বীয়

চলেছে আনন্দিত ছন্দ তার চাকার তলায়।
লৌহ ল্যাণ্ড্স্কেপ্ পেরিয়ে তার লাইনের 'পর দিয়ে বাষ্পবেগে
ঝাঁপিয়ে পড়লো এখন সে পাগল নূতন মুখর অধ্যায়ে,
যেখানে গতি ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলছে নব-নব অদ্ভুত আকার,
প্রশস্ত বাঁকা রেখা,
সযুগ্মরেখা বন্দুকের স্টীলের মতো পরিষ্কার।
অবশেষে এভিনবরা, রোমের চেয়েও দূরে।
পৃথিবীর চূড়ান্ত ছাড়িয়ে, পৌছলো রাত্রিতে—
যেখানে কেবলমাত্র এক অবনত স্ট্রীমলাইন উজ্জ্বলতা
ফস্‌ফরাসে শাদা হ'য়ে উঠেছে টলমল পাহারার 'পরে।
আহা! ধূমকেতুর মতো অগ্নিশিখায় বিমুগ্ধ সে চলেছে এগিয়ে
তুরীয় আপন সংগীতে,—কোনো পাখির গান না,
মধুভরা কুঁড়িতে ফেটে যাওয়া কোনো পল্লবও তার কাছে লাগে না

আর্‌ভিড্ শুলেনবার্গার (আমেরিকা) থেকে

পশ্চিমী সমাধিক্ষেত্র

নিত্য বহমান হাওয়া তাতে সমস্ত ভেসে চলেছে।
এই সমাধিক্ষেত্র, প্রথম ওয়্যাগন্-গাড়ির সময় থেকে
—পূর্বে সেই গাড়িতে মৃতের যাত্রা নির্ধারিত হ'তো—
বছর দশেক ধ'রে একই ভাবে রইলো, ধূসর কাঠের খুঁটি থেকে
আরেক খুঁটি পর্যন্ত লোহার কাঁটা-অলা তারের দীর্ঘতর ব্যাপ্তি।
পাথর, ক্রুশ-চিহ্ন ঊর্ধ্বাকাশে বিচিত্র অঙ্গুলি-নির্দেশ;
সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সমান উঁচু ঘাস বহুকাল গজিয়ে উঠে'
কবর আর বেড়ার ধার থেকে সব আগাছা বিলুপ্ত করেছে।
সমস্তটা পরিচ্ছন্ন প্রেয়রি মাঠ, কেবল এই স্মারণিক প্রস্তরসারি
অস্পষ্ট, যেমন ঐ আদিম-অধিবাসী সিউ-ইণ্ডিয়ানদের তোলা
টেপি পাথর-চক্র

দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের সীমা-আঁকানোর।
এখানে বিলম্বিত সময় আর ঘাস অস্তিত্বের ভাবনাকেও
ভুলিয়ে দিয়েছে অন্যমনস্কতায় ;
অনামী ঘাস দূর-দূর দৃশ্যান্তরে আন্দোলিত,
হাওয়ার আলিঙ্গনে এখানে শুধু ঈষৎ কম্পমান—
প্রত্যেক থরথর ঘাসের ফলকে ভ্রাম্যমাণ বিশুদ্ধ অসংগতি,
কবর বা পাথর, মৃত অতীত অথবা ভবিষ্যতের সঙ্গে কোনো যোগ নেই
এখানে কোনো হিশাব রাখা নেই মৃতের আগমনের,
অথবা তার ছেলের চ'লে-যাওয়ার কোনো হেতু :
শুধু ঘাসের জমি এই, যেখানে স্মৃতির পা-রাখবার জায়গা নেই,
বিশুদ্ধ, পরিচয়হীন, এবং শেষ পর্যন্ত অজ্ঞেয় ॥

১৯৫৩

সম্পাদকের নিবেদন

অল্পাধিক এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড 'কবিতাসংগ্রহ' প্রকাশিত হ'লো। এই সঙ্গে আপাতত সমাপ্ত হ'লো মাত্র দু'বছর আগে প্রকাশিত 'অনিঃশেষ' পর্যন্ত মোট চোদ্দখানি বইয়ের সমস্ত কবিতা একত্রিত করার কাজ।

বর্তমান খণ্ডের প্রথম বই 'পালাবদল'—যে-নামের মধ্যেই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় দূরস্পর্শী এবং আন্তরিক এক পরিণতির কথা আভাসিত হ'য়েছে, পূর্বেই যার সূত্রপাত হয়েছিলো। নিবিষ্ট পাঠকের পক্ষে সেই ক্রমপরিণতির ধারা একত্রিত সংগ্রহের মধ্য দিয়ে অনুসরণ করা কঠিন না-হওয়াই সম্ভব। নিতান্ত যদি হয়, তাহ'লেও গ্রন্থপরিচয় অংশ থেকে আনুষঙ্গিক ও সহায়ক পাঠের পক্ষে কিছু-কিছু দরকারী তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। গ্রন্থপরিচয় প্রধানত সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সংকলিত হয়েছে। পঞ্চাশ বছর ধ'রে বাংলাভাষায় যিনি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করছেন, জীবিত এমন কোনো অগ্রণী কবির বিষয়ে টাটকা একটি মুখবন্ধ রচনার কাজ বর্তমান সম্পাদকের দরকারী মনে হয়নি, যথাসাধ্য নির্ভুল ভাবে কবিতাবলীর ক্রমান্বিত বিন্যাসসাধন এবং তথ্যসমেত গ্রন্থপরিচয় রচনা করাই তাঁর মনে হয়েছে একমাত্র সম্পাদকীয় কর্তব্য। বলার ভার সবটাই কবিতার উপরে। তার কোনো বিকল্প নেই।

এ-খণ্ডেও 'পরিশিষ্ট' অংশের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছিলো 'কবিতাবলী' (১৩৩২) এবং 'উপহার' (১৩৩৪) নামের অপ্রচলিত দুখানি ছোটো বই, হয়তো ইচ্ছে ক'রেই যে-বই দুটিকে লেখক এতকাল বিস্মৃত থাকতে দিয়েছিলেন। রচয়িতার আনুকূল্যে এবং অন্য কিছু সূত্রে আরো বহু, প্রধানত অপ্রকাশিত, রচনার বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের গোচরে এসেছে: বেশির ভাগ পূর্বে কখনো ছাপা হয়নি, কিছু অংশ সাময়িক পত্রে ছাপা হওয়ার পরে বহুকালের মতো অদৃশ্য হয়েছিলো। ভাষায় ছন্দে প্রকাশের ভঙ্গিতে—'খসড়া'র সঙ্গে তাদের অমিলটাই বেশি চোখে পড়তে পারে। হঠাৎ মনে হ'তে পারে, ধ্বনি নয়, কোনো প্রবলতর প্রতিধ্বনিই বোধ করি আকার নিয়েছে এইসব আরেক যুগের রচনায়। মনে হ'তে পারে, কিন্তু একটু নিবিষ্ট মনে প'ড়ে উঠলে ভ্রম ভাঙতেও দেরি হয় না। আমরা বুঝতে পারি এই তরুণ কবির মানসিক পরিমণ্ডল একেবারেই ভিন্ন জাতের, যদিও তার

সমানুপাতিক ভাষা ভঙ্গি ছন্দ তখনো সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয়নি। কবির পরবর্তী কবিতাবলীর সঙ্গে এ-সব গুপ্ত এবং লুপ্ত রচনা মিলিয়ে পড়লে হয়তো একথাও স্পষ্ট হবে—আধুনিক কবিতার জন্মকালে কেন এরকমের দাবি করা হয়েছিলো যে কবিতা লেখা হয় ভাব দিয়ে নয়, ভাষা দিয়ে। লেখকের ক্রমান্বিত দ্বিধা সত্ত্বেও সম্পাদকের দায়িত্বে এই সব পুরোনো কবিতার, এবং কিছু গানের, দৃষ্টান্ত পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে, যে-সংকলন আরো অনেকটা দীর্ঘ হ'তে পারতো। গানগুলিকে স্বতন্ত্র রাখা হ'য়েছে প্রধানত এই কথা ভেবে যে গীত হওয়ার জন্যেই এগুলি রচিত হয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিলো গানগুলি প্রকাশ করা হয়, এবং ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী কোনো-কোনো গানে স্বরসংযোগ ক'রে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন। একালের যে-কোনো প্রধান কবির মতো অমিয় চক্রবর্তীও পরে গান আর লেখেননি, যদিও রাগরাগিণী সংগীতযন্ত্র এবং স্বরস্রষ্টাদের নানা প্রসঙ্গিত উল্লেখ তাঁর পরবর্তী কবিতাতেও ঘুরে ফিরেই দেখা দিয়েছে।

পূর্বে বলেছি, দ্বিতীয় খণ্ডে এই 'কবিতাসংগ্রহ' আপাতত সমাপ্ত হ'লো। আপাতত, কেননা এই দুখণ্ড প্রস্তুত হওয়ার মধ্যেই অমিয় চক্রবর্তী আরো বহু হ্রস্ব এবং দীর্ঘ, এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ নতুন কবিতা লিখেছেন, সাম্প্রতিক কঠিন দুর্ঘটনাজনিত দেহযন্ত্রণাও তার বাধা হয়নি। খুবই ভিন্নতর আর একটি পর্ব দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। জানা গেছে, 'নতুন কবিতা' নামে শীঘ্রই আরো একটি বই ছাপা হ'য়ে বেরোবে। এসব পরবর্তী রচনা 'কবিতাসংগ্রহে'র ভবিষ্যৎ বর্ধিত সংস্করণে যোগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে হ'লো। ভাবতে ভালো লাগছে যে অন্তত একটি জ্যেষ্ঠ আধুনিক কবির ক্ষেত্রে তাঁর নিজের উপদেশ ও পরামর্শ মেনে এধরণের সংগ্রহ সংকলিত হ'তে পারলো। এ-দৃষ্টান্ত বাংলায় বোধ করি এই প্রথম। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সংগ্রহ আক্ষরিক ভাবে সমগ্র হওয়া উচিত ছিলো কিনা। কিন্তু, পরিশিষ্টে সংযোজন সত্ত্বেও, সে-ধরণের সামগ্রিকতায় পৌঁছনো বর্তমান সম্পাদকের স্পষ্টতই অভিপ্রায় ছিলো না। বিদেশীয় কোনো-কোনো প্রধান কবির রচনাসংগ্রহে তুলনীয় দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। ইতিহাসের যথাযথ দাবি কোনো কবিতাসংগ্রহ মেটাতে পারে না, তা পারে টীকা আর পাঠভেদ সমন্বিত কোনো ভেরিওরাম সংস্করণ।

প্রথম খণ্ডে সব রচনার স্থান-তারিখ দেওয়া যায়নি। এখণ্ডেও সে-ত্রুটি সম্পূর্ণ দূর করা গেলো না। কবিতার উপভোগে এইসব তথ্যের কোনো

মূল্য আছে কিনা, নাকি তা নিতান্তই কবিজীবনীর সম্ভাব্য উপাদান, কাজেই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়—এই প্রশ্নের উত্তরে বর্তমান সম্পাদককে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর একটি পত্রাংশ উদ্ধার করি :

'আমার নিজের বিশ্বাস ছবির ফ্রেমের মতো স্থান, সময় ইত্যাদির প্রসঙ্গ কবিতার একটি বিশিষ্ট আবহাওয়া সৃষ্টি করে : ছোটো জিনিষের সঙ্গে বড়োর তুলনা করলে বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ সাংঘাইয়ে 'খর বায়ু বয় বেগে' লিখেছিলেন—একটি চীনে সাম্পান উত্তাল ঢেউ, ঝড় অগ্রাহ্য ক'রে মহাসমুদ্রে দূরে চলে গেল—এই ছবিটা মনে আনলে তাঁর ঐ গান বা কবিতার ক্ষতি নেই। আনমনা অথচ বেপরোয়া এবং অনিবার্য একটি ভাবের বৃদ্ধি অনুভব করি। জিনিষটাকে বাড়িয়ে বলতে চাই না,- পারিপার্শ্বিকের প্রতি আসক্তি হয়তো ব্যক্তিগত স্মৃতির খেয়াল, মমতায় ঐতিহাসিক। কিন্তু 'পূরবী'-র কবিতায় জাহাজের নামগুলিও আমার মনে প্রাসঙ্গিকের ঢেউ তোলে। 'ও আমার জুঁই' বুয়েনোস্ আইরেসে লেখা হয়েছিলো এতে জুঁই ফুল আরো যেন হৃদয়ে ভরে আসে। 'ক্ষত যত ক্ষতি যত' গানটা গ্রীসের পটভূমির কাছে ব'সে লেখা শাশ্বত অরুণোদয়ের সম্মুখে, অনেক গান জর্মানিতে এবং য়ুরোপের অন্যত্র চলার পথে রচিত, তার ইঙ্গিত পেলে ভালোই লাগে। আবার বলি, আমার কবিতার কোনো আকস্মিক দাম-বাড়ানো আমার উদ্দেশ্য নয়—গ্রেনাডিন দ্বীপে নারকেলগাছগুলি কী ভাবে আমাকে ডাক দিয়েছিলো, ভারতীয় মন নিয়ে সেই পশ্চিম ইণ্ডিস দ্বীপে তা চমকিয়ে বুঝেছিলাম। শুধু একদিনের মেয়াদ, তারপরেই বিদায়। সেই দ্বীপ থেকে চিরদিনের মতো চলে আসার ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে অসীম বেদনা জাগলো. সমুদ্রঘেরা বিশেষ দ্বীপের স্মারণিক চিহ্ন রাখতে চেয়েছিলাম। অবশ্য সবই ধুয়ে মুছে উনত্রিশ পবনে উড়ে হারিয়ে যায়, কবিতাও তথৈবচ। তুমি মায়া প্রকাশ করলে, এতে কী জানি গভীর তৃপ্তি পেয়েছি।…জানি যে অনেকে এই স্থান-সনের উল্লেখকে দাম্ভিকতার পরিচয় মনে করেন। হতে পারে, কিন্তু কবিতা লেখাটাই একদিক থেকে দাম্ভিকতা, ইতিহাসরক্ষার বৃত্তিটাও আত্মম্ভরিতা। কিন্তু শুধু তাই নয়!'।

বিশ্বপথিক এই কবির রচনায় স্থান-কালের সমাবেশ নানাভাবেই তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে, আশা করি তা কারো-কারো অন্তত চোখে পড়বে॥

নরেশ গুহ